চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 290 Tuesday, 19 September, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৯০ সংখ্যা ❋ ১ আশ্বিন, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

পুজোর আগে শহরবাসীকে সতর্ক করল লালবাজার সাইবার সেল। কখনও বলা হচ্ছে, নামী সংস্থার প্রসাধনী মিলবে নামমাত্র দামে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে বরাবরই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নজির দেখা যায়। এখানে মানুষ ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে অংশ নেয় একে অপরের নানা অনুষ্ঠানে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দলের নেতা-মন্ত্রীদের সতর্ক করলেন মল্লিকার্জুন খাড়্গে। বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদির যেন বিনা কারণে প্রশংসা না করা হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৬

আসন্ন এশিয়ান গেমসে ভারত ১০০ পদকের প্রত্যাশা করছে। এশিয়াডে একাধিক ভারতীয় তারকাদের মধ্যে শুটার মানু ভাকেরের দিকে বিশেষ নজর থাকবে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

প্রতি বছরের মতো এ বছরও 'দুরন্ত বার্তা ও 'সুচিকিৎসা'র অফিসে সাড়ম্বরে পালিত হল বিশ্বকর্মা পুজো। এই উপলক্ষে দুরন্ত বার্তা'র সকল কর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীরা মিলে এই পুজোর অংশগ্রহণ করেন এবং পত্রিকার শুভ কামনায় প্রার্থনা করেন।

'এ তো সব মহাপুরুষদের নাম!'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি সিবিআই তদন্তে অসন্তুষ্ট বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। হাম সব চোর হ্যায়। কিশোর কুমারের ছবির প্রসঙ্গ তুলে ধরে মন্তব্য সিবিআই-এর। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির সন্দেহজনক নেতাদের তালিকা দিয়ে আদালতে এমনই জানাল সিবিআই। 'এ তো সব মহাপুরুষদের নাম!' মন্তব্য বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ে'র। প্রত্যেকেই যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং জন প্রতিনিধি, বিধায়ক, কর্পোরেটর, এমনটাই

প্রাথমিক দুর্নীতিতে সিবিআই-এর তালিকায় বিস্মিত বিচারপতি

জানাল সিবিআই। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাল্টা মন্তব্য, ''হ্যাঁ প্রত্যেকেই দেখছি প্রভাবশালী এবং সিবিআইকে শক্ত হাতে, কড়া তদন্ত করতে হবে। পাখির পালকের ছোঁয়া দিয়ে তদন্ত চলবে না।'' এরপরই সিবিআইয়ের সমালোচনা করে বিচারপতি বলেন, ''লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হলে ওই নেতারা গ্রেফতার হবে তাই তো।'' সিবিআই-এর জবাব, ''না স্যার''। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ে'র পাল্টা মন্তব্য, ''আমার অবসর পর্যন্ত অনেকে অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমি কখনই অবসরে যাব না। মাঝে মধ্যে মনে হয় একটা পদযাত্রা করি। হাইকোর্টের নিচে সূর্য সেনের মূর্তি থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত। কিছুই বলব না শুধু হাঁটব। কী সব চলছে চারিদিকে। আদালতকে কাঁচকলা দেখিয়েছে সিবিআই। হাইকোর্টের নজরদারির তদন্ত এমন কেন হবে!'' এরপরই বিচারপতি বলেন, ''এরকম চললে আমাকে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে নির্দেশ দিতে হবে। জোড়াতালি দেওয়া (ভেগ) তদন্ত করছে সিবিআই। মন থেকে বা প্রকৃত (সিনসিয়ারলি) তদন্ত করছে না। মামুলি গোছের তদন্ত হচ্ছে। সিবিআই আধিকারিক আর মানিক ভট্টাচার্যের মধ্যে বোঝাপড়া হয়েছে বলে এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে।'' বিচারপতির সংযোজন, ''সুপ্রিম কোর্ট গিয়ে একটা রক্ষাকবচ নিয়ে আসুক মানিক ভট্টাচার্য, আমরা আর কিছু করব না। হয়তো এমন একটা বোঝাপড়া হয়েছে। এমন সন্দেহই হচ্ছে।'' মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় সিবিআই তদন্তের কেস ডায়েরি তলব হাইকোর্টের। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি সিবিআই তদন্তের সিডিও তলব করেন বিচারপতি। এদিকে, নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত বলে অভিযোগ, তাঁদের তদন্ত সম্পর্কেও এদিন প্রশ্ন তোলে আদালত। তাপস মণ্ডলের কাছ থেকে মাত্র ৪ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। তাঁর বান্ধবীকে খুঁজে বের করার কথা বলেন বিচারপতি।

পঞ্চায়েত হিংসায় মৃতদের মধ্যে কারা পেয়েছে ক্ষতিপূরণ
রাজ্যকে জানাতে বলল আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ পঞ্চায়েত হিংসায় আহত ও নিহতদের পরিবার কি ক্ষতিপূরণ পেয়েছে? রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর দায়ের করা এক মামলায় এই নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হলফনামা দিয়ে আদালতকে জানাতে হবে যাবতীয় তথ্য। কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে অধীরবাবু অভিযোগ করেন, গত ১৪ জুলাই হাইকোর্টে রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত হিংসায় যে ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের পরিবারেকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ও তাঁদের পরিবারের ১ জনকে হোমগার্ডে চাকরি দেবে তারা। এছাড়া আহতদেরও ক্ষতিপূরণ দেবে। কিন্তু তার পর প্রায় ২ মাস কাটতে চললেও মাত্র ১৭ জন মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে রাজ্য। বাকিরা ক্ষতিপূরণ পেয়েছে কি না তা এখনো অজানা। এই মামলার শুনানিতে সোমবার প্রধান বিচারপতি সরকারি আইনজীবীকে বলেন, ''পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৃতদের নামের তালিকা আদালতে হলফনামা আকারে পেশ করতে হবে। সঙ্গে কারা ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে ও কারা চাকরি পেয়েছে তা আলাদা করে জানাতে হবে রাজ্য সরকারকে।'' ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আদালতে পেশ করতে হবে এই হলফনামা।

পুজোর আগেই কি অনুব্রতর জামিন? এবার সিবিআইকে নোটিশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ কন্যা সুকন্যার জামিনের আবেদন আগেই পিছিয়ে গিয়েছিল। এবার অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদনের মামলায় সিবিআইকে নোটিশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু কেন এই নোটিশ? সূত্রের খবর, এর আগে হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল হাইকোর্ট। এরপর সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। কার্যত জামিন পেতে একেবারে মরিয়া অনুব্রত। একদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যেকোনওভাবে, যে কোনও শর্তে জামিন পাওয়ার জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। অন্যদিকে গরু পাচার মামলাতেও জামিন পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কেষ্ট মণ্ডল। তবে চার্জশিট ফাইল হয়েছে। শুধু আমার মক্কেলই একমাত্র জেলে রয়েছেন। ১৪ মাস তিনি জেলে কাটিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গেই তাঁর সংযোজন এই মামলায় প্রধান কিংপিন জামিন পেয়ে গিয়েছেন। সেক্ষেত্রে অনুব্রতকেও জামিন দেওয়া হোক। তবে বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু ও বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চ সিবিআইয়ের কাছে এই নোটিশ জারি করেছে। সেই সঙ্গেই বিচারপতি জানিয়েছেন তদন্ত কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটাও জানা দরকার। এরপরই জামিনের আবেদন বিবেচনা কার হবে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে তবে কি এবার পুজোর আগেই জামিন মিলতে পারে অনুব্রতর? এনিয়ে কোনও নিশ্চয়তা মেলেনি। তবে শেষ পর্যন্ত কবে অনুব্রতর জামিন মেলে সেদিকে নজর রয়েছে অনেকেরই। এদিকে বীরভূমের

এবার অনুব্রতর জামিনের আবেদন মামলায় সিবিআইকে নোটিশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জানিয়েছেন, আদালত সিবিআইকে নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিচ্ছে। মনে করা হচ্ছে তদন্ত এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে তা জানানোর জন্য এই নোটিশ জারি করা হয়েছে। এদিকে সোমবার অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবী মুকুল রোহতগী জানিয়েছেন আদালতে, পাঁচটি রাজনীতিতেও ধীরে ধীরে প্রভাব হারাচ্ছেন অনুব্রত। এমনকী দলের একাধিক কর্মসূচিতেও অনুব্রতর ছবি থাকছে না। তবে বছর খানেক আগেও বীরভূমে তৃণমূলের রাজনীতিতে অনুব্রত মণ্ডলই ছিলেন শেষ কথা। কিন্তু গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই কিছুটা চাপে পড়ে যান কেষ্ট মণ্ডল। বর্তমানে তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল।

বিশ্বভারতীর হেরিটেজ তকমায় কৃতিত্ব কার?
তরজা শুরু রাজনীতির অন্দরে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বাঙালির সংস্কৃতির 'তীর্থক্ষেত্র' শান্তিনিকেতন। তাই শান্তিনিকেতনের হেরিটেজ তকমা প্রাপ্তি বাঙালির জন্য গর্বের, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দলমত নির্বিশেষে আপামর বাঙালি ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বভারতীর জন্য গর্ব করলেও হেরিটেজ তকমা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। ১৯২১ সাল থেকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু, তার স্বীকৃতিতে কৃতিত্ব কার, তা নিয়ে কার্যত তরজা শুরু হয়েছে রাজনীতির অন্দরে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালের আচার্য খোদ প্রধানমন্ত্রী। হেরিটেজ তকমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কৃতিত্বের দাবি করছেন বিজেপি নেতারা। নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে টুইট করেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। তিনি লিখেছেন, 'এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রী এভাবে পশ্চিমবঙ্গের গৌরব পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেননি।' দুর্গা পূজা হেরিটেজ তকমা পাওয়ার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের কৃতিত্ব ছিল বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীকে কৃতিত্ব দিয়েছেন খোদ বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। শুধু কেন্দ্রকে কৃতিত্ব দেওয়াই নয়, তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগও তুলতে শুরু করছে বঙ্গ বিজেপি। বিশ্বভারতীর হেরিটেজ তকমা প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'ভারত তথা বাংলার জন্য গর্বের বিষয়। তবে যেন তৃণমূল কালচারের ছোঁয়া না লাগে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে।' বিশ্বভারতীতে উপাচার্যকে কাজ করতে দেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, তৃণমূলও এটা বোঝাতে পিছপা হচ্ছে না যে বিশ্বভারতীর উন্নতিতে রাজ্য সরকারের অবদান কতটা। ইউনেস্কো হেরিটেজ হিসেবে বিশ্বভারতীর নাম ঘোষণা করার পরই টুইটে সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১২ বছরে রাজ্য সরকার যে বিশ্বভারতীর পরিকাঠামোগত উন্নয়নে অবদান রেখেছেন, সে কথা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে উল্লেখ করেন তিনি।

জি-২০ সামিটের সাফল্য ব্যক্তি বা দলের নয় প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ সামিট বিশেষভাবে সফল বলে জানিয়েছেন তাঁবড়-তাঁবড় রাষ্ট্রনেতারা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে জি-২০ সামিটের প্রশংসায় মুখর হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন থেকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। এবার জি-২০ সামিটের সফলতার কৃতিত্ব দেশবাসীকেই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার, পুরানো সংসদ ভবনের শেষ অধিবেশনে বক্তৃতায় এমনটাই জানালেন তিনি। জি-২০ সামিটের সাফল্য ভারতকে বিশ্বের দরবারে এক বিশেষ মাত্রায় উন্নীত করেছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পুরানো সংসদ ভবনের শেষ অধিবেশনের বক্তৃতায় তিনি বলেন, ''আজ জি-২০ সামিটের সফলতা দেশবাসীর গর্ব বাড়িয়েছে। জি-২০ সামিটের সফলতা ১৪০ কোটি দেশবাসীর। এই সফলতা কোনও ব্যক্তি বা দলের নয়। এটা সমগ্র ভারতের সফলতা। আর এর প্রভাব গোটা বিশ্বের উপর পড়েছে।'' ভারতের উদ্যোগেই জি-২০ জোটের স্থায়ী সদস্যপদ পেয়েছে আফ্রিকান ইউনিয়ন। সব সদস্য দেশের সমর্থন নিয়েই সামিটের শুরুতে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি ২০-র স্থায়ী সদস্য হিসাবে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় আপ্লুত আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আজালি আসোমানি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান। তারপর দুই নেতা আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন। যা সামিটের এক আবেগঘন মুহূর্ত হয় ওঠে। এদিন সেকথারও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, ''আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টকে ডেকে যখন আফ্রিকান ইউনিয়নকে স্থায়ী সদস্য হিসাবে ঘোষণা করা হল, তখন সেটা এক আবেগঘন মুহূর্ত

ছিল। সেই আবেগঘন মুহূর্ত ভুলতে পারছি না। কত বড় আশা পূরণ করার কাজ ভারতের মধ্য গিয়ে সম্ভব হয়েছে। এটা ভারতের গর্বের বিষয়।'' নভেম্বরের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতের হাতে জি-২০-র সভাপতিত্বের ব্যাটন রয়েছে। তাই এখনও যে কয়েকদিন সময় হাতে আছে, সেটা বিশেষ কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রসঙ্গত, গত ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের সভাপতিত্বে নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপম-এ বসেছিল জি-২০ সামিট। যদিও বছরের গোড়া থেকেই এই সামিটকে সফল করতে দেশজুড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ওয়ার্কিং কমিটির একাধিক বৈঠক হয়েছে। তারপর ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লিতে সামিটে চিন ও রাশিয়া বাদে জি-২০ ভুক্ত সমস্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধান-সহ বিদেশি অতিথিরা যোগ দেন। তাঁদের সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে নৈশভোজেরও আয়োজন করা হয়েছিল। বলা যায়, চাঁদের হাট বসেছিল সেখানে। এই সামিটকে কেন্দ্র করে গান-বাজনার আসর, প্রদর্শনীশালার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্যও তুলে ধরা হয়ে রাষ্ট্রনেতা ও বিদেশি অতিথিদের সামনে। সবমিলিয়ে, জি-২০ সামিটকে কেন্দ্র করে দু-দিন রাজধানীতে রাজকীয় আয়োজন হয়।

শিলিগুড়িতে হচ্ছে মিত্তলদের ইথানল প্ল্যান্ট

মাদ্রিদ, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ উত্তরবঙ্গে ইথানল প্ল্যান্ট তৈরি করছে পিসি মিত্তল গ্রুপ। ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগে তারা শিলিগুড়িতে এই প্ল্যান্ট তৈরি করছে। দৈনিক ২ লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন এই ইথানল প্ল্যান্ট হবে। পাশাপাশি একটি আধুনিক কংক্রিট স্লিপার উৎপাদন কারখানাও তৈরি হচ্ছে। ১০০ কোটি টাকা খরচ করে তা তৈরি হচ্ছে। নিউ জলপাইগুড়িতে ইতিমধ্যেই একটি ইউনিট রয়েছে। এদিন মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি দল

স্পেনের কনস্টান্টিতে ট্রাভিপোসের কারখানা ঘুরে দেখে। কারখানাটি স্পেন রেলওয়েজের জন্য রেল স্লিপার তৈরি করে। রেলওয়ান-এর সদস্য তারা। পিসি মিত্তল গ্রুপের পাঁচটি আন্তর্জাতিক ইউনিটের মধ্যে একটি এটি। যার টার্নওভার ২ হাজার কোটির বেশি। স্লিপারগুলির জন্য যে ছাঁচ তা তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গে। সরবরাহ করা হয় স্পেনের ইউনিটে। এই মুহূর্তে স্পেনে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সফরসঙ্গীর তালিকায় রয়েছেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের প্রধান সচিব বন্দনা যাদব। মূলত মুখ্যমন্ত্রীর এই বিদেশ সফর বিনিয়োগের লক্ষ্যে। ইতিমধ্যেই শিক্ষা, খেলার জগতে বিনিয়োগের খবর এসেছে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় স্পেনের মাদ্রিদ থেকে ঘোষণা করেছেন, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে ইস্পাত কারখানা তৈরি করছেন তিনি। এবার উত্তরবঙ্গের জন্যও এল সুখবর।

বুধবার সংসদে পেশ হতে পারে মহিলা সংরক্ষণ বিল
ইন্ডিয়া জোট দ্বিধাবিভক্ত

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ মঙ্গলবার গণেশ চতুর্থীর দিনে প্রথম অধিবেশন শুরু হবে নতুন সংসদ ভবনে। পুরনো সংসদ ভবনকে সোমবারই আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানাল দেশ। অন্তিম অধিবেশন হল পুরনো ভবনে। সূত্রের খবর, আগামী বুধবার নতুন সংসদ ভবনে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করাতে চাইছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ প্রধান বিরোধী দলগুলিও এই ব্যাপারে সরকারের পাশে আছে। রবিবার সর্বদলীয় বৈঠকে একাধিক দল এই বিলটি নতুন সংসদ ভবনের প্রথম পাশ করানোর প্রস্তাব দেয়। সোমবার পুরনো ভবনে শুরু হয়েছে বিশেষ অধিবেশন। সেই অধিবেশনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী সংসদের মহিলা সাংসদদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। মহিলারা সংখ্যায় কম, এই কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, সংসদের এই ঘাটতি দূর করতেই লোকসভা, রাজ্যসভা এবং রাজ্য বিধানসভা ও বিধান পরিষদের এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত হয় আজ থেকে ২৭ বছর আগে, ১৯৯৬ সালে। অধিকাংশ দল বিলে সম্মতি জানালেও লালু প্রসাদ যাদব, মুলায়ম সিং যাদব, মায়াবতী, নীতীশ কুমাররা দাবি তোলেন সংরক্ষিত এক তৃতীয়াংশ আসনের মধ্যে ওবিসি এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ চালু করতে হবে। এই প্রস্তাব কংগ্রেস-বিজেপি-সহ বাকি দলগুলি মানেনি। সেই থেকে ক্ষমতায় আসা বিভিন্ন সরকারের শরিকও ছিল এই সব নেতাদের দল। ফলে বিলটি নিয়ে সহমত তৈরি হচ্ছিল না। এখন মায়াবতীর দল বাদে বাকিরা ইন্ডিয়া জোটের শরিক। লালুপ্রসাদ, নীতীশকুমাররা বিলটির বিষয়ে কী অবস্থান নেবে এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ২৭ বছর কেটে যাওয়ায় লালুপ্রসাদের আরজেডি, প্রয়াত মুলায়মের দল সমাজবাদী পার্টি আর আগের মতো বিরোধিতায় অনড় থাকবে না বলেই ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে। হালে মহিলা বিল নিয়ে চর্চা শুরুর পর ওই দলগুলিকে আপত্তি করতে দেখা যায়নি। কারণ, মহিলা ভোটের কথাও সব দলকেই বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে। অতীতে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, প্রথমে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ চালু হোক। কয়েক বছর পর জাতিগত সংরক্ষণ চালু করা হবে। তবে দলগুলি নিজেদের সংরক্ষণ নীতি মেনে প্রার্থী নির্বাচন করতে পারে সংশ্লিষ্ট আসনে। তবে সব দলেই পুরুষ সদস্যদের একাংশের মধ্যে কম-বেশি মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে আপত্তি আছে। কারণ এই বিল পাশ হলে লোকসভাতেই ১৮১টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ পুরুষরা সেগুলিতে প্রার্থী হতে পারবেন না।

ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটিতে থাকবে না সিপিআইএম! অভিষেক বললেন, 'ওরাই বলতে পারবে'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটিতে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিআইএম। দলের পলিব্যুটরো বৈঠকের পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ইন্ডিয়া জোটে থাকলেও ভবিষ্যতের সমন্বয় কমিটিতে থাকবে না সিপিআইএম। অন্যদিকে, ইন্ডিয়া জোটের আরেক শরিক তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন। দিল্লি যাওয়ার পথে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''সিপিআইএম এর কি অবস্থান সেটা সিপিআইএম সেটা স্পষ্ট করে বলতে পারবে। বিজেপি এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সিপিআইএম কি করবে বা অন্য দল কি করবে সেটা তাদের সিদ্ধান্ত। বিজেপি এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সম মনোভাবাপন্ন দল গুলোকে সবসময় বলেছি। সিপিআইএম বা অন্য দল কি করবে সেটা তারাই বলতে পারবে। প্রসঙ্গত, সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ৫ দিনই সংসদে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর,

এবারের সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সংসদের সব সভাতেই থাকবেন তিনি। বিশেষ অধিবেশন নিয়ে রবিবার সর্বদল বৈঠক হয়। তৃণমূলের তরফে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও ব্রায়েন। ইন্ডিয়া জোটের দাবি, বিশেষ অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ বিল আনতে হবে। প্রসঙ্গত, অন্যদিকে, দিল্লিতে সিপিএমের পলিটব্যুরোর দু'দিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটিতে দলের কোনও সদস্য থাকবেন না। এই ব্যাপারে দল 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' অবস্থান নিয়েছে। বৈঠক শেষে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইন্ডিয়া জোটকে জোরদার করার কথা বলা থাকলেও সমন্বয় কমিটি শব্দটির উল্লেখ নেই। উল্টে সমন্বয় কমিটির প্রয়োজনীয়তা নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে সিপিএমের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে। সূত্রের খবর, ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটিতে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থাকাতেই সিপিএমের যত আপত্তি। তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই তদন্ত চালাচ্ছে। বাংলার শাসক দলের বিরুদ্ধেও পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এই অবস্থায় তৃণমূলের সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়াতে নারাজ সিপিএম নেতৃত্ব।

'জেতার তিন ঘণ্টা পরেই উৎখাত, না হলে আমার নাম শুভেন্দু নয়'

হলদিয়া, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ হলদিয়া টাটা স্টিল ও টাটা পাওয়ার কন্ট্রাক্টর মজদুরের বিশ্বকর্মা পুজোর উদ্বোধনে সোমবার গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই তৃণমূলকে নিশানা করে সরাসরি হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু। তাঁর হুঁশিয়ারি লোকসভা ভোটে ক্ষমতায় এলে তিন ঘণ্টার মধ্যে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনকে উৎখাত করব। সেই সঙ্গে তিনি দায়িত্বে থাকাকালীন কীভাবে এলাকায় উন্নয়ন হয়েছে সেই সম্পর্কেও বলেন তিনি। তাঁর মতে, ''আমি দায়িত্বে থাকাকালীন জেলায় বহু উন্নয়ন হয়েছে। দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য, স্কুলগুলিকে আর্থিক সহায়তা, রাস্তাঘাট নির্মাণ করা, এলাকাকে দুষণমুক্ত করার জন্য গাছ বসিয়েছিলাম। এখন আর কোনও কাজই হয় না।'' তিনি শুভেন্দু অধিকারী। একসময় ছিলেন তৃণমূলের দাপুটে মন্ত্রী। আর বর্তমানে তিনিই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক। তিনি যখন তৃণমূলে ছিলেন তখন হলদিয়া উন্নয়ন পর্যদের চেয়ারম্যান পদে ছিলেন তিনি। হলদিয়ায় তখন শেষ কথা ছিলেন তিনিই। তবে এখনও তাঁর দাপট কিছু কম নয়। কিন্তু তৃণমূলে থাকাকালীন শাসকদলের মন্ত্রী হিসাবে যে প্রভাব ছিল সেটা আগের তুলনায় কিছুটা

কমেছে। তিনি বলেন, ''পঞ্চায়েতে ভোট লুঠ করেছে। লোকসভায় এটা হবে না। যেদিন হারবে পরের দিন হলদিয়ার কারখানার গেট থেকে চোর তৃণমূলকে উখাত করব। যদি না পারি তবে আমার নাম শুভেন্দু অধিকারী নয়।'' সোমবার হলদিয়ার পুজোতে গিয়ে তিনি বলেন, ''লোকসভা ভোটে ক্ষমতায় আসার পরের দিন তিন ঘণ্টার মধ্যে হলদিয়া থেকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনকে উৎখাত করব।'' একেবারে সরাসরি হুঁশিয়ারি। সেই সঙ্গে তাঁর দাবি আগামী লোকসভা ভোটে হলদিয়া ও কাঁথি কয়েক লাখ ভোটে জয়লাভ করবে। তবে বাস্তবে শুভেন্দুর এই দাবির সঙ্গে বাস্তবে কতটা মিল হয় এখন সেটাই দেখার। তবে তিনি এদিন দাবি করেছেন হলদিয়ায় পুরসভা ভোট হলে তৃণমূলের শোচনীয় পরাজয় হবে। সামনেই লোকসভা ভোট। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের মতো করে ঘুঁটি সাজাচ্ছে। তবে এবার শুভেন্দু অধিকারীর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। গতবারের আসন ধরে রাখাটাই এবার বড় পরীক্ষা বিজেপির কাছে। তবে শুভেন্দু এদিন জানিয়েছেন, লোকসভা ভোটে ক্ষমতায় আসার পরের দিন তিন ঘণ্টার মধ্যে হলদিয়া থেকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনকে উখাত করব। আগামী লোকসভা ভোটে হলদিয়া ও কাঁথি কয়েক লাখ ভোটে জয়লাভ করবে। তবে শেষ পর্যন্ত হিসেব কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটাই দেখার।

সামাজিক মাধ্যমে সমালোচিত সৌরভ

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে ইস্পাত তৈরির কারখানা মাদ্রিদে ঘোষণা করায় রীতিমত সমালোচিত হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ফেসবুকে বেশ কয়েকটি পোস্ট করা হয়েছে। প্রতিটি তেই জমেছে সমালোচনা। তাঁর অনুগামীদের গ্রুপ ' দরবারে' সোমবার বেলা ১টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার এসেছে যথাক্রমে ৪ হাজার ৪০০, ৬২৬ ও ১১৫। মন্তব্যের সিংভাগই নেতিবাচক।সুজিত ঘোষ লিখেছেন, স্পেনের শিল্পপতি।পলাশ হাজরা লিখেছেন, সিঙ্গুরে কারখানা ওই জন্যে তুলে দেয়া হয়েছে। সুছন্দা স্নিগ্ধা লিখেছেন, কুনালের দাদা, পিসির ভাই।রাজু জোদার লিখেছেন, এ পর্যন্ত যেটুকু মান সম্মান অর্জন করেছিলেন শেষ বয়সে সেটা নষ্ট করে দিচ্ছেন নিজের হাতে এটাই হয়তো নিয়তির খেলা।সুশান্ত সরকার লিখেছেন, দাদা একটা কথা শুনতে খারাপ হলেও সত্য কি না বলুন টো ওনার সঙ্গে যে বা যারা গেছে তাদের মান সম্মান বলে কিছু আছে সরকারে থাকা অবস্থায় ডজন ডজন মন্ত্রী নেতা জেলে।সোমনাথ ঘোষ লিখেছেন, উনি হয়তো নির্লজ্জ নির্লিপ্ত কিন্তু আমাদের মতো ভক্তরা আজ সত্যিই খুব লজ্জিত।সুশান্ত সরকার লিখেছেন, দাদা আপনাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালো বাসতাম কিন্তুআপনি একবার ও ভাবলেন না যে যাদের জন্য সুদূর সেই বিদেশে গিয়ে শিল্প ঘোষণা করলেন তারা ৮০০ দিন ধরে বসে থাকা মানুষ গুলোর চাকরি চুরি করেছে ,উনি ৯৮ তৈরী শিল্পকে তাড়িয়েছে? সুভাষ সেন লিখেছেন, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, বোধ হয় ভুলে গেছে। যে টুকু সম্মান ছিল সেটাও ধূলায় লুটাবে।নিত্যানন্দ সরকার লিখেছেন, মহারাজ এখন চোরেদের দরবারে। বিদ্যুৎ বিশ্বাস লিখেছেন, মহারাজ এখন স্পেনে শিল্প আনতে গেছে মমতার সাথে, শিল্প তো নয় মনোরঞ্জন করতে গেছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। অরিন্দম দে লিখেছেন, আপনাকে গ্রেগ চ্যাপেলই সবথেকে ভালো করে চিনেছিলো। সুমন মণ্ডল লিখেছেন, ব্যক্তি স্বার্থ ছাড়া সৌরভ গাঙ্গুলি আর কিছু বোঝে না। ধান্দাবাজ মানুষ। চিরঞ্জীব মুখার্জী লিখেছেন, সিপিএমের সাথেও ধান্দাবাজি করেছ। গ্রেগ চ্যাপেল, বিরাট কোহলি, বিসিসিআই, বিজেপি লোক চিনতে ভুল করেনি। ক্রিকেট ক্যাপ্টেন হিসাবে সম্মান করি। কিন্তু মানুষ খুব খারাপ।

আইএনডিআই' জোটের ভবিষ্য নিয়ে বার্তা দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ বিরোধী ' জোট 'লোক দেখানো প্রচারে'র জন্য করা হয়েছে, নিজেদের মধ্যে প্রবল মত পার্থক্য রয়েছে। এই মত বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষের। মূলত, বিরোধী জোট হিসেবে সংবাদ মাধ্যমে ভেসে থাকার জন্যেই এই 'ঘোঁট' হয়েছে বলে দাবি দিলীপবাবুর।সোমবার সকালে বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বিরোধী জোট নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ।বিরোধীদের জোটে সমন্বয় কমিটিতে বামেদের অনুপস্থিতি ও পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায. তৃণমূল ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেছে বামেরা। দিলীপবাবু বলেন, 'জোটটা তো আপনাদের খবর করার জন্য লোককে দেখানো হয়েছে। জোট হবে না ঘোঁট হবে। তাঁর মতে জোটে সবাই পরস্পর বিরোধী।দিলীপবাবুর মতে, এরা যাঁরা পরস্পরবিরোধী স্বার্থের লোক তারা এক জায়গায় কী করে থাকতে পারে? তারপরে জেডিইউ-র লোকেরা বলছে, একমাত্র ওনাদের নেতা নিতিশ কুমার স ব্যক্তি। বাকি সব দাগি। বাকিদের দাগি বানিয়ে দিয়েছে।ওঁরা নিজেদের মধ্যে ভরসায় নেই। রাহুল গান্ধী বলছেন, একমাত্র আরএসএস পারে মোদীকে সরাতে। ওদের যে মন্তব্য আসছে পরস্পর বিরোধী। ' বলছে, সব জায়গায় প্রার্থী দেবে। সিপিএম বলছে, এদের সঙ্গে যদি হাত মেলাই যা দু'চার শতাংশ ভোট আছে সেটাও চলে যাবে মানুষ জেনে যাবে সবাই ধান্দাবাজ। তাহলে এদের ভবিষ্য কী?

শিপ্রা নদীর জলস্তর কমল কিছুটা

উজ্জয়িনী, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে শিপ্রা নদীর জলস্তর কমল কিছুটা, আগের দিনের তুলনায় সোমবার সকালে শিপ্রা নদীর জলস্তর বেশ কিছুটা কমেছে। তবে, এদিন সকালেও শিপ্রা নদী সংলগ্ন মন্দিরগুলির অর্ধেক জলের নীচেই ছিল।মন্দিরের এক পুরোহিত বলেছেন, গতকালের তুলনায় শিপ্রা নদীর জলস্তর প্রায়

নবনিযুক্ত ৭০,০০০ ব্যক্তিকে নিয়োগপত্র বন্টনের পর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বঙ্গানুবাদ

নয়াদিল্লি,১৮সেপ্টেম্বরঃ যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনঃদন জানাই, অনেক অনেক শুভ ক া ম ন া ও জানাচ্ছি।বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দুরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছ্ঃদের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউঃট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউঃট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ করেন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই। বর্তমানে আমাদের ব্যাঙ্ক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ৫০ লক্ষের বেশি ঠেলাওয়ালা, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আমি সব ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রশংসা করি, তাঁদের অভিনন্দন জানাই। আপনারাও যখনই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তখনই এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নতুন বিশ্বাস এবং সমাজের জন্য কিছু করার এক নতুন চিন্তা তৈরি হবে এভাবেই। এতদিন যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে আপানাদের শ্রম। আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সাহায্যে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষকেও সক্ষম করে তুলতে পারবো। আপনারা আজ যারা নিয়োগ পত্র পেয়েছেন তাঁরা এই সংকল্প সঙ্গে করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন বলে আমার আশা।বন্ধুগণ,যখন সঠিক চিন্তা-ভাবনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সঠিক নীতি তৈরি করা হয়, তখন তার ফল অবশ্যই ভালো হয়। এর এক প্রমান মাত্র কিছুদিন আগেই প্রত্যক্ষ করেছে দেশ। নীতি আয়োগের রিপোর্টে দেখা গেছে যে ৫ বছরের মধ্যে ভারতের সাড়ে ১৩ কোটি মানুষ দরিদ্র রেখার ওপরে উঠে এসেছেন। ভারতের এই সাফল্যে সরকারি কর্মচারীদের পরিশ্রমও যুক্ত রয়েছে। দরিদ্র শ্রেণীর জনগণকে পাকা বাড়ি দেওয়ার প্রকল্প হোক বা তাদের জন্য শৌচালয় তৈরি করা বা বিদ্যু সংযোগ প্রদান করার প্রকল্পই হোক না কেন, আমাদের সরকারী কর্মীরা গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিয়েছেন। এই প্রকল্পগুলির সুবিধা যখন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছেছে তখন তাদের মনোবল বেড়েছে, বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এই সাফল্য এটাই প্রমান করে যে আমরা সকলে মিলে যদি ভারতকে দারিদ্র মুক্ত করার চেষ্টা চালাই তবে দেশ থেকে দারিদ্র সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব। এই কাজের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে দেশের সকল সরকারী কর্মচারীর ভূমিকা বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে। গরিব কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত যে প্রকল্পগুলি রয়েছে, আপনাদের সকলের সেগুলির বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং জনগণকে এ সম্পর্কে অবগত করতে হবে।বন্ধুগণ,ভারতে ক্রমাগত দারিদ্র হ্রাস পাওয়ার অন্য একটি দিকও রয়েছে। দেশের নিও মিডল ক্লাস আওতাভুক্ত জনগণ ক্রমশ উন্নত হচ্ছেন। কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে তাদের সামনে। এই শ্রেণীর জনগণের নিজেদের চাহিদা রয়েছে, আকাঙ্খা রয়েছে। এই চাহিদা

কেরলে নতুন করে কেউ নিপা ভাইরাসে সংক্রমিত হননি, বীনা জর্জ বললেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

তিরুবনন্তপুরম, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ কেরলে নতুন করে কেউ নিপা ভাইরাসে সংক্রমিত হননি। সোমবার সকালে এমনটাই জানিয়েছেন কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ। খুশির সঙ্গে বীনা জর্জ বলেছেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। স্বাস্থমন্ত্রী বীনা জর্জ বলেছেন, চিকিৎসাধীন ৯ বছরের ছেলেটি ভেন্টিলেটরের বাইরে রয়েছে। বর্তমানে সে অক্সিজেন সাপোর্টে আছে।মন্ত্রী জানিয়েছেন, ছেলেটির স্বাস্থ্যের উন্নতি আশাব্যঞ্জক। ১২৩৩ জন এখনও পর্যন্ত সান্নিধ্যে আসা তালিকায. রয়েছেন। মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন ২৩ জন। আইএমসিএইচ-এ আছেন ৪ জন। ৩৬টি বাদুড়ের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে নিপা সতর্কতার অংশ হিসেবে ৩৪,১৬৭টি বাড়িতে হাউস পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ জানিয়েছেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে রয়েছে। উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সংস্পর্শের তালিকায় ৩৫২ জনের নাম রয়েছে। যে সব স্থানে নিপা ভাইরাস নিশ্চিত হযেছে, সেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করেছে।

সংসদে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন খাড়গে, কটাক্ষও করলেন কংগ্রেস সভাপতি

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃসংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। সংসদের বিশেষ অধিবেশনে সোমবার রাজ্যসভায় মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী খুব কমই সংসদে আসেন এবং যখন তাঁর কাজ শেষ তিনি চলেও যান।খাড়গে আরও বলেছেন, নেহরুজি বিশ্বাস করতেন, শক্তিঃশালী বিরোধী দলের অনুপস্থিতির অর্থ হল সিস্টেমে উল্লেখযোগ্য ত্রুটি রয়েছে। শক্তিঃশালী বিরোধী দল না থাকা মোটেও সঠিক নয়। এখন যেহেতু শক্তিঃশালী বিরোধী দল আছে, তাই ইডি, সিবিআই-এর মাধ্যমে দুর্বল করার দিকে মনোনিবেশ করা হচ্ছে। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়রে উদ্দেশে খাড়গে বলেন, কী হচ্ছে তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন।

রাহুলের বিরুদ্ধে 'মানহানিকর' মন্তব্য, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বকে তলব উত্তরাখণ্ড আদালতের

গুয়াহাটি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা সাংসদ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ' মন্তব্য করার অভিযোগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে তলব করেছে উত্তরাখণ্ডের এক আদালত। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর উত্তরাখণ্ডের উধমসিংনগর জেলা এবং দায়রা আদালতে হিমন্তবিশ্বকে হাজিরা দিতে সমন পাঠানো হয়েছে।২০২২ সালে উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হিমন্তবিশ্ব শর্মা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ' মন্তব্য করেছিলেন বলে আদালতে মামলা হয়েছিল। ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে উধমসিংনগর জেলা অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের বিচারপতি সমন জারি করে হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে উথাপিত অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য ২১ সেপ্টেম্বর আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।সূত্রের খবর, উত্তরাখণ্ড প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র গণেশ উপাধ্যায়ের দায়েরকৃত অভিযোগে বলা হয়েছে ' সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জেলার কিচ্চা শহরে এক জনসভায় হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাহুল গান্ধীর বংশ নিয়ে প্রশ্ন তুলে সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করেছিলেন।' উপাধ্যায়ের অভিযোগ, ' শর্মার মন্তব্যটি আপত্তিজনক এবং আইটি আইনের অপ ব্যবহার যোগ্য।'প্রসঙ্গত, হিমন্তবিশ্ব শর্মা ওইদিনের এক নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ' বিপিন রাওয়াতের নেতৃত্বে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল। ওই বিপিন রাওয়াত উত্তরাখণ্ডের সন্তান এবং জাতির গর্ব। অথচ রাহুল গান্ধী সেদিন সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রমাণ চেয়েছিলেন। আমরা কি কখনও প্রমাণ চেয়েছি, তুমি কোন বাবার ছেলে? সশস্ত্র বাহিনীর কাছে প্রমাণ চাওয়ার অধিকার আপনার কি আছে?...'

২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর বারাণসী সফরের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রস্তুতি শুরু

বারাণসী, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২৩ সেপ্টেম্বর বারাণসী সফরের প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় সেই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রীর বিমান সোমবার বিকেল ৪টে নাগাদ কারসাদার অটল আবাসিক স্কুলের কাছে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করার কথা।মুখ্যমন্ত্রী যোগী প্রথমে আবাসিক স্কুল পরিদর্শন করবেন। তারপর ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার বিষয় ও ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখবেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী গঞ্জারিতে জনসভাস্থল এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। সরেজমিনে সমস্তকিছু পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি সার্কিট হাউসে পৌঁছে উন্নয়ন কাজ ও আইনশৃঙ্খলা পর্যালোচনা করবেন। সন্ধ্যায় কালভৈরব ও কাশী বিশ্বনাথ দর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী লখনউতে ফিরবেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৩ সেপ্টেম্বর প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা বারাণসীতে থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী ওইদিন দুপুর ১২টা নাগাদ বিশেষ বিমানে পৌঁছোবেন। তারপর বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ তিনি দিল্লিতে ফিরবেন। জেলায় আয়োজিত দুটি কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী অংশ নেবেন। প্রথমে গঞ্জারিতে পূর্বাচলের প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। গঞ্জারিতেই জনসভায় ভাষণ দেবেন মোদী। দ্বিতীয় কর্মসূচিতে, প্রধানমন্ত্রী মোদী রুদ্রাক্ষ কনভেনশন সেন্টারে এমপি সাংস্কৃতিক উৎসবে অংশগ্রহণকারী শিশুদের সম্মান জানাবেন। তারপর তিনি নবনির্মিত অটল স্কুল আবাসিক কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করবেন। সেখানে অধ্যয়নরত শ্রমিকদের শিশুদের সঙ্গেও কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আদিত্য-এল ১ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিয়েছেঃইসরো

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছে ভারতের প্রথম সৌরযান আদিত্য-এল ১। সোমবার ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) জানিয়েছে, আদিত্য-এল ১ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা শুরু করেছে। আদিত্য-এল ১-এ থাকা এসটিইপিএস যন্ত্রের সেন্সরগুলি পৃথিবী থেকে ৫০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরে সুপার-থার্মাল এবং শক্তিশালী আযন এবং ইলেকট্রন পরিমাপ করা শুরু করেছে।ইসরো সোমবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ জানিয়েছে, এই তথ্য বিজ্ঞানীদের পৃথিবীর চারপাশের কণার আচরণ বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, সূর্যকে অন্বেষণের আকাঙ্খায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে ভারতের সৌরযান আদিত্য-এল ১। এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর চতুর্থবার কক্ষপথ বদল করেছে আদিত্য-এল ১। সূর্যের পথে আদিত্য-এল ১-এর পরবর্তী কক্ষপথ পরিবর্তন করা হবে ১৯ সেপ্টেম্বর, ভোররাত ০২.০০ মিনিট নাগাদ

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯৫ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। সোমবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায.৯৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৯২ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি আজও পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিযান অযেলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সোমবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

ভারত থেকে ৪ কোটি ডিম আমদানি করবে বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলাদেশে আলু পিঁয়াজের সঙ্গে ঊর্ধ্বমুখি ডিমের দামও । এই অবস্থায় ডিমের বাজারে স্থিতিশীলতা আনতে আপাতত ভারত থেকে ডিম আমদানি করবে প্রতিবেশী দেশ। বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রক ভারত থেকে চার কোটি ডিম আমদানির অনুমোদন দিয়েছে । দেশের চার প্রতিষ্ঠান এক কোটি করে এ ডিম আমদানি করতে পারবে। সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. হায়দার আলী এ বিষয়ট নিশ্চিত করেছেন।হায়দার আলী বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রবিববার দেশের চার প্রতিষ্ঠানকে এক কোটি করে মোট চার কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছে। আমদানি করা ডিম খুচরা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত দাম প্রতি পিস ১২ টাকায় বিক্রি হবে।বাংলাদেশে প্রতিদিন চার কোটি ডিমের প্রয়োজন হয়। এজন্যে দেশের বাজারে ডিমের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার আমদানির পর বাজার স্থিতিশীল আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবে এবং বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।এদিকে গত ১৪ সেপ্টেম্বর নিত্যপ্রয়োজনীয় আমিষের দাম বাড়ার মধ্যে খুচরা পর্যায়ে ডিমের দাম ১২ টাকা নির্ধারণ করে সরকার। তবে সরকারের বেঁধে দেওয়া দামের প্রভাব পড়েনি রাজধানীর কাঁচাবাজারে।

অভিযান অব্যাহত সুরক্ষা বাহিনীর

শ্রীনগর, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগে সোমবার ষষ্ঠ দিনে পড়ল এনকাউন্টার। গত বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) থেকে গারুল গ্রাম সংলগ্ন বনাঞ্চলে জঙ্গিদের চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী। আকাশপথেও চলছে নজরদারি। জঙ্গিরা যাতে কোনওভাবে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই চারিদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সুরক্ষা বাহিনী। সোমবারও গারুল গ্রাম সংলগ্ন বনাঞ্চলে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে সুরক্ষা বাহিনী।প্রসঙ্গত, গত ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এক এনকাউন্টারেরে

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৯সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার, ১আশ্বিন মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৯সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১আশ্বিন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১আশ্বিন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১আশ্বিন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৬১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টে ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ২০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। যারা এখন অবধি বেশি চিন্তাভাবনা না করে অর্থ ব্যয় ।
বৃষভ রাশিঃআঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা
মিথুন রাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। সংসারে শান্তি হবে
কর্কট রাশিঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।
সিংহ রাশিঃমানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন, কেবলমাত্র
কন্যা রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা
তুলা রাশিঃআপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। আর্থিক উন্নতি নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে- কিন্তু একই সময়ে ব্যয়ও উর্ধ্বমুখী হবে।
বৃশ্চিক রাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সু ঃদর থাকবে। আপনার খরচা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন- এবং আজ কেবলমাত্র জরুরী জিনিসই কিনুন। বাচ্চার পড়াশুনো নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।
ধনু রাশিঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হবে আজ
কুম্ভ রাশিঃআপনার কম জীবনীশক্তি সিস্টেমের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিষের মত কাজ করবে। নিজের কিছু সৃষ্টিশীল কাজ হবে।
মীন রাশিঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য নিতে পারেন এবং তাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। সাড়া দেবে। মনোভাব নিয়ে চট করে সিদ্ধান্তে

বাসন্তীতে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ, জখম উভয়পক্ষের ২১ জন

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার কাঠালবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৫ নম্বর বুথের লস্কর পাড়া। ঘটনায় জখম হয়েছেন উভয়পক্ষের ২১ জন। অভিযোগ, রবিবার রাতে কাঠালবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৫ নম্বর বুথের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী ময়না লস্করের বাড়িতে হামলা চালায় মাদার তৃণমূল সমর্থিত নির্দল প্রার্থীর অনুগামীরা। মূলত এলাকার দখল কাদের হাতে থাকবে সেই নিয়ে গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। পঞ্চায়েত্ ভোটে মাদার তৃণমূল সমর্থিত নির্দল প্রার্থীদের কাছে হেরে যাওয়ার কারণে বাড়ি ছাড়া ছিলেন অনেকেই। সম্প্রতি বাড়িতে ফিরতেই তাঁদের উপর চড়াও হয়ে বাঁশ, লাঠি, রড দিয়ে হামলা চালায় নির্দলরা। খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। অন্যদিকে, জখমদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুজো শপিং-এ বিপুল ছাড়ের টোপ দিয়ে জালিয়াতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আগে শহরবাসীকে সতর্ক করল লালবাজার সাইবার সেল। কখনও বলা হচ্ছে, নামী সংস্থার প্রসাধনী মিলবে নামমাত্র দামে। কখনও বা দেওয়া হচ্ছে বিপুল অঙ্কের শপিং কুপন জেতার টোপ! পুজোর আগে আমজনতাকে ঠকিয়ে টাকা লুট করতে এমন সব ফন্দি নিয়েই মাঠে নেমেছে জালিয়াতেরা। ইতিমধ্যেই প্রতারণার এমন বেশ কয়েকটি ঘটনা সামনে এসেছে। সেই কারণে অপরিচিত কোনও ওয়েবসাইট থেকে কেনাকাটার আগে সতর্ক হওয়ার কথা বলছেন সাইবার বিশেষজ্ঞেরা।বিদ্যুতের বিল না মেটালে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ভয় দেখিয়ে বা নামী চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্ট মেন্ট করিয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণার বিস্তর অভিযোগ কয়েক বছরে জমা পড়েছে পুলিশে। সেই সমস্ত ঘটনা গোচরে আসতেই সাধারণ মানুষকে বার বার সতর্ক হতে বলেছেন পুলিশকর্তারা। পুলিশ তথা সাইবার বিশেষজ্ঞদের

লাগাতার প্রচারে খানিক সতর্ক' আমজনতাকে ফাঁদে ফেলতে তাই পুজোর মুখে কেনাকাটার টোপ দিচ্ছে জালিয়াতেরা। পুলিশি সূত্রের খবর, কেনাকাটায় মোটা ছা।রে সুযোগ নিতে গিয়ে টাকা খোয়ানোর কয়েকটি ঘটনা ইতিমধ্যেই নজরে এসেছে। শুরু হয়েছে তদন্তও। অনেক ক্রেতাই অনলাইন শপিং করতে পছন্দ করেন এই ধরনের ক্রেতাদের টার্গেট' করছে সাইবার প্রতারকেরা। বিপুল, অস্বাভাবিক ছা।রে কথা বলে ছড়ানো হচ্ছে প্রতারণার জাল। সাইবার বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, একাধিক ভুয়ো ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নামী সংস্থার জিনিসে বিপুল ছা।রে কথা বলে বিভিন্ন লিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে। তাতে ক্লিক করলেই সর্বস্ব খোয়ানোর ঘটনা ঘটছে। শপিং কুপন জেতার নাম করেও এই চক্র প্রতারণা চালাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞেরা। আরও জানাচ্ছেন, পুজোর আগে যে হেতু কেনাকাটার পরিমাণ বাড়ে, তাই একাধিক ভুয়ো ওয়েবসাইটকে গুগলের সার্চ ইঞ্জিনের সামনের সারিতে নিয়ে এসে প্রতারণা সংঘটিত করছে জালিয়াতেরা। লালবাজার জানিয়েছে, পুজোর কেনাকাটা বা মোটা ছাড়ের নামে প্রতারণার ঘটনা আটকাতে তারাও সক্রিয়। মানুষকে সচেতন করার উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। এক পুলিশকর্তা বলছেন, সাইবার প্রতারকেরা প্রতারণার ভোল পাল্টায়। তাদের আটকাতে পুলিশের তরফেও প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত করা হয়। পুজোর আগে সচেতনতার কর্মসূচিও চালু রাখা হয়েছে।''

সামাজিক মাধ্যমে সমালোচিত সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে ইস্পাত তৈরির কারখানা মাদ্রিদে ঘোষণা করায় রীতিমত সমালোচিত হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ফেসবুকে বেশ কয়েকটি পোস্ট করা হয়েছে। প্রতিটি তেই জমেছে সমালোচনা। তাঁর অনুগামীদের গ্রুপ মহারাজের দরবারে সোমবার বেলা ১টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার এসেছে যথাক্রমে ৪ হাজার ৪০০, ৬২৬ ও ১১৫। মন্তব্যের সিংভাগই নেতিবাচক।

সুজিত ঘোষ লিখেছেন, স্পেনের শিল্পপতি। পলাশ হাজরা লিখেছেন, সিঙ্গুরে কারখানা ওই জন্যে তুলে দেয়া হয়েছে। সুছন্দা স্নিগ্ধা লিখেছেন, কুনালের দাদা, পিসির ভাই। রাজু জোদার লিখেছেন, এ পর্যন্ত যেটুকু মান সম্মান অর্জন করেছিলেন শেষ বযসে সেটা নষ্ট করে দিচ্ছেন নিজের হাতে এটাই হয়তো নিযতির খেলা। সুশান্ত সরকার লিখেছেন, দাদা একটা কথা শুনতে খারাপ হলেও সত্য কি না বলুন টো ওনার সঙ্গে যে বা যারা গেছে তাদের মান সম্মান বলে কিছু আছে সরকারে থাকা অবস্থায় ডজন ডজন মন্ত্রী নেতা জেলে। সোমনাথ ঘোষ লিখেছেন, উনি হযতো নির্লজ্জ নির্লিপ্ত কিন্তু আমাদের

মতো ভক্তরা আজ সত্যিই খুব লজ্জিত। সুশান্ত সরকার লিখেছেন, দাদা আপনাকে মন প্রাণ দিয়ে. ভালো বাসতাম কিন্তু আপনি একবার ও ভাবলেন না যে যাদের জন্য সুদূর সেই বিদেশে গিয়ে শিল্প ঘোষণা করলেন তারা ৮০০ দিন ধরে বসে থাকা মানুষ গুলোর চাকরি চুরি করেছে ,উনি ৯৮ তৈরী শিল্পকে তাড়িযেছে? সুভাষ সেন লিখেছেন, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, বোধ হয় ভুলে গেছে। যে টুকু সম্মান ছিল সেটাও ধূলায় লুটাবে। নিত্যানন্দ সরকার লিখেছেন, মহারাজ এখন চোরেদের দরবারে। বিদ্যু বিশ্বাস লিখেছেন, মহারাজ এখন স্পেনে শিল্প আনতে গেছে মমতার সাথে, শিল্প তো নয় মনোরঞ্জন করতে গেছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। অরিন্দম দে লিখেছেন, আপনাকে গ্রেগ চ্যাপেলই সবথেকে ভালো করে চিনেছিলো। সুমন মণ্ডল লিখেছেন, ব্যক্তি স্বার্থ ছাড়া সৌরভ গাঙ্গুলি আর কিছু বোঝে না। ধান্দাবাজ মানুষ। চিরঞ্জীব মুখার্জী লিখেছেন, সিপিএমের সাথেও ধান্দবাজি করেছ। গ্রেগ চ্যাপেল, বিরাট কোহলি, বিসিসিআই, বিজেপি লোক চিনতে ভুল করেনি। ক্রিকেট ক্যাপ্টেন হিসাবে সম্মান করি। কিন্তু মানুষ খুব খারাপ।

পুজোয় বেআইনি বিজ্ঞাপন রুখতে কড়া পদক্ষেপ পৌরসভার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন দুর্গাপুজোকে ঘিরে এই মুহূর্তে সর্বোত্র ব্যস্ততার পরিবেশ। আর সেই সুযোগেই দেদার বিজ্ঞাপনে ছেয়ে যাচ্ছে শহর কলকাতা। তার ফলে সাধারন নতাকে পা।তে হচ্ছে না না সমস্যায়। এবার এই সব বিজ্ঞাপন বেআইনি কী না তা খতিয়ে দেখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে কলকাতা পৌরসভা। প্রসঙ্গত, কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর ইনট্যানজিবেল কালচারাল হেরিটেজ তালিকাভিক্ত হবার পর শহরের পুজোউদ্যোক্তাদের যথেষ্ট সাহায্য করছে সরকার। এই মর্মে সরকার পুজোর বিজ্ঞাপনে ছা। দিয়ে থাকে। এই সুযোগে কিছু বানিজ্যিক সংস্থা নিজেদের তুলে ধরতে ও কর ছা। পেতে ব। করে হোডিং বসিয়ে চলেছে শহরের সর্বোত্র। সেখানে কোথাও পুজো কমিটির নামের উল্লেখ থাকছে অথবা কোথাও এতটাই কম পরিসরে তাথাকছে যা চোখে পা। ভার। যার ফলে ক্ষুব্ধ মেয়র নির্দেশ দিয়েছেন এই ধরনের বিজ্ঞাপন গুলিকে সরিয়ে ফেলতে হবে, সাথে কা। বার্তা দিয়েছেন এই ধরনের বিজ্ঞাপনকে রুখতে হবে।উল্লেখ্য, প্রতিটি পুজোর নিজস্ব বিজ্ঞাপন রাখতে হবে এবং তা অক্টোবরের শুরু থেকে বসানো যাবে বলে সূত্রের খবর। বলাই বাহুল্য,ইউনেস্কোর ইনট্যানজিবেল কালচারাল হেরিটেজ তালিকাভিক্ত হবার পর বাঙালির এই প্রানের উসব নিয়ে কোনো প্রকার ত্রুটি রাখতে চাইছে না বর্তমান সরকার।

সরকারি অনুদান নিয়ে কপালে ভাঁজ ভাঙড়ের ১১৯টি পুজোর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে পুজো। তার অনুমোদন কলকাতা পুলিশ থেকে মিলবে না জেলা পুলিশ দেবে তা নিয়ে ধ্বঃেদ ভাঙড়ের পুজো কমিটিগুলি। চিন্তায় পুজো কর্তারা। কারণ অনুমতির কাগজ হাতে না পেলে পুজোর ৭০ হাজার টাকার সরকারি অনুদান মিলবে না। বর্তমানে ভাঙড়-১ ব্লকে ৭৪টি এবং ভাঙড়-২ ব্লকে ৪৫টি অর্থাৎ ১১৯টি সরকারি অনুমোদিত দুর্গাপুজো হয়। বিগত তিন বছর সমস্ত পুজো কমিটি বারুইপুর পুলিশ বা জেলা প্রশাসনের দেওয়া ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে সমস্ত কাগজপত্র জমা করত এবং সেখান থেকেই বিডিওদের সই করা অনুমতিপত্র পেত। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকাউন্টে ঢুকত অনুদানের টাকা। ভাঙড়-২ ব্লকের বিডিও কার্তিকচন্দ্র রায় বলেন, এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে এ নিয়ে কোনও পরিস্কার

নির্দেশিকা নেই।' উল্লেখ্য, ভাঙড়কে কলকাতা পুলিশের আওতায় নিয়ে আসার বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে। তবে এখনও নতুন থানা তৈরির কাজ শেষ হয়নি। ভাঙড়ও কলকাতা পুলিশে ঢোকেনি। এ সবের মধ্যে সোমবার থেকে পুজোর অনুমোদনের জন্য কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইট আসান'- খুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখনও জেলা পুলিশে থেকে যাওয়ায় ভাঙড়ের পুজো কমিটিগুলি আবেদন করতে পারছে না। অন্য দিকে, জেলা প্রশাসন জেলার পুজোর অনুমোদনের জন্য কোনও ওয়েবসাইটের কথা জানায়নি।

রাজ্যের বন দফতরে এবার নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ নিজস্ব নির্মাণ কাজের বিষয়ে স্বনির্ভর হতে রাজ্যের বন দফতর এবার নিজস্ব একটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ তৈরি করছে। বন দফতরের অধীন বিভিন্ন সাফারি পার্ক ও চিড়িয়াখানাগুলিতে নির্মাণের কাজের পরিকল্পনা থেকে রূপায়নের যাবতীয় কাজ এবার থেকে বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াররাই দেখভাল করবেন বলে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানিয়েছেন। তিনি জানান, উত্তরবঙ্গে এই ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সদর দফতর তৈরি করা হবে। প্রাথমিক ভাবে একজন সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জি নিয়ার সহ ছয়জন ইঞ্জিনিয়ারকে সেখানে

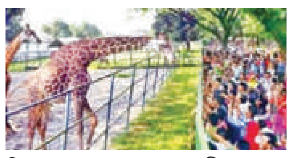

নিয়োগ করা হবে। বনমন্ত্রী জানান এই প্রথম বন দফতরের নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ খোলা হচ্ছে। এদিকে উত্তরবঙ্গের বেঙ্গল সাফারি পার্কটিকে ঢেলে সাজানো হবে বলে বনমন্ত্রী জানিয়েছেন। পার্কটিকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে ২০ বছর মেযাদী পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। দফতরের নিজস্ব ইঞ্জিয়ারারাই এই পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়নের দ্বায়িত্বে থাকবেন। পর্যটক টানতে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে সিংহ, জেব্রা, এলবিরো ডাক, মণিপুরী ডাইসিং ডিয়ার সহ আরও নতুন অতিথি আনার পরিকল্পনাও চলছে। বন দফতর সূত্রে খবর, বেঙ্গল সাফারি পার্কের আয়তন বাড়ানো হবে, দুটির বদলে সাত থেকে আটটি হাতি সাফারির কথাও ভাবা হচ্ছে।

হুগলির শিল্পাঞ্চলে বিশ্বকর্মা মুখ ফিরিয়ে নিল, শ্রমিকদের আর্জি বিশ্বকর্মা তাদের ওপর সদয় হোক আবার

বনস্পতি দে, হুগলি,১৮ সেপ্টেম্বর ঃ প্রত্যেক বছর বিশ্বকর্মা পূজো আসে যায় আর শ্রমিকরা ও তাদের পরিবার আশায় থাকে বিশ্বকর্মা কবে সদয় হবে। হুগলী শিল্পাঞ্চল থেকে বিশ্বকর্মা মুখ ফিরিয়ে নিল গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের এই শিল্পাঞ্চলের বেশিরভাগ কল কারখানা গুলি বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। হাজার হাজার শ্রমিক এক সময় এইসব কলকারখানায় কাজ করতো আজ বড় অসহায় তাদের পরিবার রুটি রুজির সংস্থান করতে তাই এখন

কেউ কেউ ছোটখাটো কাজকর্ম করছেন। এই শিল্পাঞ্চলে বেশকিছু জুটমিল কখনো বন্ধ হচ্ছে আবার কখনো চালু হচ্ছে কয়েক হাজার শ্রমিক পরিবার অসহায় অবস্থায় আছে । এরই মধ্যে ডানকুনি এলাকায় একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে সেখানে বেশ কিছু কল কারখানা চলছে, বিশ্বকর্মা পুজোয় সেখানে শ্রমিকরা পুজো করছে, একসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৃহত্তম দুধের কারখানা মাদার ডেয়ারিতে বিশ্বকর্মা পূজা হত এখন সেই কোম্পানি রুগ্ন শ্রমিক সংখ্যাও অনেক কম এখন আর সেই পুজো নেই। এক সময় হুগলি জেলায় এশিয়ার বৃহত্তম মোটর গাড়ির কারখানা ছিল হিন্দমোটর তখন রমরমা চলছে এই কারখানা এক সময় এখানে ১৪-১৫ হাজার শ্রমিক কাজ করতো ২০০৮ সাল থেকে কারখানা রুগ্ন হতে শুরু করে বাম আমলের শেষ দিকে হাজার হাজার শ্রমিক ছাটাই হতে শুরু করে। ২০১২-১৩ সালে একদম বন্ধ হয়ে যায় হিন্দমোটর কারখানা একসময় এই কারখানায় প্রতিটি বিভাগে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বকর্মা পুজো হতো চারিদিক আলোকমালায় সেজে উঠতো শ্রমিক আবাসন গমগম করত এলাকার রাস্তাঘাট ভিড় থাকতো। আর এখন বিশ্বকর্মা পুজোয় শুনশান ফাঁকা শ্রমিক মহল্লার নিরব অন্ধকার কারখানার বেশিরভাগ এলাকা জঙ্গলে ঢেকে গেছে বেশ কিছু শ্রমিকদের বক্তব্য বিশ্বকর্মা পুজো আসলে মন খারাপ হয়ে যায় আর এখন সে দিকে তাকানো যায় না। সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানায় একসময় বিশ্বকর্মা পুজো হতো জাঁকজমক করে এখন কারখানা বন্ধ, উঠে গিয়েছে সব শুনশান ফাঁকা, শ্রমিকদের আর্জি বিশ্বকর্মা তাদের ওপর আবার সদয় হোক।

সরকারি বাস রুটকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার অলাভজনক বেশ কিছু সরকারি বাস রুটকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইজন্যে কলকাতা ও শহরতলির ১৯টি রুটের ৪০টি বাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এই রুটগুলি বেসরকারিকরনের জন্য যে দরপত্র ডাকা হয়েছিল সেখানে ৮টি সংস্থা অংশ নিয়েছে বলে খবর। সব কিছু খতিয়ে দেখার পরে বেশ কিছু শর্ত মেনে এই সংস্থাগুলিকে বাস চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে। উল্লেখ্য চলতি অর্থ বছরের পাঁচ মাস কেটে গেলেও রক্ষনাবেক্ষন খাতে অর্থ দপ্তর এখনও কোন বরাদ্দ না দেওয়ায় বিভিন্ন ডিপোয় প্রায় আ।ইশোটি বাস অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায় এর শপথ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ সম্প্রতি শেষ হওয়া উত্তরবঙ্গের ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী তৃনমূল কংগ্রেস বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায় এর শপথ গ্রহন দ্রুত করানোর জন্য পরিষদীয় দপ্তর রাজভবনে চিঠি দিয়েছে। শপথ গ্রহনের জন্য রাজ্যপাল সি ভি আনঃ দ বোসের অনুমোদন চেয়ে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে পরিষদীয় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য গত ৫ সেপ্টেম্বর এই কেন্দ্রে ভোট গ্রহনের পরে ৮ তারিখে তার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল।

দুর্গাপুজোয় ৭০ হাজারের অনুদান কলকাতা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জের মুখে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ এই মুহূর্তে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উসব দুর্গাপুজো কে ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। অগস্ট মাসে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সরকারের বিভিন্ন দফতর ও পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে প্রস্তুতি বৈঠকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মান নীইয়া মমতা ব্যানার্জীর উপস্থিতিতে পুজো কমিটিগুলিতে ৭০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। সরকারি ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জমা পড়ল নতুন আবেদন। অতীতে রাজ্যের পুজো কমিটিগুলিকে ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে মামলা করেন জনৈক সৌরভ দত্ত। এবছরও ৭০ হাজার টাকা করে দেওয়ার ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। পূর্ববর্তী জনস্বার্থ মামলার আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মামলাকারী। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে তা অনুমোদনের অনুমতি দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। চলতি সপ্তাহে এই মামলা শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শহরের দুর্গাপুজোগুলির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহরের বিভিন্ন নামী পুজোর উদ্বোধনও করেন তিনি। শহর ও রাজ্যের দুর্গাপুজোগুলির জন্য প্রথমে ২৫ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করে সরকার। কোভিডে সময় ব্যাপক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল পুজো কমিটিগুলি। অনুদান তখন বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়। গত বছর অনুদানের পরিমাণ বাড়িয়ে ৬০ হাজার টাকা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।এবার সেই সংখ্যা আর বৃদ্ধি করেন মমতা। একই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন পুজো কমিটিগুলির বিদ্যুতের বিলের এক চতুর্থাংশ মকুব করা হবে। দমকলের যাবতীয় ব্যবস্থাপনাও বিনামূল্যে করার কথা ঘোষণা করেন মমতা। একইসঙ্গে সরকারে বিভিন্ন দফতরের তরফে পুজো কমিটিগুলিকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মমতা। ২০২২ সালেও সরকার ঘোষিত অনুদান নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হয়। সেবার ৬ দফা শর্ত দিয়ে সরকারি অনুদানে অনুমতি দিয়েছিল আদালত। এবারের মামলায় কী সিদ্ধান্ত হয় তা এখন দেখার।

স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই নাবালক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ মর্মান্তিক ঘটনা হাওড়ার সাঁকরাইলে, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন দুপুরে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে গেলো দুই নাবালক। এদিন গঙ্গায় স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে যায় ওই দুই নাবালক। দুঃখজনক এই ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের রাজগঞ্জ এলাকার গঙ্গার ঘাটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খেলাধুলা করে এসে তিন নাবালক গঙ্গায় স্নান করতে নামে। আচমকাই তিনজনের মধ্যে দুই জন জলে তলিয়ে যায়। একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তলিয়ে যাওয়া দুই নাবালকের মধ্যে একজন প্রিয়াংশু সিং (১৭) এবং অন্যজন বিনীত সিং (১৪)।

বন্ধ হয়ে যাওয়া বালির ইন্দো-জাপান কারখানার শ্রমিকরা কার্যত হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ কবে সুদিন ফিরবে কেউ জানে না, বন্ধ হয়ে যাওয়া বালির ইন্দো-জাপান কারখানার শ্রমিকরা হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন। আজ থেকে প্রায় ২৭ বছর আগে ১৯৯৬ সালে আচমকাই বন্ধ হয়ে.যায় হাওড়ার বালি অঞ্চলের স্বনামধন্য ইন্দো-জাপান কারখানা। সেই সময় কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েন প্রায় ৮০০ শ্রমিক। তারা কাজ হারিয়ে কার্যত সর্বশ্রান্ত হয়ে পড়েন। শেষপর্যন্ত তাঁরা নিজেদের উদ্যোগে একটি হাসপাতাল গড়ে তোলেন। বর্তমানে কোনওরকমেই দিন গুজরান করছেন কারখানার কাজ হারানো শ্রমিকরা। তাঁদের প্রার্থনা যদি সরকার এই জমি প্রোমোটারের থেকে মালিকের হাতে আবার ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে তাহলে আবার সুদিন ফিরতে পারে। আজ শিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মা পুজোয় হাওড়া জেলার বিভিন্ন কলকারখানায় যখন ধুমধাম করে পুজো হচ্ছে, তখন বালির ইন্দো-জাপান কারখানা শ্রমিকরা কারখানায় কাজ হারিয়ে চোখের জল ফেলছেন। কারখানার এক শ্রমিক বলেন, আগে এখানে বিশ্বকর্মা পুজোয় জৌলুস ছিল। বড় করে পূজো হতো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। পরিবার নিয়ে আমরা সকলে কারখানায় আসতাম। এখন সব শেষ হয়ে গেছে। বিশ্বকর্মা পুজো বন্ধ হয়ে গেছে। কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। একমাত্র সরকার যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে আবার ইন্দো-জাপানের সুদিন ফিরতে পারে। হাসি ফুটতে পারে কর্মহীন শ্রমিক পরিবারে। ওই বন্ধ কারখানার শ্রমিক সুশান্ত মান্না বলেন, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি এখানে পুজো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। তখন জমজমাট ছিল। অনেক বাইরের লোক কারখানায় আসত। কারখানা ঘুরিয়ে দেখানো হত তাঁদেরকে। সেইসব জিনিস আজ আর নেই। আমাদের দাবি শ্রমজীবীর মাধ্যমে আবার এই জায়গা সেই আগের অবস্থায় ফিরে আসুক। আমরা শ্রমজীবী হাসপাতালের মতো বিভিন্ন শ্রমজীবী জায়গায় কাজ করেছি, যাতে এই কারখানা ব। আকার দিয়ে আগের মতো অবস্থা ফিরিয়ে আনা যায় সেই চষ্টা করছি। এই কারখানার একসময় রমরমা অবস্থা ছিল। এই কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণ মালিকপক্ষের উদাসীনতা। তার জন্যই এই কারখানাটি রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়। এরপর পিআইএফআরে চলে গেল। ওই অবস্থা থেকে রাজ্য সরকারের মাধমে কারখানাটি চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। ইন্দো-জাপান স্টিলস লিমিটেড এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি ফণিগোপাল ভট্টাচার্য বলেন, বিশ্বকর্মা পুজো সকল শ্রমিকদের কাছে একটা উৎসবের ব্যাপার। এই দিনে তাঁরা পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে নিজের কারখানা ছাড়াও অন্যান্য কারখানার পুজো দেখতে ঘুরে বেড়ান। এটা দু ঃ খের ব্যাপার যেখানে এই বিশ্বকর্মা পুজোয় শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করতেন ক্রমশ তা কমে আসছে। আমাদের যে ইন্দো জাপান লিমিটেড কারখানা ছিল সেই কারখানা ১৯৯৬ সালের পর বন্ধ হয়ে যায়। সেই কারণে এখন বিশ্বকর্মা পুজো ছাড়াও অন্য কিছু করা যাচ্ছেনা। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন এখানকার শ্রমিকদের কাছে খুব কষ্টদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই দিনটি শ্রমিকদের আপন দিন, ভাললাগার দিন। সকল শ্রমিকদের টাকা বাকি রেখে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে।

গণেশ চতুর্থীর আগে চূড়ান্ত ব্যস্ততা পটুয়াপাড়ায়, দম ফেলার সময় নেই শিল্পীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ রাত পোহালেই, গণেশ চতুর্থীর উসবে মেতে উঠবে মহারাষ্ট্র-সহ গোটা দেশ। গণেশ চতুর্থীর আগে সোমবার চূ।ান্ত ব্যস্ততা দেখা গিয়েছে পটুয়াপা।ায়, দম ফেলার ফুরস নেই শিল্পীদের। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে মগ্ন মৃ শিল্পীরা। মহারাষ্ট্র হোক অথবা উত্তর প্রদেশ, কিংবা পশ্চিমবঙ্গ-দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই এখন মহাধুমধাম করে গণেশ পুজোর আয়োজন করা হয়। শিল্পীদের শেষ বেলার কাজে তা দম ফেলার জো নেই। কারণ সোমবারই মণ্ডপের উদ্দেশ্যে পা।া দেবেন গণপতি। তাই গণপতির প্রতিমায় তুলির শেষ টান দিতে ব্যস্ত মৃ শিল্পীরা। চূ।ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেই এক মৃ শিল্পী জানিয়েছেন, মূর্তি তৈরি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এতে প্রায় ৫-৬ মাস সময় লাগে। ভাগে ভাগে এই কাজ করা হয়। আমরা সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করি।

দেবী পক্ষের আগেই মাতৃ আরাধনা নিয়ে ব্যাপক শোরগোল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ ষষ্ঠী নয় এখন তো মায়ের পুজো শুরু হয়ে যাচ্ছে মহালয়ার সাথে সাথে। বিগত কয়েক বছর ধরেই বাংলায় পুজোর আমেজ পুরোদমে শুরু হয়ে যাচ্ছে মহালয়ার সময় থেকেই। রাস্তায় নামছে মানুষের ঢল। কিন্তু, এবারে ছবিটা আরও একটু আলাদা হতে চলেছে। ক্যালেন্ডারে ২০ অক্টোবর থেকে পুজো শুরু হলেও ১১ তারিখেই উদ্বোধন হতে চলেছে শহরের একাধিক নামজাদা পুজোর। শহরে আসছে ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ইউনেস্কোর টিম। সঙ্গে থাকবে প্রচুর বিদেশি পর্যটক। সে কারণেই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।এই ব্যতিক্রমী পুজো তালিকায় যেমন রয়েছে ফিরহাদ হাকিমের চেতলা অগ্রণী তেমনই রয়েছে অরূপ বিশ্বাসের সুরুচি সংঘ, অতীন ঘোষের হাতিবাগান সর্বজনীন। কিন্তু, বাদ পড়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, কুমারটুলি সর্বজনীনের মতো বিখ্যাত পুজোগুলি। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক।যেমন রয়েছে ফিরহাদ

হাকিমের চেতলা অগ্রণী তেমনই রয়েছে অরূপ বিশ্বাসের সুরুচি সংঘ, অতীন ঘোষের হাতিবাগান সর্বজনীন। কিন্তু, বাদ পড়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, কুমারটুলি সর্বজনীনের মতো বিখ্যাত পুজোগুলি। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক।কিন্তু দেবীপক্ষ পড়ার আগে কীভাবে পুজোর উদ্বোধন হতে পারে সেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার তথা লেবুতলা পার্কের অন্যতম প্রধান পুজো উদ্যোক্তা তথা বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। পাল্টা তোপ দেগে বলেছেন, আমাদের কাছে এ বিষয়ে কোনও প্রস্তাব আসেনি। এলেও আমরা তা প্রত্যাখ্যান করতাম। মাকে পুতুল হিসাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারব না। আর তাছাড়া পিতৃপক্ষে মাতৃ আরাধনাটাও করা সম্ভব নয়। কোন পাপিষ্ঠরা এসব কাজ করছে কে জানে! আসলে প্রতিটা জিনিসের একটা আচার রয়েছে। দুর্গাপুজোতে মাতৃপক্ষের শুরুতে মাকে আবাহন করা হয় তারপর তাঁকে বিসর্জন করা হয়। এটা তো আমার ইচ্ছায় হয় না। গ্রহ-নক্ষত্র দেখে সবটা ঠিক হয়। এটা হিন্দু-মুসলমান সবার ক্ষেত্রে হয়।একই সুর কুমারটুলি সর্বজনীনের অন্যতম প্রধান পুজো উদ্যোক্তা দেবাশিস ভট্টাচার্যেরও। রীতিমতো আক্রমণের সুরেই তিনি বলেন, আমরা এটা করতে পারব না। কারণ আমরা রীতি মেনে কাজ করি। আমাদের কাঠামো পুজো হয় রথের দিন। মহালয়ায় দেবীপক্ষ পড়ার পর চক্ষুদান হয়। দেবীপক্ষ না পড়া অবধি আমরা মণ্ডপে কাউকে প্রবেশ করতে দেব না। গতবারেও এসব বলা হয়েছিল। আমরা এটাকে সরাসরি এটা নাকচ করে দিয়েছিলাম। কারণ দেবীপক্ষ না পড়লে এটা হতে পারে না। কেউ যদি বলে বিশ্বকর্মা পুজোর আগে দুর্গাপুজো হবে, এটা হতে পারে। কারণ যেটা যখন সেটা তখনই হবে। যদি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও বলেন আমি মহালয়ার আগে উদ্বোধন করব। সেটা হবে না।

জেনে নিন কলকাতার কোন পুজোয় কী থিম

দুরন্ত বার্তা কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর কাউন্টটডাইন শুরু হয়ে গিয়েছে, মায়ের আগমনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। শহর কলকাতা থেকে শুরু করে জেলার পুজো, সর্বত্রই প্রস্তুতি তুঙ্গে।যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সাবেকিয়ানার সাথে তাল মিলিয়ে থিমের রঙ লেগেছে ছোট থেকে শুরু করে বিগ বাজেটের পুজোতে। পুজোয় খাওয়া দাওয়া, নতুন পোশাক পড়ার পাশাপাশি রাত জেগে ঠাকুর দেখাটা কিন্তু মাস্ট। পুজোয় ঠাকুর দেখার প্ল্যান করার আগে জেনে নিন উত্তর থেকে দক্ষিন কোন নামজাদা পুজোয় থাকছে কী থিম।

টালা প্রত্যায় - কহন, কুমোরটুলি পার্ক সার্বজনীন - অ্যামবিশন,আহিরীটোলা সার্বজনীন - অবিনশ্বর,আহিরীটোলা যুবকবন্দদ - আমার দুর্গা,নলিন সরকার স্ট্রিট সার্বজনীন - সম্ভাবনা, সিকদার বাগান সাধারণ দুর্গোসব- শুদ্ধসূচি, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার - অযোধ্যার রাম মন্দির, কলেজ স্কোয়ার সার্বজনীন - মহীশূর প্যালেস, শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব- প্যারিসের ডিজনিল্যান্ড, চেতলা অগ্রণী - যে যেখানে দাঁড়িয়ে, বাদামতলা আষাঢ় সংঘ - প্রতিরূপ, ৬৬ পল্লী- দুর্গার মাটি, মাটির দুর্গা,কালীঘাট নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট ক্লাব - ইচ্ছাপূরণ, আলিপুর ৭৮ পল্লী - যান্ত্রিক, তেলেঙ্গাবাগান সার্বজনীন-প্রান্তজনের আত্মকথন, দক্ষিণপাড়া দুর্গোসব কমিটি - আলাপন, উল্টোডাঙা বিধান সংঘ- দু'মুঠো চাল, উল্টোডাঙা পল্লিশ্রী- অন্তরের অনুভূতিতেই শিল্পের সৃষ্টি, বেলগাছিয়া সাধারণ দুর্গোসব - মুখোমুখি, পাথুরিয়াঘাটা ৫-এর পল্লী - এবার অবগুণ্ঠন খোলো, বেলেঘাটা ৩৩ পল্লী-শৈলাতি, করবাগান সার্বজনীন-আদৃশ্য বাঁধন, কাঁকুড়গাছি যুবকবন্দদ-সম্প্রদায়, বন্ধুদল স্পোর্টিং ক্লাব-অঙ্গীকার, অগ্রদূত উদয়ন সংঘ-যা দেবী সর্বভূতেষু, ভবানীপুর স্বাধীন সংঘ - স্মরণে স্মরণীয়, চক্রবেড়িয়া সার্বজনীন-অনুভূতি। বন্ধন । ভাঙন,এ বছরের পুজোয় শহর বাসী যাতে নির্বিঘ্নে আনন্দে মেতে উঠতে পারেন সে কারনে রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে পুজো উদ্যোক্তারা না না উদ্যোগ নিয়েছেন, যা উসবের দিন গুলিকে আপনার জীবনে করে তুলবে বিশেষ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৯০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১ আশ্বিন, ১৪৩০

‘ইণ্ডিয়া’ জোটে সিপিএম নেই

সম্পাদকীয়

ইণ্ডিয়া জোটের সমবনয় কমিটিতে সিপিএম দল কোনও প্রতিনিধি পাঠাবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পলিট ব্যুরো।বিজেপি বিরোধী কোনও অভিন্ন মডেল গ্রহণ করা সম্ভব নয় সেটা সিপিএম দল পরিস্কার করে দিল। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলের ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়া জোটকে প্রাধান্য দিতেন নারাজ সিপিএম দলের নেতারা। সেখানে ইণ্ডিযা জোটের কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর সঙ্গে সিপিএম দল সমঝোতা করবে না। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস আগেই বলতে শুরু করে দিয়েছিল সমঝোতা করাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। সিপিএম দল মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে সমঝোতা করতে গেলে কেরল এবং বাংলায় সিপিএম দলের রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমশ কমতে শুরু করবে। কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম দল থাকতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলের ক্ষেত্রে সিপিএম দল কিন্তু জোট ইণ্ডিয়ার সঙ্গে থাকবে না। তারা সেখানে কংগ্রেসের সহেগ সরাসরি লড়াই করবে। আবার পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম কংগ্রেস মিলিত হয়ে তৃণূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে লড়াই করবে। ফলে জোট ইণ্ডিয়াকে বেশি করে গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই বলে মনে করে সিপিএম দলের নেতারা। এদিকে রাহুল গান্ধি বলেছেন কংগ্রেস দলকে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। বিজেপি ফাঁদে যেন কংগ্রেস পা দিয়ে না ফেলে। বিহারের নীতীশ কুমার এবং লালু প্রসাদ যেভাবে বিজেপি বিরোধী জোটকে সক্রিয় করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে খানিকটা আপত্তি করতে শুরু করেন নেত্রী। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে লোকসভার নির্বাচনী লড়াই করতে পারেননি। কিন্তু নীতীশ কুমার এবং লালু প্রসাদ যাদবের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস জোট করার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে লালু প্রসাদ যাদব বিহারের মুখ ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে সিবিআই তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। বিজেপি এটা প্রচার করতে শুরু করে দিতে পারে। তার ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং বিহারের লালু প্রসাদকে একই স্থানে রেখে বিজেপি দল তাদের দুর্নীতি নিয়ে প্রচার করতে পারে। সেই কারণে সিপিএম দল লালু প্রসাদ যাদব এবং নীতীশ কুমারের ব্যাপারে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছে। দিল্লিতে আম আদমি দলের সঙ্গে সিপিএম এক জোট হয়ে নির্বাচনী লড়াই করতে প্রস্তুত। এদিকে সিপিএম দল থেকে বলা হয়েছে যে জোট ইণ্ডিয়াকে সমানে রেখে বিজেপি দলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। পলিট ব্যুরোতে সিদ্ধান্ত হয়েছে সিপিএম দল যে রজ্যে অতি সক্রিয় রয়েছে সেখানে ইণ্ডিয়া জোটের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক সম্পর্ক নয়। যে রাজ্যে সিপিএম দলের কোনও প্রভাব নেই সেখানেই সিপিএম দল ইণ্ডিয়া জোটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত। ইণ্ডিয়া জোটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে। তবে সিপিএম দল তাদের সংসঠনকে শক্তিশালী করতে সেখানে উপস্থিতি বৃদ্ধি করবে। ইণ্ডিয়া জোটের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যদি দেখতে পাওয়া যায় যে সংগঠনের ক্ষতি হতে শুরু করে দিয়েছে তাহলে সেখান থেকে সিপিএম দল সরে আসবে। সিপিএম দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির মামলায় মাথাদের ধরার দাবিতে সিবিআই অফিস অভিযান করবে দলের তরুণরা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুর্নীতির কারণে ইডি ডাক দিয়েছিল। সেখানে সিপিএম দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছিল বিজেপি দল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও সেখান অভিষেকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। সিপিএম দল এখন গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। ধরি মাছ না ছুঁই জল এই রকম রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে দিয়েছে সিপিএম দলের নেতারা। তারা বাংলা এবং কেরলের ব্যাপারে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আপোষ করছে না সেটা পরিস্কার। ত্রিপুরা রাজনীতিতে কংগ্রেস সিপিএম দল বহুকাল ধরে হাত ধরাধরি করে চলছে। এদিকে কংগ্রেস নেতা বেণুগোপাল কট্টর সিপিএম বিরোধী ব্যক্তি।

ভারতের আমেরিকা জয়

জি-২০ সম্মেলনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উপস্থিত ঙও.ার ফলে তার মনকে জয় করে নিল ভারত। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন জো বাইডেন যে ভারতের পাশে সব সময়ে থাকবে আমেরিকা। এদিকে রাশিয়াও ভারতের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে। ফলে চিন একা হয়ে পড়েছে। চিন একন বলতে গেলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির জগতে একা। তার সঙ্গী সাথী বলতে পাকিস্তান। পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা খুবই কাহিল। চিন পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য করেছে বটে। তবে করাটি বন্দর ব্যবহার করার ব্যাপারে তারা পাকিস্তানকে চাপ দিতে শুরু করেছে। এদিকে পাকিস্তানকে বোমারু বিমানের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা নিয়ে ভারতের বক্তব্য রেখেছেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, বিমানের যন্ত্রাংশ পাকিস্তানকে দিলে তা কিন্তু পরবর্তীকালে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। সাংবাদিকদের কাছে বলা হয়েছে যে যতদিন যাচ্ছে ততই আমেরিকার ভারতের অন্যতম সেরা বন্ধু হয়ে দেখ া দিতে শুরু করে দিয়েছে। আগামি দিনে ভারতকে সমানে রেখে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শান্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আমেরিকা। চিন সীমান্ত নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের আলোচনা হয়েছে। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয় আমেরিকার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে। কোভিড মোকাবিলার পাশাপাশি প্রশান্ত মহাসাগর ও চিন সাগর নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামি দিনে ভারত এবং আমেরিকার যৌথ সেনা মহড়া শুরু হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা, চিনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য, কূটনৈতিক আধিপত্য খর্ব করার কৌশল নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ইউএস ইণ্ডিয়া স্ট্রাটেজিক ফোরাম এর কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। বিদেশ মন্ত্রীর ওপরে ভরসা রেখে যেভাবে মোদি সরকার আমেরিকাকে জয় করে নিল তার তারিফ করতে শুরু করে দিয়েছে সাউথ ব্লক। জানতে পারা গিয়েছে ভারত এখন আমেরিকার সঙ্গে কূটনীতিতে জয়লাভ করলো। আমেরিকাকে পাশে পাওয়া মানেই শত্রুর বিরূদ্ধে অতি সক্রিয় ভাবে লড়াই করার ক্ষেত্র তৈরি করা। চিনকে ভারত কোনও রকমভাবে ভরসা করতে পারছে না। চিন এবং পাকিস্তান যেভাবে ভারতকে কোনঠাসা করে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তার হাত থেকে রেহাই পেতে ভারতকে কেন রাশিয়ার হাত ধরে থাকতে হচ্ছে। এছাড়া বারতের আর কোনও উপায় নেই।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল। অন্তত লোকের অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না……

কালী সাধক রামপ্রসাদ

মা একটি সংসারকে নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলতে পারে। তিনি এত শক্তি সঞ্চয় করে যে তার আর কোনও অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজ শক্তির জোরে তিনি সব কিছু করতে পারে। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে একজন নারী। তিনি হচ্ছেন মা। মা হচ্ছেন জীবন দায়িনী। তিনি জীবন দান করেন। মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কর্ত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই মাতৃ শক্তি। একে খালি চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে মাত্র। মুখ দিয়ে বলা যায় না। যার কাছে এই শক্তি আছে তিনি সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন।

দীনবন্ধু মিত্রে’র ‘নীলদর্পণ’ নাটকে ব্রিটিশ রাজ টলমল

রবীন্দ্রকুমার শীল

ইস্ট ইণ্ডিয়ার গদি একেবারে টলমল হয়ে গিয়েছিল বাংলায় রচিত প্রথম প্রতিবাদী নাটকের প্রভাবে। ইংরেজ কোম্পানি বুঝতে পারে নি বাংলার একজন অনামি নাট্যকার এই রকমভাবে জোরালো প্রতিবাদ করে সব কিছুকে একেবারে রুখে দেবে। এটাই ছিল বাংলার প্রথম সার্থক প্রতিবাদী নাটক। এর আগে বাংলা ভাষায় প্রতিবাদের সুর শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেই সব প্রতিবাদ দিয়ে কোনও রকম রাজনৈতিক ঝড় বইতে থাকেনি। কিন্তু বাংলায় প্রথম রাজনৈতিক শক্তির উত্থানপতন নির্ভর করেছিল এই নাটকের ওপরে ভিত্তি করে। ব্রিটিশ সরকার নাটক রচয়িতা থেকে শুরু করে যারা বাংলা নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ কাজে লিপ্ত ছিলেন তাদেরকেও রেহাই দেয়নি। ইংরেজ কোম্পানি তাদের পিঠ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে আদালত দিয়ে নাটক প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত থাকা সব ব্যক্তিদের দোষী সব্যস্ত করে প্রকাশকের জরিমানা করা হয়েছিল। বাংলায় তখন ইস্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানি ব্যবসা চলছে। তাদের মদতে সাহেবরা বাংলার কৃষক থেকে শুরু করে জনগণের ওপরে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সময়ে কোম্পানির তরফে অত্যাচারী ইংরেজ কর্তারা বাংলায় এসে উপস্থিত হলেও তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন বহু উদার চিন্তা ভাবনায় পরিপূর্ণ যাজক সম্প্রদায়। তাঁরা যদি ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। কিন্তু পরে দেখতে পাওয়া গেল তাঁরা বঙ্গবাসীদের ভালোবাসতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁরা বাংলার জনগণকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য স্কুল গড়তে শুরু করেছেন। এই সব উদারচেতা সাহেবদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জেমস লং, হেভিড হেয়ার, উইলিয়াম কেরি এবং স্যার উইলিয়াম জোন্স, বেথুন প্রভৃতি। এনারা প্রত্যেকেই বাংলার শিক্ষার মানকে বৃদ্ধি করার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। এদের জন্য বাংলায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হওয়ার পর ব্রিটেনের রানি হাতে ভারতের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছিল। রানি ভিক্টোরিয়া শাসন ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছিলেন তখন। বাংলা সাহিত্য শক্তিশালী হতে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলায় বহু ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলার শিক্ষিত সমাজের চোখকে একেবারে উন্মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার শিক্ষার ওপরে জোর দিতে শুরু করেন। আর একদিকে বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বেথুন সাহেব। তিনি তো মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করলেন। সেখানে বিদ্যাসাগরের বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার মেয়েদের স্কুলকে তদারকি করতে শুরু করে দিয়েছেন। ফলে বাংলায় তখন শিক্ষার উন্নতি পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছে। ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হলেন মাইকেল মধুসূদন

দত্ত। তিনি যুক্তি দিয়ে ‘মেঘনাদ বধ’ (১৯৬১) ক্যবা রচনা করে ফেলেছেন। তিনি সেই কাব্যে নারী শক্তির কথাকে উচ্চারণ করেছেন এবং নারী শক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বীর মেঘনাদ বধ যে একটি রামায়ণের সবচেয়ে কাপুরুষচিত অন্যায় হত্যা তাকে যুক্তি দিয়ে উপস্থাপিত করলেন মাইকেল। তার ফলে বাংলার রক্ষণশীলপন্থীদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হল।

রক্ষণশীলপন্থীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যকে একেবারে পরিহার করে চলতে হবে। সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে গেলে ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য পাঠ করা চলবে না। কিন্তু গিরিশ ঘোষ থেকে শুরু করে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কারপন্থীরা ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যের সমর্থন করতে শুরু করে দেওয়ার পলে রক্ষণশীলপন্থীদের মনোস্কামনা পূর্ণ হয়নি। ঠিক সেই সময়ে বাংলার প্রতিবাদী নাটক এসে উপস্থিত হয়ে বাংলার ইংরেজ শাসকদের আসন একেবারে নড়বড়ে করে দিল। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র লিখে ফেললেন ‘নীলদর্পন’ নাটক। এই প্রতিবাদী নাটক রচিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের এক বছর পরেই বাংলায় নীল বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। নীল চাষীরা এই বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিল। তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করেছিল ইরেজ শাসকেরা। কলকাতা থেকে নাটকটি প্রকাশ করা হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ ছিল কলকাতায় ইংরেজ প্রভাব প্রতিপত্তি বেশি। সেই কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ঢাকা থেকে এই নাটকটি প্রকাশ করা হবে। নাটকটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সংবাদপত্রে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল। জানা যায় দীনবন্ধু মিত্রে ‘নীলদর্পন’ প্রতিবাদী নাটকটিকে বিলাতের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাইকেল ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। আর তা প্রকাশ করেছিলেন ফাদার জেমস লং সাহেব। নাটকটি বিলাতে সাড়া পেলে দিয়েছিল। বাংলায় ইংরেজ নীলকর সাহেবরা কি অমানুষিক অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছিল তা নিয়ে ব্রিটেন পার্লামেন্টে আলোচনা পর্যন্ত শুরু হয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসকেরা নেটিভদের এই ধরনের উদ্যত্তকে সহ্য করতে পারেনি।

১৮৬১ সালে ১৯ জুলাই রেভরেন্টা লং সাহেবের বিরূদ্ধে মানহানিকর মামলা রুজু করলো। আদালত চত্বর পুরো রেভরেন্ট জেমস লং প্রতি সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ ছিল। পাদরি লং সাহেবকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। সেই টাকা দিয়েছিলেন কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয়। এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অভিনেতা অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফির (নীল রোপনকারী মিস্টার উড) অভিনয় দেশে ক্রুদ্ধ হয়ে পায়ের চটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘নীলদর্পন’কে ‘আঙ্কেল টমস কেবিন’ (১৮৫২) নাটকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই নাটকটি রচনা করেছিলেন হ্যারিয়েট বিচার স্টো। আমেরিকার দাস প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাটক। এই নাটকটি যেমন আমেরিকার প্রশাসনের আসনকে একেবারে কম্পিত করে দিতে সমর্থ হয়েছিল ঠিক একই রকমভাবে বাংলায় ‘নীলদর্পন’ নাটকটি ইংরেজ শাসকদের আসনকে নড়িয়ে দিয়েছিল। ‘নীলদর্পন’ নাটককে কেন্দ্র করে আদালতে পরবর্তী চার বছর ধরে মামলা চলেছিল। ১৮৫৯ সালে বাংলায় হাজার হাজার কৃষকেরা নীল বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য কৃষি আন্দোলন। ১৮৬০ সালে সারা বাংলায় জুড়ে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

‘দ্য ইণ্ডিগো প্লান্টিং ইন মিরর’

বিশে প্রতিবেদক

১৮৬০ সালে ইন্ডিগো কমিশন তৈরি হয়। কমিশন গঠিত হওয়ার ফলে নীল চাষিদের ওপর অত্যাচার কমতে থাকে। ১৮৩০ সালের রিপোর্ট অনুসারে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল প্রায় এক হাজারে বেশি নীল কারখনা বাংলায় ছিল। বাঙালি লেখক হরিশ চন্দ্র মুখার্জি তাঁর ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকায় নীল চাষিদের দুর্দশার কথা লিখতে শুরু করেছিলেন। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে সমর্থন করে এই পত্রিকাতে নীল চাষিদের মানবিক মুক্তি দেওয়ার কথা উচ্চারিত হতে থাকে। নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী চৌগাছা গ্রামের বাসিন্দা বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাস ১৮৫৯ সালে। বাংলার অধিকাংশ জেলাতে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কালনায় বর্ধমানের শ্যামল মণ্ডল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি একটি ‘মৃত্তিকা’ নামক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন যেখান নীল চাষীদের দুর্দশার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। বিদ্রোহী চাষিরা একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় নীল চাষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করে ছিল। ইতিহাসবিদ যোগেশ চন্দ্র বাগল এবং রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন এটা সম্পূর্ণ ইতিবাচক অহিংসা আন্দোলন ছিল। এই আন্দোলনের ফলে ইণ্ডিগো কমিশন গঠন করা হয় ১৮৬০ সালে। সেই সময়ে কমিশন এর রিপোর্টে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যেটি লিখেছিলেন ই, ডব্লিউ, এল টাওয়ার। তিনি লিখে ছেন, বিনা রক্তপাতেই ইণ্ডিগোর প্রভাব বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ঝড় তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। নবাব বাহাদুর আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) ‘ইণ্ডিগো কমিশন’ গঠন নীলকরদের দমন পীড়ন বন্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ১০ এপ্রিল ১৮২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জেমস লং এর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দ্বার তিনি প্রভাবিত হন। ফাদার জেমস লং ১৮১৪ সালে আয়ারল্যাণ্ডের ব্যান্ডনতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪০ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। নীলকর চাষিদের দুর্দশা নিয়ে নাটকটিকে ইংরেজি ভাষায় ‘দ্য ইণ্ডিগো প্লান্টিং ইন মিরর’ (বাংলায় ‘নীলদর্পন’) প্রকাশ করার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। কলকাতার

হাইকোর্ট তখন সুপ্রিম কোর্ট হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১ জুন ১৮৬১ সালে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। এই মামলা চলেছিল ২৪ জুলাই ১৮৬১ সাল পর্যন্ত। মিস্টার পিটারসন এবং মিস্টার কাউ এই মামলা পরিচালনা করেছিলেন। মিসচার এগলিনটন এবং মিস্টার নিউমার্চ আসামির পক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্যার এমএল ওয়েলস বিচারক হিসাবে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। লং সাবেহকে এক মাসের কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। জুলাই থেকে আগস্ট মাস একমাস কারা ভোগও করেন। দ্য ইণ্ডিগো প্লান্টিং মিরর ’ (১৮৬১) বইটির . ভূমিকায় লেখক লিখে ছেন-‘‘আমি নীলকরদের হাতে ‘‘দ্য ইণ্ডিগো প্ল্যান্টিং মিরর’’ উপস্থাপনা করছি; এখন প্রত্যেকে নিজের চেহারা দেখে স্বার্থপরতার দাগ কপাল থেকে মুছে ফেলুক, তার বদলে তার ওপর কল্যাণের চন্দনের গুঁড়ো রাখুক, তাহলে আমি কি আমার শ্রম সফল, সৌভাগ্য মনে করব? অসহায় শ্রেণীর রায়টদের জন্য, এবং ইংল্যাণ্ডের সম্মান রক্ষার জন্য। ওহ, ইন্ডিগো চাষীরা! আপনার নৃশংস আচরণ ইংরেজ জাতির উপর একটি দাগ এনেছে, যা সিডনি, হাওয়ার্ড, হল এবং অন্যান্য মহান ব্যক্তিদের চিরস্মরণীয় নাম দ্বারা অনুগ্রহ করে ছিল। অর্থের প্রতি আপনার আকাঙ্খা কি এতই প্রবল যে সেই বৃথা সম্পদের প্ররোচনায় আপনি ব্রিটিশ জনগণের দীর্ঘ অর্জিত ও বিশুদ্ধ খ্যাতিতে মরিচার মতো গর্ত তৈরি করতে ব্যস্ত? ”

বাংলা নাটকের সুচনা কালেই প্রথম জোরালো প্রতিবাদ নাচক বাংলার নাটক জগতে দেখতে পাওয়া গেল তাতে বাংলা নাটক জগত সমৃদ্ধ হল বলা যেতে পারে। বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করতে তৎকালীন মাইকেল থেকে শুরু করে দীনবন্ধু মিত্র এবং গিরিশ ঘোষ বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবে। মাইকেলের ‘শমিষ্ঠা’ নাটক জনপ্রিয় নাটক হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। তারপরে তাঁর প্রহসন ‘বুড়ো সালিকের ঘাঁড়ে রো’ প্রহসন নাটক হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। এরপরেই নাম এসে পরে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম। তিনি প্রথম নীল চাষিদের দুর্দশার কথাকে লিপিবদ্ধ করে গেলেন নাটকের মাধ্যমে। তারপরে এসেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনারাও বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। গীতিনাট্য তৈরি করেছিলেন কবিগুরু। ছোট নাটক নাটিকাও রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনা। রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা নাটকের বিভিন্ন দিক প্রকাশ পেতে শুরু করলো। তারপরে এসেছেন শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এবং সুকুমার রায়। তারা শিশু সাহিত্য ভিত্তিক নাটক রচনা করার দিকে মনে দিতে শুরু করলেন। তবে প্রতিবাদী নাটক লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর নাম সেই সময়ে সুদূর বিলাতের রাজ দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল।

দক্ষিণ এশিয়াতে চিন আগ্রাসন রুখতে ভারতকে চায় আমেরিকা

জি-২০ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এখন আমেরিকা ভারতের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভারতকে রাজনীতিকভাবে কব্জা করার চেষ্টা করছেন। তাইওয়ানের যেমন ভয় চিনকে নিয়ে ঠিক সেই রকম ভরয় ভারতেরও। চিন অরুণাচল প্রদেশ থেকে সরছে না। তারা অরুণাচল প্রদেশকে তিব্বতের দ্বার বলে উল্লেখ করতে শুরু করেছে। তিববতে চিন যেহেতু আদিপত্য বিস্তার করেছে সেই কারণে তাদের এখন মূল লক্ষ্য হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ। হিমালয়ের পাদদেশে যেসব বৌদ্ধ দেশগুলি রয়েছে সেখানেই চিন গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে যাতে ভারত সেখানে প্রবেশ না করতে পারে। নেপালে ভারতে প্রভাব প্রতিপত্তি কমাতে সেখানকার কমিউনিস্ট দলকে শক্তিশালী করে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দিল। তার ফলে রাজতন্ত্র নেপাল থেকে সরে গেল এবং নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি নাম মাত্র নির্বাচন করে গদিতে বসেই ভারতের দিকে তাক করে হুমকি দেখাতে শুরু করে। চিনের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে একন ভারত কোয়াড তৈরি করেছে। জাপান এ ব্যাপরে সক্রিয় সহযোগিতা করে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া. জাপান এবং ভারত কোয়াড গোষ্ঠীর সদস্য। এদিকে আমেরিকা আবার কোয়াডকে আরও শক্তিশালী করতে তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ডকে দলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রয়োজন হলে ইন্দোনেশিয়াকে কোয়াড গোষ্ঠীতে নেওয়া যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে জাপানের অনুমতি খুবই প্রয়োজন। চিন এই সব দেশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চিন চাইছে দক্ষিণ এশিয়াতে আমেরিকার আধিপত্য কমাতে। তার সঙ্গে রাশিয়া যোগ দিয়েছে। জি-২০ সম্মেলনে ভারত এবং আমেরিকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে ভারতের মাটিতে একটি সামরিক ঘাঁটি তৈরি করা হবে। সেখানে মার্কিন সামরিক প্রযুক্তি এবং যুদ্ধ বিমান নির্মাণ কারখানা গড়ে তোলা হবে। ভারত এ ব্যাপারে জমি দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যার ফলে চিন ভারতের ওপরে খানিকটা ক্ষুব্ধ। আমেরিকাকে একন চিন রাশিয়ার আধিপত্যকে নষ্ট করতে ইউক্রেন যুদ্ধকে চালিয়ে যেতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে যদি চিন তাইওয়ান আক্রমণ করে তাহলে জাপান, আমেরিকা চিনকে ছেড়ে কথা বলবে না সেটা পরিস্কার। সেই কারণে ভারতকে সমানে রেখে চিন আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চকে শক্তিশালী করার দিয়ে বিশেষ নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা।

পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির ভেঙে দেওয়ার পরই ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে কাশ্মীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভারত সরকার দ্বিধাবোধ করতে থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে একেবারে কাশ্মীরটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। কাশ্মীর ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হল এবং লাদাখ কেও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে কাশ্মীর নিয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করে চলছিল তারা এবারে বেশ মুশকিলে পড়ে গেল। কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হওয়াতে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এখন আর কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান কোনও কথা বলতে পারে না। আমেরিকাও এখন পাকিস্তানের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ফেলেছে। ফলে পাকিস্তানের চিন ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। পাকিস্তান জানে যে আমেরিকা তাদেরকে এখন বিশ্বাস করে না। পাকিস্তানকে জঙ্গি মদতপুষ্ট রাষ্ট্র বলে সবাই গ্রহণ করে নিতে চায়। সন্ত্রাসবাদীদের মদতপুষ্ট রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত হতে শুরু করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তান জঙ্গি দমন করতে পারেনি। পাকিস্তানে নামে গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সেখানে সেনারা দেশ পরিচালনা করে থাকে। সেনা প্রধানরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হন। সেনাদের দ্বারা পাকিস্তানের প্রশাসন পরিচালিত হয়। এমনকী বহু ক্ষেত্রে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইরা পাক প্রশাসনকে পরিচালনা করে থাকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির কূটনীতিতে পাকিস্তান বেশ বিপাকে। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ সরিফের সঙ্গে কূটনীতি সম্পর্ককে ভালো করতে গিয়ে পাক নেতারা তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। গালওয়ান উপত্যকায় ১৬ টি চিনা সেনা ছাউনি দেখতে পাওয়া গিয়েছে। যেসব স্থান আগে ভারতের ছিল সেই সব স্থান চিনা সেনারা অধিকার করে বসে গিয়েছে। উপগ্রহ চিত্র থেকে পরিস্কার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে চিন সেখানে পাকা রাস্তা তৈরি করছে এবং সেনা প্রস্তুতি বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। গালওয়ান নিয়ে যখন ভারতীয় সেনারা ব্যস্ত তখন পাকিস্তান আবার সীমান্ত এলাকা সেনা বাহিনী বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবার সেনা বাহিনী বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান যে কোনও সময়ে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আসলে ভারতকে অস্থির করতে এবং চাপে রাখতে কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে চিন এবং পাকিস্তান। ভারতের এই চরম মুহূর্তে আমেরিকা কতখানি সাহায্য করতে বা বোঝা খুবই মুশকিল। যদিও এখন আমেরিকার তাদের সেনাদের ভারত মহাসাগর এবং চিন সাগরে মোতায়েন করতে শুরু করে দিয়েছে। জাপান বরাবরই ভারতের পাশে থেকেছে। তাছাড়া ভারতের জাপানের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন ভালো অবস্থায় রয়েছে। ভারত আক্রান্ত হলে জাপান ছেড়ে কথা বলবে না সেটা পরিস্কার বুঝতে পারছে চিন সরকার। সেই কারণে খানিকটা দ্বিধায় রয়েছে চিন। এদিকে আমেরিকার সঙ্গে কোয়াডের ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেছে ভারত। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদি বিশ্ব শান্তির বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি ভারতের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার অঙ্গীকার প্রকাশ করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মোদি চেষ্টা করেছিলেন চিনের সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধি করতে। চিন এই সখ্যতাকে সামনে রেখে যেভাবে ভারতের ওপরে তাদের অধিকার ফলাতে শুরু করে দিয়েছে তা কবে মিটবে বলা খুবই মুশকিল। পাকিস্তান জঙ্গিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের উস্কানিতে এবারে সেটা বেশ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশকে চিন ভারতের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এদিকে জাপান যদি এ ব্যাপারে লিপ্ত হতে চাইছে না। কিন্তু ভারত আক্রান্ত হলে জাপান চুপ করে বসে থাকবে না সেটা স্পষ্ট। রাশিয়া কোনও পক্ষে নেই বলে সাফাই গাইতে থাকবে। পুতিন কারোর পক্ষ অবলম্বন করবে না বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে চিন। সেই চিনকে এখন জব্দ করতে পারে ইউরোপ।

হেরিটেজ ঃ বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বোলপরের বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে হেরিটেজ বলে ঘোষণা করে রবিরার রিয়াধে ইউনেস্কো। ভারতের ৪১ তম বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে বীকৃতি লাভ করলো বিশ্বভারতী। শুধু মাত্র সরকারিভাবে ঘোষণাটি করা হল রবিবার। ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব মুনমেন্টস অ্যাণ্ড সাইটস (আইকোমস)-এর তরফে শান্তিনিকেতনের নাম সুপারিশ করা হয়। বিশ্ব ভারতীয়র উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেছেন যে ‘এ এক ঐতিহাসিক দিন’। বিশ্বভারতয় ৩৬ একর জমিকেই ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। এর মধ্যে রয়েছে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক ভবন, উত্তরায়ণ, কলাভবন, সঙ্গীত ভবন প্রাঙ্গনও রয়েছে। ২০২১ সলে অতিমারি সময়ে আইকোমসের প্রতিনিধি দল বিশ্বভারতী পরিদর্শন করে। তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল ইউনেস্কোর হেরিজেট ঘোষণা জন্য সক্রিয়তা। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন নির্মাণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে মর্যাদা লাভ করে। বিশ্ব ভারতীর উপাচার্য বলেছেন এটা আমাদের কাছে ঐতিহ্যের দিন। বিশ্বে আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয় নেই যাকে হেরিটেজ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব ভারতীকে নিয়ে যেসব বিতর্ক রয়েছে তার থেকে বের হয়ে আসুন সবাই এক সঙ্গে এই শিক্ষাকেন্দ্রের মুখকে আরও উজ্জ্বল করে তুলি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টুইট করে লিখেছেন, এই স্বীকৃতি সব ভারতবাসীর কাছে গর্বের মুহূর্ত। স্পেন থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বিশ্ব বাংলার গর্ব। গত রবিবার রিয়াধে ৪৫ তম হেরিজেট কমিটি বৈঠকে এই স্বীকৃতি এসে উপস্থিত হয়েছে। হেরিটেজ তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে সুন্দরবন ও নীলগিরি, শিমালর রেলগাড়ির সঙ্গে দার্জিলিং এর টয় ট্রেন। নেওড়াভ্যালির জাতীয় উদ্যান, বিষ্ণুপুরের মন্দির (শর্তসাপেক্ষ তালিকায়) কলকাতার দুর্গা পুজোও হেরিটেজ হিসাবে চিহ্নিত। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেছেন নন্দলাল বোস, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এ্যান্ড্রুজ, সরলা দেবী চৌধুরী সহ আরও অনেকে। ছাত্র ছিলেন সত্যজিৎ রায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলি, প্রথম চৌধুরী সহ আরও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ।

আচমকা বাগানে লক আউট ঘোষনায় সঙ্কটে চা শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ আচমকাই বাগানে লক আউট। যার ফলে কর্মহীনের মুখে তিনশোরও বেশি শ্রমিক। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানী গ্রাম পঞ্চায়েতের সুখানী টি প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্ত চাঞ্চল্য। শ্রমিকদের অভিযোগ, গত শনিবার বাগানের অফিসে আচমকাই লক আউটের নোটিশ জারি করে ম্যানেজার। এই বিষয়ে শ্রমিক পক্ষের সাথে কোনোরকম আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে ওই বাগানের সাথে যুক্ত থাকা তিনশোরও অধিক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বলে শ্রমিকদের দাবি। এমতাবস্থায় সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে বলে তারা জানান। এছাড়াও এদিন বাগানের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে একাধিক, হেনস্তা সহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছেন শ্রমিকরা। এই বিষয়ে বাগানের কারো সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। তবে লক আউটের পর এদিন শ্রমিকদের সাথে দেখা করতে ঘটনাস্থলে যান উত্তরবঙ্গের তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি তপন দে। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এই বাগানে এক ব্রিটিশ শাসন চলছে, এখাকার শ্রমিকদের মজুরি পর্যন্ত ঠিকঠাক দেওয়া হয় না। এর বিরুদ্ধে অতি শীঘ্রই বাগান খুলে দেওয়ার জন্য আগামীকাল ডেপুটি লেবার কমিশনে এবং আইটিপিএ আবেদন করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। এরপরও যদি বাগান না খোলা হয় তাহলে এস্টেসির মাধ্যমে নিজেরাই এর দায়িত্ব নেবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত কি হয়।

বিশ্বকর্মা পুজোয় ঢাক বাজালেন স্বাস্থ্য আধিকারিক

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে ক্রমেই উদ্বেগ বাড়ছে জেলাজুড়ে। কারণ, শুধু আক্রান্ত হচ্ছে তা নয়, মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে ডেঙ্গি আক্রান্তদের। তার জন্য বৈঠকের পর বৈঠক করতে কার্যত ঘুম ছুটেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের। তারই সঙ্গে চলছে ডেঙ্গু প্রতিরোধের নানা কর্মসূচিও। এক কথায়, এমন সময় চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের। তবু বিশ্বকর্মা পুজোর দিন একেবারে অন্য মুডে দেখা গেল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্য শঙ্কর ষড়ঙ্গীকে। পুজোতে শুধু অংশ নিয়েছেন তা নয়, নিজে বাজাচ্ছেন ঢাকও। যার ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল সমাজ মাধ্যমে। সোমবার সকালে মেদিনীপুরে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করেন দপ্তরের কর্মীরা। সেই পুজোতে অংশ নিয়ে ঢাক বাজান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। তাঁকে সঙ্গ দেন অন্যান্য কর্মীরাও। এই ভিডিও মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় সমাজ মাধ্যমে। শিল্প দেবতার পুজোর দিনে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের প্রার্থনা, সকল বাধা বিপত্তি থেকে সকলে মুক্তি পাক। সৌম্য শঙ্কর ষড়ঙ্গী জানান, সারা দিনই কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে সহ কর্মীদের সাথে একটু আনন্দ করে নেওয়া। পুজো চলছিল। তখন উপস্থিত থেকে ঢাক বাজিয়েছি। তাছাড়া আমি সব সময় গান বাজনার সাথে যুক্ত থাকারও চেষ্টা করি। সরকারি একাধিক সচেতনতা মূলক কর্মসূচিতেও নিজের গলায় গান গেয়েছি।

ফের শিশু বদলের অভিযোগ

তনুজ জৈন, মালদা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ সদ্যোজাত অদলবদলের অভিযোগ কেন্দ্র করে উত্তেজনা মালদার চাঁচলের এক বেসরকারি হাসপাতালে। পুলিশের হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রণে পরিস্থিতি। এভাবে সদ্যোজাত বদলের চক্র সক্রিয় রয়েছে ওই বেসরকারি হাসপাতালে, আশঙ্কা সদ্যোজাতের পরিবারের লোকেদের। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে অভিযোগ করতে চলেছে সদ্যোজাতের পরিবার। এদিকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগ এক নার্সের ওপর দায় চাপাচ্ছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার সেই নার্স। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই নার্সিংহোমে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের দক্ষিণ শালদহ ও ইলাম গ্রামের দু'জন প্রসূতি একই সময়ে ভর্তি হন। সেদিন রাতেই জানবী পারভীন ও চুমকি খাতুন পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। দুই পরিবারের অভিযোগ, শুক্রবার রাতে এক নার্স তাদের সদ্যোজাতদের মধ্যে অদলবদলের চেষ্টা করে। সেই সময় সদ্যজাতের মায়েরা দেখে ফেলে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেন। পরিবারের সদস্যরা নার্সিংহোমে ছুটে আসলে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সাথে বাকবিতন্ডা তৈরি হয়। খবর পেয়ে চাঁচল থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। রাতেই একজন নার্সকে চাঁচল থানার পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যান। চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে অভিযোগ পেয়ে এক নার্সকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যদিও ওই নার্সের দাবি, তাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সদ্যোজাত শিশু বদলানোর মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে আরও খবর, বর্তমানে দু'টি সদ্যোজাত প্রকৃত মায়ের কাছে রয়েছে বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে। সদ্যোজাত শিশু বদলানোর চক্র আগে থেকেই কি ওই নার্সিংহোমে সক্রিয় রয়েছে? সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের লোকেরা। তারা তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতরে অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন তারা। ইলাম গ্রামের সদ্যোজাত শিশুর বাবা সাহিল আক্তার বলেন, রাতেই নার্সিংহোমের এক কর্মীর ফোন পেয়ে ছুটে আসি। আমার স্ত্রী জানান, আমাদের ছেলেকে বদল করার চেষ্টা করা হয়। এইরকম চক্র কি আগে থেকে সক্রিয় রয়েছে এখানে, এই ঘটনায় প্রশ্ন জাগছে। দক্ষিণ শালদহের প্রসূতি চুমকি খাতুনের ঠাকুমা নুরজাহান বেওয়া বলেন, রাতে ওয়ার্ডের বাইরে ছিলাম। নাতনির চিৎকারে ছুটে গিয়ে দেখি শিশু অদলবদল নিয়ে ঝগড়া চলছে। এইরকম ঘটনা ঘটলে সারাজীবন বাবা মায়ের সন্দেহের চোখে থাকবে শিশু সন্তান। এইভাবে যদি আর কারো না হয়, সেই দাবি রাখছি। যদিও এই প্রসঙ্গে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। চাঁচলের এই নার্সিংহোম চলতি মাসের ৯ তারিখেই খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল। সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়েছিল নার্সিংহোম চত্বর। ভাঙচুর হয়েছিল নার্সিংহোম। গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এবার শিশু বদলের অভিযোগ। চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্চালক প্রণব দাস বলেন, আমরা লোকাল স্বাস্থ্য দপ্তরকে বলবো এই ব্যাপারে নজরদারি চালাতে। আমরা নিজেরাও দেখব। যখন চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সব পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে তখন মানুষকে বলবো এখানেই আসুন। এই প্রসঙ্গে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ী জানান, অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখব।

রেলমন্ত্রীর চিঠিতে আশায় গৌড়বঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ জমি জটে দীর্ঘদিন আটকে থাকা মালদা ও দুই দিনাজপুরকে রেলপথে যুক্ত করা চারটি প্রকল্পের কাজ আদৌ কি চালু হবে? পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের চিঠি সামনে আসতেই এই প্রশ্নই ঘিরে এখন চর্চায় মগ্ন দুই দিনাজপুরের মানুষ। জমি জটে আটকে থাকা পশ্চিমবাংলার একাধিক রেল প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন রেলমন্ত্রী। এই তালিকায় রয়েছে কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুর (৩৪ কিমি), গাজোল-ইটাহার (২৭ কিমি), ইটাহার-বুনিয়াদপুর (২৭ কিমি), রায়গঞ্জ-ইটাহার (২২ কিমি) নতুন রেলপথ প্রকল্প। মালদা ও দুই দিনাজপুরের মধ্যে এই চারটি নতুন রেলপথ প্রকল্পের কাজ সম্পর্ণ হলে ভীষণ উপকৃত হবেন এই তিন জেলার বাসিন্দারা। বিশেষ করে বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর, কুশমন্ডি, হরিরামপুর, ইটাহার, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও রায়গঞ্জের রেল যোগাযোগ সুগম হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকার সময়ে কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুর এবং প্রয়াত রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরীর সময়ে গাজোল-গুজুরিয়া-ইটাহার-রায়গঞ্জ রেলপথ প্রকল্প নেওয়া হয়। এর মধ্যে কালিয়াগঞ্জ- বুনিয়াদপুর নতুন রেলপথের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়েছিল। এমনকি কালিয়াগঞ্জের শ্রীমতী নদী এবং কুশমন্ডির কালিকামরার কাছে বালুরঘাট সড়কের ওপর রেল সেতুর কাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু জমিদাতা পরিবারের এক সদস্যের সরকারি চাকরি এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে ২০১২ সালে শুরু হওয়া আন্দোলনের জেরে এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ইটাহার-বুনিয়াদপুর, গাজোল-ইটাহার এবং রায়গঞ্জ-ইটাহার রেলপথ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ হয়নি। এমত অবস্থায় জমি জট কাটাতে মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো রেলমন্ত্রীর চিঠিতে এই রেলপথ প্রকল্পগুলির উল্লেখ থাকায় আশায় বুক বাঁধছেন গৌড়বঙ্গের বাসিন্দারা।

পঞ্চায়েত সমিতি স্থায়ী সমিতি গঠন

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর এক, গোপীবল্লভপুর ২, বিনপুর ১ ও বিনপুর ২পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠন করা হয়। সেইসঙ্গে ঘোষণা করা হয় ওই চারটি পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের নাম। তবে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সোমবার সুষ্ঠুভাবে স্থায়ী সমিতিগুলি গঠিত হয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, প্রতিটি অঞ্চলের প্রধান, জেলা পরিষদের সদস্য, প্রতিটি ব্লকের বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি এবং ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। গোপীবল্লভপুর ২পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়া কর্মাধ্যক্ষ হেমন্ত ঘোষ বলেন, পঞ্চায়েত সমিতির নটি স্থায়ী সমিতির ৯ জন কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী সপ্তাহ থেকে গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করে কাজ করা হবে। ওই পঞ্চায়েত সমিতির কুড়িটি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছে, সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দখল করেছে। সেই সঙ্গে জেলা পরিষদের দুটি আসনেও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়লাভ করে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়লাভ করে বিজেপি ওই পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতায় ছিল। এবার তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা দখল করে। তাই আগামী দিনে গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের উন্নয়নে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা কাজ করবেন বলে হেমন্ত ঘোষ জানান। একইভাবে সোমবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২, বিনপুর এক ও দুই পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠন ও কর্মাধ্যক্ষদের নাম ঘোষণা করা হয়।

বিডিওর গাড়ির ধাক্কায় মৃত এক

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ বিডিওর গাড়ির সঙ্গে মোটর বাইকের মুখোমুখি ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল বাইক আরোহীর। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে ডেবরা-পটাশপুর রাজ্য সড়কের পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা থানার ১২ মাইল এলাকায়। মৃত বছর চল্লিশের রিন্টু মণ্ডল, সবং থানার বড়খেলনা এলাকার বাসিন্দা। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ ডেবরার দিক থেকে পটাশপুরে যাচ্ছিল একটি কালো রংয়ের স্করপিও। সেটি পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর এক নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের। গাড়ির ভিতরে বসেছিলেন স্বয়ং বিডিও। পটাশপুর থেকে পিংলার দিকে বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন মোটরবাইক আরোহী রিন্টু মণ্ডল। তখনই বিডিওর গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে বাইকের। গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে যান মোটরবাইক আরোহী। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পিংলা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানান। ইতিমধ্যে পুলিশ দুটি গাড়িকে আটক করেছে। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

২ শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ ধান বোঝাই ট্রাক্টর উল্টে মৃত্যু হল ২ শ্রমিকের। জখম হলেন ৬ জন। রবিবার রাতে সিউড়ি থানা এলাকার সিউড়ি-বোলপুর সড়কের বেহিরা কালিতলা মোড়ের কাছে ঘটনাটি ঘটে। সূত্রের খবর, ট্রাক্টরে ধান বোঝাই করে অন্তত জনা আষ্টেক শ্রমিক পাড়ুইয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাতই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টরটি রাস্তার উপর উল্টে যায়। গাড়ির নিচে চাপা পড়ে যান ২ জন শ্রমিক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের। স্থানীয়রা ছুটে এসেছিলেন, কিন্তু উদ্ধার করতে পারেননি। পরে সিউড়ি থেকে দমকল ও পুলিশ গিয়ে চাপা পড়ে থাকা ২ জনকে উদ্ধার করে সিউড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালের চিকিৎসকরাই তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিজেপি নেতাকে অস্ত্রের কোপ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ রাতের অন্ধকারে বিজেপির যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতিকে ধারালো অস্ত্রের কোপে রক্তাক্ত করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার তপন ও সুরফুলা গ্রামের মাঝে। গুরুতর জখম ওই বিজেপি নেতাকে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জখম বিজেপি নেতার নাম সুজিত হালদার। তার বাড়ি বীরভূমের নলহাটি থানার ভদ্রপুর গ্রামে। তিনি বীরভূমের হাঁসন ২ নম্বর মন্ডলের বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি। রবিবার রাত্রি ন'টা নাগাদ সুজিত হালদার রামপুরহাট থেকে মোবাইল মেরামত করে মোটর বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময় তপন ও সুরফুলা গ্রামের মাঝে চারজন দুষ্কৃতী মুখে কালো কাপড় বেঁধে তার পথ আটকায়। তার পরেই শুরু হয় এলোপাথাড়ি ধারালো অস্ত্রের কোপ। সে সময় পথ চলতি মানুষজন চলে আসায় দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। তার দাবি, দুষ্কৃতীরা তাকে বলতে থাকে বিজেপির হয়ে খুব পোষ্ট করছিস। খুব বড় বিজেপির নেতা হয়েছিস। দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গেলে স্থানীয় মানুষজন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। তার মাথা সহ তার শরীরে একাধিক জায়গায় অস্ত্রের কোপ মেরেছে দুষ্কৃতীরা। তার সারা শরীরে রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি জানিয়ে মাড়গ্রাম থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। বিজেপির দাবি সদ্যসমাপ্ত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে সুজিত হালদার সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাছাড়া সোশ্যাল মাধ্যমে বিজেপির পক্ষে বিভিন্ন পোষ্ট করার অপরাধে এবং আক্রোশ মেটাতে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তার উপরে চড়াও হয়ে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে। বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, তৃণমূল আরিত দুষ্কৃতীরা এসব করেছে। ঈশ্বর সুজিতকে রক্ষা করেছে। তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, এর সঙ্গে আমাদের কেউ যুক্ত নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখুক।

সম্প্রীতির নজির

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে বরাবরই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির দেখা যায়। জামালপুরের মানুষ ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে অংশ নেয় একে অপরের নানা অনুষ্ঠানে। সোমবার জামালপুরে বিশ্বকর্মা পুজোয় সম্প্রীতির নজির দেখা গেল।। পুজো উদ্বোধন করলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের দু'জন মানুষ। একজন জামালপুরের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, অপরজন ব্লকের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল। ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক ও জামালপুর ২ পঞ্চায়েতের প্রধান মিঠু পাল। মুখ্যমন্ত্রীর কথার রেশ ধরেই মেহেমুদ বাবু বলেন, ধর্ম যার যার নিজের কিন্তু উৎসব সকলের। তাই উৎসবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষই অংশগ্রহণ করতে পারে। জামালপুর বাসস্ট্যান্ডে যে বিশ্বকর্মা পুজো হচ্ছে সেই বিশ্বকর্মা পূজো মূলত করে থাকেন বাস, ট্রেকার, অটো, টোটো শ্রমিকরাই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের। কিন্তু তারা নির্দ্বিধায় আনন্দের সঙ্গে এই বিশ্বকর্মা পুজোয় অংশগ্রহণ করছে। বাস, ট্রেকার, টোটো অটো সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে একটি ব্যাগ, লাঞ্চ প্যাকেট ও জলের বোতল তুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত জামালপুর ব্লকে দুর্গাপূজায় একাধিক পুজো মন্ডপ উদ্বোধন করেন মেহেমুদ খান। তিনি জানান এ অতি ভাগ্যের ব্যাপার। তিনি একজন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও সমানভাবে হিন্দুদের বিভিন্ন উৎসবে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

সেতুর পিলারে ফাটল ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ মালদা থেকে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর গুরুত্বপূর্ণ বেহুলা সেতুর পিলারে ফাটল দেখা দেওয়ায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই সেতুর সংস্কার না হওয়ার কারণেই এই বিপদজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। যে কোনো সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও করছেন বিভিন্ন যানবাহন চালক সংগঠন এবং পুরাতন মালদা ব্লকের বেহুলা গ্রামের বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে বেহুলা সেতু সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন বিভিন্ন যানবাহন সংগঠন এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরা। যদিও এব্যাপারে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। উল্লেখ্য, পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে অবস্থিত রয়েছে বেহুলা সেতুটি। প্রায় ৮০ মিটার লম্বা এই সেতুটি বহু পুরনো। এখান দিয়েই বয়ে গিয়েছে মহানন্দার শাখা নদী হিসাবে পরিচিত বেহুলা নদী। প্রতিদিনই এই সেতু দিয়ে কয়েক হাজার যানবাহন চলাচল করে। পণ্যবাহী লরি থেকে সরকারি বেসরকারি বাস সহ আরও বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের চাপে এই বেহুলা সেতুটি ধীরে ধীরে বিপদজনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। ফলে মালদার গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটি সংস্কারের প্রয়োজন বলে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। পুরাতন মালদার অধিকাংশ বাসিন্দাদের বক্তব্য, মান্ধাতার আমলে তৈরি হওয়া এই বেহুলা সেতুটির সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। এই সেতুর পিলারের তিনটি জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে অনেকেই বিষয়টি জানিয়েছে। কিন্তু কোনভাবেই তারা গুরুত্ব দিতে চাইছে না বলে অভিযোগ। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল জানিয়েছেন, পুরাতন মালদার জাতীয় সড়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে বেহুলা সেতুটি। প্রতিদিনই অসংখ্য যানবাহন চলাচল করছে। কিন্তু এখন শোনা গিয়েছে সেতুর পিলারের তিনটি জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ সংস্থা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকার কারণে সেতু সংস্কার হচ্ছে না। আমরা চাই অবিলম্বে এই সেতু সংস্কারের কাজ করা হোক। পুরাতন মালদার বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা জানিয়েছেন, এই বিষয়ে কিছু জানা ছিল না। কিছু মানুষের কাছে থেকে বিষয়টি শুনেছি। খুব শীঘ্রই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবো। এদিকে পুরাতন মালদা ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বেহুলা সেতুর পিলারে ফাটল প্রসঙ্গ নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ইতিমধ্যে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ইটিএন-টিআইবি-৫এসটিএন, তারিখঃ ১৮.০৯.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ইটিএন-টিআইবি- ৫এসটিএন-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনে শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, শেওড়াফুলি এবং বেলুড়মঠে বয়ঃভারে জীর্ণ টিআইবি-র প্রতিস্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ₹ ২,২৮,০৪,৬১৯.৩৩; **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,৬৪,০০০.০০; **টেন্ডার নথির মুল্যঃ** ০.০০। **দরপ্রস্তাব পদ্ধতিঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ২৮.০৯.২০২৩। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ১২০ দিন। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১২.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/ সংশোধিত প্রস্তাব কেবলমাত্র টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে কোনো হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। HWH-257/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৪১-১৪৪-২৩, তারিখঃ ১৫.০৯.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (ইঞ্জি)/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নে বর্ণিত রোড আন্ডারব্রিজ/সাবওয়ে সংক্রান্ত কাজের জন্য ০৪ (চার)টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্র.নং.-১। **টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৪১-২৩। কাজের বিবরণঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে আদ্রা-আসানসোল সেকশনের বেরো-রামকানালী (বিইআরও-আরকেআই)-এর মধ্যবর্তী কিমি. ২৯৪/১৩-১৫-তে প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং নং কেএ-১৪৪ অপসারণের জন্য রোড আন্ডারব্রিজ/সাবওয়ে নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৮,৪৩,৮৮,০৬৫.১৫ টাকা। ক্র.নং.-২। **টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৪২-২৩। কাজের বিবরণঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে এসএনকেআর-জেওসি সেকশনের জয়চণ্ডীপাহাড়-গড় ধ্রুবেশ্বর (জেওসি-জিআরবি)-এর মধ্যবর্তী কিমি. ১/২৫-২৭-তে প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং নং এসজে-৪ অপসারণের জন্য রোড আন্ডারব্রিজ/সাবওয়ে নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৮,১১,৮২,৭৮১.৫০ টাকা। ক্র.নং.-৩। **টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম- ইএনজিজি-এডিআরএ-১৪৩-২৩। কাজের বিবরণঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে বক্স পুশিং পদ্ধতিতে চান্ডিল-পুরুলিয়া সেকশনের নিমডীহ চান্ডিল (এনআইএম-সিএনআই)-এর মধ্যবর্তী কিমি. ৩৭০/১১-১৩-তে প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং নং জেসি-৫২ অপসারণের জন্য রোড আন্ডারব্রিজ/সাবওয়ে নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৬,৯৮,০৮,৫৪৭.৭৮ টাকা। ক্র.নং.-৪। **টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৪৪-২৩। কাজের বিবরণঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে আদ্রা-আসানসোল সেকশনের মুরাডি-মধুকুন্ডা (এমডিএফ-এমডিকেডি)-এর মধ্যবর্তী কিমি. ৩০৫/২৫-২৭-তে প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং নং কেএ-১৫৪ অপসারণের জন্য রোড আন্ডারব্রিজ/সাবওয়ে নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৬,৫২,৪৬,৪১৫.০২ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১৩.১০.২০২৩ দুপুর ৩টা** (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সম্পর্কে বিশদে জানতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। (PR-611)

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia

NOTICE INVITING e-TENDER NO-08/2023-24/KGP, Dated: 18.09.2023. Bid submission end date-**19.09.2023-3 pm.** Bid open Date (Technical)- **27.09.2023-3:15pm.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia

NOTICE INVITING e-TENDER NO-07/2023-24/KGP, Dated: 18.09.2023. Bid submission end date-**19.09.2023 - 3 pm.** Bid open Date(Technical)- **27.09.2023-3:15pm.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

Office of The
Baragram Gram Panchayat
At+PO-Baragram, PS-Joypur, Dist-Purulia
Notice Inviting Tender/e-Tender

Pradhan, Baragram GP has invited **NIT-5 to 8 on 15/9/23, NIT-9 on 18/9/23 and NIeT-5 to 7 on 19/9/23.** For details contact Baragram GP Office or visit **www.wbtenders.gov.in/ www.baragramgp.in**

Sd/- Pradhan
Baragram GP

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সামগ্রী বিক্রয়ে অধীন ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ (**''কোড''**) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩৩(১) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তরলীকরণে) ধারা, ২০১৬। এতদ্বারা জনস্বার্থে বিজ্ঞাপিত করা যায় যে নিম্নবর্নিত বারসেলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড-এর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে **''যেখানে আছে'', ''যা আছে'', ''যা কিছু আছে'' এবং ''কোন উপায় নেই''** ভিত্তিতে সারণীতে উল্লেখিত তারিখে যা তরলীকরণ প্রক্রিয়াতে রয়েছে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না মূল্য জমা করতে সারণীতে উল্লেখিত তারিখে উল্লেখিত সম্পত্তি ভিত্তিতে। বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা ওয়েব পোর্টালে প্রদান করা হবে-www.airauctioneer.com। সাধারণ জনতাকে আহ্বান জানানো হচ্ছে নিজে বা স্বীকৃত প্রতিনিধি মারফত দরপত্র জমা করতে।

সম্পত্তির সারণী (লক্ষ টাকায়)

লট নং.	সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত দর
১.	সাথী অ্যাপার্টমেন্ট অফিস রুম নং. জি-১ গ্রাউন্ড ফ্লোরে, ৩০ মুখার্জি পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং. ৭, শ্রীরামপুর, ৯৮৪ ব.ফু., এসবিইউ, ৮০৭ ব.ফু. কভার এলাকা, হুগলী-৭১২২০১	২৭.০০	২.৭০	০.৫৪
২.	সাথী অ্যাপার্টমেন্ট অফিস রুম নং. জি-২ গ্রাউন্ড ফ্লোরে, ৩০ মুখার্জি পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং. ৭, শ্রীরামপুর, ৮৮৭ ব.ফু., এসবিইউ, ৭২৭ ব.ফু. কভার এলাকা, হুগলী-৭১২২০১	২৪.৭৫	২.৪৮	০.৫০

ইএমডি জমার শেষ তারিখ ঃ ০৯.১০.২০২৩। ১৭.০০ ঘটিকা। শেষ তারিখ/ সময় দরের ঃ ১১.১০.২০২৩। ১৪.০০ ঘটিকা

বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে নিয়ম এবং শর্তাবলী মোতাবেক যা উল্লেখ রয়েছে প্রক্রিয়া নথিতে এবং নিম্নলিখিত শর্ত মোতাবেক ঃ

১. সম্পত্তির বিবরণী যা উপরোক্ত সারণীতে উল্লেখিত তরলীকারকের সর্বোচ্চ তথ্যমতে, কিন্তু তরলীকারক কোন ত্রুটি, ভ্রান্তি বা অনুল্লেখের জন্য জবাবদিহিতে বাধ্য নন এই ঘোষনায়।

২. দরদাতাদের দ্বায়িত্ব পরিদর্শন করে সন্তুষ্টির জন্য সম্পত্তির বিষয়ে এবং দরপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে। সম্পত্তি পরিদর্শন যা নিলামে থাকবে অনুমোদন করা হবে আগ্রহী দরদাতাদের পরিদর্শনে প্রকাশের দিন থেকে নথি এবং ইএমডি জমার শেষ তারিখ পর্যন্ত। তরলীকারক দায়ী থাকবেন না কোনরূপ পরিবর্তন, পূর্বস্বত্ত্ব, দায়বদ্ধতা বা কোন বকেয়া সরকার বা অন্য কোন স্থানে ই-নিলামের সম্পত্তির বিষয়ে। আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা যায় কোনরূপ দায় সম্পর্কে নিজেদের থেকে খোঁজ নিতে সম্পত্তি বিষয়ে সঙ্গে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে।

৩. আগ্রহী দরদাতারা জমা করতে পারবেন ইএমডি ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **''আরএনএম ইনফ্রা প্রা.লি.''** পক্ষে বা ব্যাঙ্কিং ট্রান্সফার মাধ্যমে শেষ তারিখের মধ্যে যা ওপরের সারণীতে উল্লেখিত, এই অ্যাকাউন্টে-**আরএনএম ইনফ্রা প্রা.লি., অ্যাকাউন্ট নং. ২১৮৬০০২১০০২৩৭১৯৪, আইএফএসসি কোড পিইউএনবি০২১৮৬০০**। কোন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ড্রাফ্ট গ্রাহ্য নহে।

৪. দরদাতাদের অনুরোধ দেখতে-**www.intelligentupdates.blogspot.com/p/sale-ntice-insolvency.html** বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী জানতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার নিজেদের দর জমা দেওয়া এবং ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার পূর্বে।

তারিখ ঃ ১৯.০৯.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা
কনকাভ রায়
তরলীকারক, মে. আরএনএম ইনফ্রা প্রা. লি.
আইবিবিআই রেজি নং. আইবিবিআই/আইপিএ-০০৩/ আইপিএ-আইসিএ-এন-০০২০৪/২০১৮-২০১৯/১২৪৫৬

যোগাযোগ ঠিকানা ঃ ইন্টেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশান প্রা.লি., ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ২৫ জহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, **crip.rnminfra@gmail.com** **রেজিস্টার ঠিকানা ঃ** ৭৮ বোসপুকুর রোড, লোকনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০১০৭, **kanak1686@gmail.com**

NIeT No.: WB/HWH/AGP/ NIeT-241, Dated: 14/09/ 2023

An e-tender notice for 6 nos. work has been published. Details are available in **http:// wbtenders.gov.in**. Bid submission start dt.: **15/ 09/2023 at 6:00 p.m.** Bid submission closing dt.: **22/ 09/2023 at 06:00 p.m.**

Sd/- Pradhan
Antila G.P.
(under Bagnan-II Block)

OFFICE OF THE
CHITMU GRAM PANCHAYAT
At-Pogro, PO-Khatanga, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 220/CGP/2023-24, Dated: 18/09/2023
Notice

Pradhan, Chitmu Gram Panchayat invites E-tender as follows: **NIeT No.-02(e)/CGP/2023-24 dt.18.09.2023**, for 1 no. scheme **(Tender ID: 2023_ZPHD_571630_1)** within the jurisdiction of Chitmu Gram Panchayat under Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **29.09.2023 up to 5-00pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Chitmu Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম নোটিস নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/এসপি/সিএল-III/১৮ তারিখঃ ১৫.০৯.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে ২৮টি স্টেশন চত্বরে - নন- ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক প্রচারের জন্য চুক্তিস্বত্ব বন্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ জানতে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে **ই-অকশন লিজিং মডিউল** দেখুন। **ক্যাটালগ নং. পিইউবি- আরডিএন-২৮-১৪। ক্র. নং., লট নং. এবং স্টেশন** যথাক্রমেঃ- (১) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-ওএসএন-২২-২২-১, বেলানগর। (২) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জিবিআরএ-ওএসএন-২৪-২২-১, গোবরা। (৩) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স-ওএসএন-২৫-২২-১, জনাইরোড। (৪) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-ওএসএন-২৬-২২-১, বেগমপুর। (৫) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিআরপিএ-ওএসএন-২৭-২২-১, বারুইপাড়া। (৬) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এমবিই-ওএসএন-২৮-২২-১, মির্জাপুর বাঁকিপুর। (৭) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিএলএই-ওএসএন-২৯-২২-১, বলরামবাটি। (৮) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এমডিএসই-ওএসএন-৩১-২২-১, মধুসূদনপুর। (৯) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-সিডিএই-ওএসএন-৩২-২২-১, চন্দনপুর। (১০) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-পিবিজেড-ওএসএন-৩৩-২২-১, পোড়াবাজার। (১১) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিএমএই-ওএসএন-৩৪-২২-১, বেলমুড়ি। (১২) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-ডিএনএইচএল-ওএসএন-৩৫-২২-১, ধনিয়াখালি হল্ট। (১৩) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-ওএসএন-৩৬-২২-১, শিবাইচণ্ডী। (১৪) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচআইএইচ-ওএসএন-৩৭-২২-১, হাজিগড়। (১৫) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জিআরএই-ওএসএন-৩৮-২২-১, গুড়াপ। (১৬) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেপিকিউ-ওএসএন-৩৯-২২-১, ঝাপানডাঙ্গা। (১৭) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই-ওএসএন-৪০-২২-১, জোউগ্রাম। (১৮) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এনবিএই-ওএসএন-৪১-২২-১, নবগ্রাম। (১৯) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এমএসএই-ওএসএন-৪২-২২-১, মশাগ্রাম। (২০) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-পিআরএই-ওএসএন-৪৩-২২-১, পাল্লা রোড। (২১) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি-ওএসএন-৪৪-২২-১, শক্তিগড়। (২২) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জিআরপি- ওএসএন-৪৫-২২-১, গাংপুর। (২৩) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-টিআইটি-ওএসএন-৪৭-২২-১, তলিত। (২৪) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেএএন-ওএসএন-৪৮-২২-১, খানা। (২৫) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেজেআরএ-ওএসএন-৪৯-২২-১, করজনা। (২৬) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিটিআরএইচ-ওএসএন-৫০-২২-১, ভাতার। (২৭) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিজিএনএ-ওএসএন-৫১-২২-১, বলগোনা। (২৮) এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেসিওয়াই-ওএসএন-৫২-২২-১, কইচর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২৯.০৯.২০২৩ সকাল ১১টায়। HWH-254/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites 3 nos e-tenders for. "Construction of C.C. Road in different wards" vide **eNIT Nos. COOCH BEHAR/ PWD/ 57 / 2023-24 (2nd Call), COOCH BEHAR/ PWD/ 58 / 2023-24 (2nd Call) and COOCH BEHAR/ PWD/ 55 / 2023-24 (3rd Call) Dt. 18-09-23.** eTender submission end date **-25/09/23** and Corrigendum for Date of extension for the work "Construction of Paver Block approach in front of Cooch Behar Municipality " Vide **eNIT No. COOCH BEHAR/PWD/ 33 / 2023-24 (2nd Call) Dt.31-08-23.** eTender submission end date **-23/09/23.** Details information will be available from the website – **(i) http:// wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality.

NAPARA GRAM PANCHAYAT
Vill.-NAPARA, P.O.- NAPARA, Dist.- PURULIA(W.B), Pin.-723151
Email id- naparagp@gmail.com
Notice Inviting E-Tender:-
NGP/NIT(e)-01/2023-24, Date: 18.09.2023

Pradhan, Napara Gram Panchayat, Napara, Purulia invites E-Tender for 16 (Sixteen) nos. work. Period for submission of bid documents **19.09.2023 6.00 p.m. To 27.09.2023 up to 12.00 p.m.** Time and date of opening of Technical bid **At 12.00 p.m. on 29.09.2023.** For details please visit **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Napara Gram Panchayat

NIET No: WB/HZP/BAG-I/NIET-8/2023-24 dated: 15.09.2023 & WB/HZP/BAG-I/NIET-9/2023-24 dated: 15.09.2023

Following e-tender notices regarding Various works in the area of Bagnan-I Panchayat Samity under 15th FC Fund 2023-24, has been published as per NIETs referred above. Details are available in **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Bagnan-I Panchayat Samity
Bagnan, Howrah

Office of the Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tenders are hereby invited by the undersigned for 03 nos. dining hall, details of which as noted below: **1. N.I.T. No: WB/BISH-I/BDO/NIT-01(3)/2023-24 (2nd Call), Dated: 18.09.2023. 2. Tender ID: 2023_ZPHD_571596_1 to 3 3.** Bid submission start date: **18.09.2023 at 5:00 p.m. 4.** Bid submission closing date: **26.09.2023 at 6:00 p.m.** Details available from the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
Bhasa, South 24 Parganas

BAGNAN-II PANCHAYAT SAMITY
ANTILA :: BAGNAN :: HOWRAH
Abridged Notice Inviting Tender

E-NIT No.:- WB/HOW/BAG-II/NIET-5/2023-24, dt.-14/09/2023
Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 11 nos schemes under Bagnan-II Panchayat Samity. For Other Details, contact office of the undersigned within office hour.

Sd/-E.O.,
Bagnan-II Panchayat Samity, Howrah

GB SONATALA Gram Panchayat
PO:-CHITRASENPUR, Dist.-Howrah, Pin – 711412
Notice inviting e-tender no- NIT(e)/DGP-01/2023-24

E-Tender is invited by the Prodhan, GB sonatala gram Panchayat, for 7(seven) nos different work. Period of completion 3(three) months. Bid document down loading (online) starting **from 20-09-2023 at 3-00 pm upto 27-09-2023 at 2-00 pm.** Last date of submission of bid (online) **27-09-2023 at 3-00 pm.** Bid opening date on **30-09-2023 on 10-30 am** for details please visit website **https://webtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
GB Sonatala Gram Panchayat

Office of the Purulia-II Panchayat Samiti
Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID: bdoeopurulia2@gmail.com

E-Tendering Notice No. WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 04/2023-24. Last date of Bid Submission: **26/09/2023 up to 2.00 PM.** Date of Opening Of Bid: **29/09/2023 at 11.00 AM.** e-Tendering website : -**www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Engg. Dept. of this office and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purulia-II Panchayat Samiti

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 858/EO/JLD-II, Dated: 18/09/2023
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-10(e)/EO/JLD-II/2023-24 dt. 18.09.2023,** for 4 nos. scheme **(Tender ID: 2023_ZPHD_571782_1, 2023_ZPHD_571782_2, 2023_ZPHD_571782_4 & 2023_ZPHD_571782_5),** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **25.09.2023 up to 5-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

পুজোয় ফেশিয়াল তো করবেন, সুফল পেতে পরের কয়েক দিন মেনে চলুন এই নিয়ম!

ত্বকের পরিচর্যায় মাসে এক-দু'বার ফেশিয়াল করেন অনেকেই। পার্লারে না হলেও, বাড়িতেই ফেশিয়াল করেন অনেকে। ত্বকে ফেশিয়ালের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে শুধু ফেশিয়াল করলেই হল না, তারপরও ত্বকের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। নাহলে এক দিনের ফেশিয়ালে যে টুকু লাবণ্য এসেছিল, এক সপ্তাহের মধ্যে সে টুকুও হাওয়া হয়ে যাবে! দাগহীন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বকের জন্য শুধু ফেশিয়ালই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন তার পরবর্তী রূপচর্টিনও। জেনে নিন, ফেশিয়াল করার পর কী ভাবে ত্বকের যত্ন নিতে হবে। জল পান করুন শুধু ফেশিয়াল করলেই হবে না। ত্বককে ভিতর থেকে আর্দ্র রাখা জরুরি। তাই সারা দিনে প্রচুর জল পান করুন। এতে ত্বক মসৃণ এবং কোমল থাকবে। মুখে লালচে ভাব, জ্বালা, চুলকানি বা ব্রণের মতো সমস্যা হলে অবশ্যই চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যান। ক্লিনজার ব্যবহার করুন ফেশিয়াল করার পরেও ত্বকে ক্লিনজার ব্যবহার করা প্রয়োজন। ত্বকে লেগে থাকা অবশিষ্ট পণ্য বা ময়লা অপসারণ করতে মাইল্ড ক্লিনজার ব্যবহার করুন। তবে কী ধরনের ক্লিনজার ব্যবহার করছেন, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই ত্বকের ধরন বুঝে উপযুক্ত ক্লিনজার ব্যবহার করুন। ময়েশ্চারাইজার লাগান শুধু ক্লিনজার ব্যবহার করলেই চলবে না। মাখতে হবে ময়েশ্চারাইজারও। ফেশিয়াল করার পরে ত্বক আরও শুষ্ক বা সেনসিটিভ মনে হতে পারে। তাই ত্বক ঠিক রাখতে আপনার ত্বকের ধরন বুঝে ময়েশ্চারাইজার লাগান। কী ধরনের ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করবেন তার জন্য ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। সানস্ক্রিন লাগান ফেশিয়ালের পরে সানস্ক্রিন প্রয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে ত্বক সুরক্ষিত থাকবে। কমপক্ষে SPF ৩০-যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। যদি কাজের জন্য সারা দিন আপনাকে রোদে রোদে ঘুরতে হয়, তাই প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর সানস্ক্রিন লাগান। এতে ত্বক সুরক্ষিত থাকবে। সানবার্ন, ট্যান, র‍্যাশ, জ্বালা, চুলকানি দেখা দেবে না।

ঘরে তৈরি ভেষজ তেলেই কমবে চুলের একাধিক সমস্যা! বানাবেন কী ভাবে?

দূষণ, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া এবং পরিচর্যার অভাবে চুল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায়। বাড়তে থাকে খুশকি, চুল পড়ার সমস্যা। অনেকেই এই সমস্যা থেকে বাঁচতে ভরসা রাখেন নামীদামি প্রসাধনীর উপরে। তাতে সাময়িক কাজ হলেও, দীর্ঘস্থায়ী কোনও উপকার পাওয়া যায় না। বরং চুলের যত্নে বিভিন্ন প্রোডাক্টের চেয়ে ভরসা রাখতে পারেন ভেষজ তেলের উপর। ভেষজ তেল চুলে পুষ্টি জোগানো, চুলের গোড়া মজবুত করার পাশাপাশি চুল সফট ও সিল্কি করে তোলে। দোকান থেকে না কিনে অনায়াসে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন বিভিন্ন হার্বাল অয়েল।

খুশকির জন্য ভেষজ তেল-১০০ এমএল নারিকেল তেলের সঙ্গে ১৫ ফোঁটা সিডারউড এসেনশিয়াল অয়েল, ১৫ ফোঁটা ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল এবং ১০ ফোঁটা লেমন এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিন। স্যাম্পু করার আগে ভাল ভাবে লাগিয়ে নিন এই তেলের মিশ্রণ। ২০-৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে ফেলুন। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ফাঙ্গাল গুণ খুশকি রোধ করে এবং মাথার ত্বকে যে কোনও প্রকারের সংক্রমণ রুখে দেয়। শুষ্ক চুলের জন্য ভেষজ তেল-১৫ ফোঁটা লোবান এসেনশিয়াল তেলের সঙ্গে ১০ ফোঁটা গাজরের বীজের তেল এবং ১৫ ফোঁটা জেরানিয়াম এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিন। স্যাম্পু এবং পুরো চুলে ভাল ভাবে লাগান এই তেলের মিশ্রণ। মিনিট পনেরো পর শ্যাম্পু করে ফেলুন। লোবান তেল চুলের রুক্ষ-শুষ্কভাব দূর করে, গাজরের বীজের তেলে রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-এজিং বৈশিষ্ট্য। আর, জেরানিয়াম অয়েল হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। চুলের বৃদ্ধির জন্য ভেষজ তেল- এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে এক চা চামচ ক্যাস্টর অয়েল, দুই ফোঁটা রোজমেরি এবং ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিন। গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে ২০ মিনিট মাথায় জড়িয়ে রাখুন। তারপর শ্যাম্পু করে ফেলুন। শ্যাম্পু করার পর এক চা চামচ জলে দুই ফোঁটা ল্যাভেন্ডার অয়েল মিশিয়ে পুরো চুলে লাগিয়ে নিন। চুলের বৃদ্ধিতে খুবই উপকারী এই সব তেল।

শিফন শাড়িতে গ্ল্যামারাস লাগবে আপনাকে

শাড়িতেই নারী বাংলার এই প্রবাদবাক্য যেন আনা খাটে! কারণ ওয়ার্ড্রোবে শাড়ির কমতি নেই। ইন্ডাস্ট্রির হাইপ্রোফাইল পার্টি থেকে ঘরোয়া অনুষ্ঠান হোক কিংবা বন্ধু সহকর্মীদের সঙ্গে গেট-টুগেদার। ছিপছিপে চেহারার গড়নে শাড়ি পরেই বাজিমাত করেন অনেকেই। তাছাড়া যেকোনও ম্যাটেরিয়ালের শাড়ি সামলাতেও সুবিধা রয়েছে। এবারও ৬ গজের কাপড়ে ধরা দিতে পারেন আপনারাও। পুজোতে আপনিও চাইলে বন্ধুদের গেট টুগেদারে এই লুকে ধরা দিতে পারেন। গ্ল্যামারাস দেখা গোলাপি-আকাশি রঙের শিফন শাড়িতে দারুন মানাবে আপনাকে। তার ওপরে স্লিভলেস ব্লাউজ। আর স্লিক লুককে আরও যথোপযুক্ত করে তুলতে গয়নাও পরতে পারে হালকা। পেয়ার আপ করেছেন মুক্তোর মালা। রেট্রো ফ্যাশনের মতো দুপাশে খোপা বেঁধেছেন। তবে হ্যাঁ, শুধু সাজপোশাকেই এই লুক বাজিমাত করেনি, পাশাপাশি নজর কাড়ল ফ্যাশনিস্ট মুক্তো ঝরা আপনার হাসিও। গোলাপির সঙ্গে আকাশি মিশেলে ডিজাইন করা এই শিফন শাড়ির সঙ্গে মানানসই ব্লাউজ পরে নিন। বা গোলাপি রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ বেছে নিতে পারেন যদিও তবে আকাশি রঙের ব্লাউজও দিব্যি লাগবে দেখতে। গলায় মুক্তোর হার পরতে না চাইলে আমেরিকান ডায়মন্ডের স্লিক ডিজাইন হার পরুন। কিংবা কানে থাকুক স্টোনের ভারী দুল। আর হাতে একটা বড় স্টোনের আংটি। একটা হাতঘড়ি। লুক একদম কমপ্লিট। অফিসের পার্টিতেও এমন লুক ক্যারি করতে পারেন। প্রসঙ্গত, মা আসতে আর বেশি দেরি নেই। প্যান্ডেলে বাঁশ-দড়ি যেমন পড়ে গিয়েছে, তেমন ওয়ার্ডোবেও নিত্য-নতুন হাল ফ্যাশনের পোশাকের সম্ভার বাড়ছে। একেক দিন একেকরকম ফ্যাশনে চমক দিতে হবে তো? আর পুজো মানেই বাঙালিদের কাছে শাড়ি। তবে ৬ গজের এই কাপড় পরে প্যান্ডেল হপিং বড়ই দুঃসাধ্যকর! নতুন শাড়ির কুঁচি-আঁচল সামলানোও চারটিখানি কথা নয়। এক্ষেত্রে কিন্তু ব্যতিক্রম শিফন শাড়ি। পরে দিব্যি আরাম পাবেন আর ফ্যাশনও হবে।

স্বচ্ছতা পাখওয়াদা পূর্ব রেলের হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য ইউনিটগুলিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ আমাদের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী একটি স্বনির্ভর ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন যা পরিষ্কার এবং সবুজ। আধুনিক ভারতকে একটি দূষণমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও পরিচ্ছন্ন দেশে রূপান্তর করা আমাদের কর্তব্য। এই মহ মিশনকে সামনে রেখে, স্বচ্ছ রেল এবং স্বচ্ছ ভারত অর্জনের লক্ষ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত সমস্ত পূর্ব রেলের হাসপাতাল,

স্বাস্থ্য ইউনিট এবং পাবলিক প্রাঙ্গনে স্বচ্ছতা পাখওয়াদা পালিত হচ্ছে। লিলুয়া ওয়ার্কশপ রেল হাসপাতাল, হাওড়া রেল অর্থোপেডিক হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য কর্মীরা, বিআর সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহ এবং পূর্ব রেলের এখতিয়ারের অন্যান্য হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য ইউনিটগুলি এই উপলক্ষ্যে ১৬.০৯.২০২৩ তারিখে স্বচ্ছতা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিল। পূর্ব রেলের এখতিয়ারের বিভিন্ন স্টেশন এবং কর্মক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা পাখওয়াদা পালন করা হয়েছিল। পূর্ব রেলের ওয়ার্কশপ হাসপাতালে, লিলুয়ায়, প্যাথলজি বিভাগের সামনে থেকে শুরু করে কলোনির মধ্যে দিয়ে একটি প্রভাত ফেরি করা হয়েছিল। স্বচ্ছ রেল স্বচ্ছ ভারত স্লোগান নিয়ে সকালে প্রভাত ফেরি বের করা হয়েছিল রেলের কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের মধ্যে তাদের চারপাশের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে। পরিবেশে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ভারত স্কাউটস এবং গাইডস দ্বারা একটি নুক্কাদ নাটকেরও আয়োজন করা হয়েছিল। হাওড়া অর্থোপেডিক হাসপাতাল, বর্ধমান স্বাস্থ্য ইউনিট, কাটোয়া স্বাস্থ্য ইউনিট এবং ব্যান্ডেল স্বাস্থ্য ইউনিটও আশেপাশের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রভাত ফেরির উদ্যোগ নিয়েছে। পূর্ব রেলের বর্ধমান, ব্যান্ডেল, আজিমগঞ্জ, রামপুরহাট এবং কাটোয়ার স্বাস্থ্য ইউনিটের ডাক্তার, বোন এবং অন্যান্য কর্মীরাও স্বচ্ছতা প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন এবং তাদের আশেপাশের এবং সম্প্রদায়গুলিতে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়েছেন। পূর্ব রেলওয়ে তার কর্মচারী এবং যাত্রীদের জন্য একটি পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বচ্ছতা পাখওয়াদা একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্বকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

পর্যটকদের আগমন রেকর্ড ২.২৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে ঃ মনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ এই বছর জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটকদের আগমন রেকর্ড ২.২৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। জোর দিয়ে বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। সোমবার ওএনজিসি আয়োজিত শ্রীনগরের রয়্যাল স্প্রিংস গলফ কোর্সে ৪৪-তম পিএসপিবি আন্তঃ-ইউনিট গলফ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় সময় উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেন, এই বছর ৩১ আগস্ট পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে ১ কোটি ৫২ লক্ষ পর্যটক এসেছেন। যা আগের বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি। উপ- রাজ্যপাল মনোজ সিনহা আরও বলেছেন, আমি আশাবাদী ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা ২.২৫ কোটি অতিক্রম করবে। তাছাড়া, জি-২০ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকের পরে বিদেশী পর্যটকদের আগমন ৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংখ্যাগুলি জম্মু ও কাশ্মীরে যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে তা প্রতিফলিত করে।

ইতালির ফ্লোরেন্সের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্প

রোম, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইতালির ফ্লোরেন্সের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৮। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, কম্পন টের পাওয়া মাত্রই মানুষজন ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। সোমবার সকালে টাস্কানির কিছু অংশে ৪.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্র স্থল ছিল ফ্লোরেন্সের উত্তর - পূর্বে মারাদির কাছে, এবং ইতালির জিওফিজিক্স এবং ভলকানোলজি ইনস্টিটিউট অনুসারে, ৫.১০ মিনিট নাগাদ এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়, এরপর কয়েকটি আফটারশকও অনুভূত হয়। কম্পন টের পাওয়া মাত্রই মানুষজন ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন।

মুখ থেকে যেন প্রধানমন্ত্রীর মোদীর প্রশংসা না বের হয়, কংগ্রেস নেতাদের সতর্ক করলেন খাড়্গে

হায়দ্রাবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ একদিকে মোদী সরকারকে কেন্দ্রের ক্ষমতা থেকে সরাতেই একজোট হয়েছে বিরোধী দলগুলি, আর সেখানেই কংগ্রেস নেতাদের মুখে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রশংসা! এতে অস্বস্তি বাড়ছে দলের। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দলের নেতাদের এই বিষয়ে সতর্ক করলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। নেতা-মন্ত্রীদের সতর্ক করলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর যেন বিনা কারণে প্রশংসা না করা হয়। গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবারই রায়গড়ে একটি অনুষ্ঠানে ছত্তীসগঢ়ের উপমুখ্যমন্ত্রী টিএস সিং দেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। এতে বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছে কংগ্রেস। দলের তরফে টিএস সিং দেও-কে সতর্ক করা হলে, তিনি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দলের কাছে ক্ষমা চান। এরপরই খাড়্গের কড়া বার্তা নেতাদের। টিএস সিং দেও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে বলেছিলেন, আপনি ছত্তীসগঢ়কে অনেক কিছু দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও আপনি আমাদের আরও সাহায্য করবেন। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কোনও পক্ষপাতিত্ব করে নয়। যদি রাজ্য কেন্দ্রের কাছ থেকে কোনও কিছু চায়, তবে সরকার পূর্ণ সহযোগিতা করে। উপমুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক শুরু হতেই কংগ্রেসের তরফে সাফাই দিয়ে বলা হয়, সৌজন্য দেখিয়ে ওই কথা বলেছেন টিএস সিং দেও। তবে সূত্রের খবর, হায়দ্রাবাদের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ওই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চান টিএস সিং দেও। এরপরই মুখ খোলেন সভাপতি খাড়্গে। তিনি জানান, টিএস সিং দেও-র ক্ষমা চাওয়ায় ভুল শুধরে যাবে না। সমস্ত সদস্যরা যেন সতর্ক থাকেন এবং বিনা কারণে যেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা না করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার যখন খুশি নির্বাচন করুক, আমরা প্রস্তুত ঃ নীতীশ কুমার

পাটনা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় সরকার যখন খুশি তখনই নির্বাচন করুক, আমরা তৈরি আছি । সোমবার একথা বললেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন করবে ততই মঙ্গল, আমরা অপেক্ষায় আছি। প্রয়াত স্যার শিবসাগর রামগুলামকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানানোর পর সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন করবে ততই মঙ্গল, আমরা অপেক্ষায় আছি। নির্বাচন

কমিশনে নিয়োগ সংক্রান্ত যে বিল আসছে, সেখানে প্রধান বিচারপতিকে অপসারণ করে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সেই পদে অধিষ্ঠিত হবেন। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুরো বিষয়টি প্রকাশ্যে এলে সবাই তাদের মতামত তুলে ধরবেন। এখন এবিষয়ে কিছু বলা মানে অযথা তাড়াহুড়ো করে ফেলা। জেডিইউ এবং আরজেডি-র জোট তেল-জলের মতো, এরা কখনও মিলিত হবে না, এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাঁরা বলছেন, তাঁরা দেখুন বিহারে কতটা উন্নয়ন হয়েছে। গান্ধী ময়দানে কি সুন্দর বাপুর মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। প্রয়াত শিবসাগর রামগুলামের একটি মূর্তিও তৈরি করা হয়েছে। পুরো বিহারের উন্নয়ন দেখুন। বিহারে কত ভালো রাস্তা ও সেতু তৈরি হয়েছে। মানুষের ঘরে ঘরে কলের জল পৌঁছে গিয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে এবং তা ভালোভাবে পরিচালিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দরিদ্র রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা বিহারের উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। আজ কিছু লোক বিহার নিয়ে ভুল কথা বলে। আমরা একসঙ্গে থাকায় কিছু লোক অস্বস্তি বোধ করছে। আমরা প্রতিটি জিনিসের পরিকল্পনা করি এবং তারপরে তার উপর উন্নয়নমূলক কাজ করি। জনগণের যেমন রাজনীতি করার অধিকার আছে, তেমনি সাংবাদিকদেরও অধিকার আছে তারা যা দেখেন তা লেখার এবং বলার। মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত 'আইএনডিআই ' জোটের বৈঠকে ২,৫০০ এরও বেশি সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। আমরা আমাদের মতামত জানালে সবাই হাততালি দিতে থাকে এবং সাংবাদিকরা খুশি হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যরা 'আইএনডিআই' - জোটকে কোনও চ্যালেঞ্জ বলে মনে করে না, সাংবাদিকদের এই কথার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা জনগণের সেবক। আমরা কাউকে চ্যালেঞ্জ করি না। আমরা প্রকাশ্যে সব বলি। যে ভালো কাজ করছে না তার বিচার মানুষ করবে। 'আইএনডিআই' জোট সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। তাদের মধ্যে কোনরকম সমস্যা নেই।

রুশ সেনাদের সরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখলে নিল ইউক্রেন

কিয়েভ, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে বাখমুতের কাছে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রাম পুনঃদখলে নেওয়ার দাবি করেছে ইউক্রেন সেনারা। দখল মুক্ত করা পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টলাইনের অন্যতম প্রধান গ্রাম ক্লিশচিভকা বাখমুতের দক্ষিণে অবস্থিত। এই নিয়ে তিন দিনে পূর্বাঞ্চলে দুটি গ্রাম দখলের দাবি করল ইউক্রেন। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটনে সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং সেখানে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি কিয়েভের জন্য সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাবেন। তাই এই সময় যুদ্ধক্ষেত্রে এই ধরনের সাফল্য অর্জন ইউক্রেনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আরও বেশি পশ্চিমা সহায়তা জোগা। করার ক্ষেত্রে ইউক্রেনীয় বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে যে সফলতা আসছে, সেটি দেখানো কিয়েভের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রবিবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় বাখমুতের কাছে লড়াইরত সেনাদের প্রশংসা করেছেন জেলেনস্কি। এই সময় ক্লিশচিভকাকে দখলমুক্ত করা সেনাদেরকে বাহবা দেন তিনি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের জানুয়ারিতে রাশিয়ান সৈন্যরা এই ক্লিশচিভকা দখল করে নেয়। এই গ্রামটি দখল মুক্ত করার ফলে ইউক্রেনীয় বাহিনী রাশিয়ান বাহিনীর দিকে আরও সহজে গোলাবর্ষণ করতে পারবে।

নিয়ন্ত্রণে কোভিড-সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতে সক্রিয় করোনা- রোগীর সংখ্যা ফের নিম্নমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫ জন। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৬০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৫৪৪ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩০। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৫,৬৪৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৭ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ৮,১৩১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭০,০৯৮-তে পৌঁছেছে।

বিজেপি কাউন্সিলর সহ মৃত ৪

নাসিক, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ নাসিক জেলার মুম্বাই- আগ্রা হাইওয়েতে একটি গাড়ি ও কন্টেইনারের মধ্যে সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে চান্দওয়াড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধুলে জেলায় বিজেপি কাউন্সিলর কিরণ হরিশচন্দ্র আহিররাও তাঁর তিন সঙ্গীর সঙ্গে গাড়িতে করে নাসিক থেকে ধুলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় তাদের গাড়ির সঙ্গে কন্টেনারের সংঘর্ষ বাঁধলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার মুম্বই-আগ্রা হাইওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মুম্বই-আগ্রা হাইওয়েটি চান্দওয়াড় হাইওয়ে নামেও পরিচিত।

Name Change
I, HABIRUL MANDAL is wrongly recorded in my Wife Passport No- Y8120450, S/o- SARIYAT MANDAL. Residing at Vill - Charalkhali, Post- Charalkhali, Ps- Murutia, Dist- Nadia, Pin- 741158, West Bengal. Shall henceforth be known as HABIBUR MANDAL. That my name HABIBUR MANDAL and HABIRUL MANDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, IRFAN ALI is wrongly recorded in my Daughter's Passport No- R0445458, S/o- JARJIS SEIKH. Residing at Vill - Kaharpara, Post- Manikchak, Ps- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. Shall henceforth be known as ERFAN SK. That my name ERFAN SK and IRFAN ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, MOHAMMAD SHAHJAHAN KHAN alias SHAJAHAN KHAN (old name) S/O MOHAMMED AYUB KHAN Presently residing at 56, BECK BAGAN ROW CIRCUS AVENUE, KOLKATA 700017 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOHAMMED SHAHJAHAN KHAN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 18/09/2023. MOHAMMAD SHAHJAHAN KHAN, SHAJAHAN KHAN and MOHAMMED SHAHJAHAN KHAN both are same and one identical person.

Name Change
I, RUKSANA KHANAM (old name) W/O MD SHAHJAHAN KHAN Presently residing at 56, BECK BAGAN ROW CIRCUS AVENUE, KOLKATA 700017 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RUKHSANA KHANAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 18/09/2023. RUKSANA KHANAM and RUKHSANA KHANAM both are same and one identical person.

Name Change
I, MD EKLAS KHAN (old name) S/O MD LLYAS KHAN Presently residing at 11/Y/1 TOPSIA 2ND LANE, TILJALA-700039 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) MD IKHLASH KHAN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 18/09/2023. MD EKLAS KHAN and MD IKHLASH KHAN both are same and one identical person.

Name Change
I, PARAMITA MITRA BHOWMICK (old name) W/O NABARUN BHOWMICK Presently residing at 87/42/1, Bosepukur Road, Kasba, Kolkata-700042 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) PAROMITA MITRA BHAUMIK, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 18/09/2023. PARAMITA MITRA BHOWMICK and PAROMITA MITRA BHAUMIK both are same and one identical person.

Name Change
I, RANJAN KUMAR (old name) S/O BINDESHWARI YADAV Presently residing at 15, Gangadhar Babu Lane, 3 rd Floor, Room No-304, Bowbazar, PO-Bowbazar, PS-Bowbazar, Kolkata-700012 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RANJAN YADAV, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 18/09/2023. RANJAN KUMAR and RANJAN YADAV both are same and one identical person.

Name Change
I, JAKIR ALAM (old name) S/O JULUM ALI Presently residing at 12/B37, Gali No-1, Jhandapur Sahibabad i.e Sahibabad Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ZAFIR ALAM (DOB- 20-05-1970), vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 18/09/2023. JAKIR ALAM and ZAFIR ALAM both are same and one identical person.

Name Change
I, FAZLUL HAQUE MOLLA MOHAMMED (old name) S/O LT. DIDAR BOX MOLLA Presently residing at Mathbari, PO-Malancha, PS-Minakhan, Basirhat, N.24 Pgs-743425 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) FAZLUL HAQUE MOLLA (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/09/2023. FAZLUL HAQUE MOLLA MOHAMMED and FAZLUL HAQUE MOLLA both are same and one identical person.

Name Change
I, MOHAMMAD MONDAL JAKIR HOSSION (old name) S/O JAMAT ALI MONDAL Presently residing at A 22, SUKANTA PALLY, M.G. ROAD, Haridevpur, South 24 Pgs-700082 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) JAKIR HOSSION MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 18/09/2023. MOHAMMAD MONDAL JAKIR HOSSION and JAKIR HOSSION MONDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, SHIKHA MITRA (old name) D/O SURENDRA NATH ROY Presently residing at Narayanpara, Hijuli, Dhantala, Nadia- 741201 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHIKHA MAITRA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 18/09/2023. SHIKHA MITRA and SHIKHA MAITRA both are same and one identical person.

Name Change
I, URVASHI JALAN (old name) W/o Sri Adarsh Rajgarhia Presently residing at 41, Elgin Road, Neelkamal Building, Flat No. 1C, 1 st Floor, Kolkata- 700020 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) URVASHI RAJGARHIA, vide an affidavit sworn before The Ld. Metropolitan Magistrate at Calcutta on 18/09/2023. URVASHI JALAN and URVASHI RAJGARHIA both are same and one identical person.

Name Change
I, MD QUMORUJJAMAN MOLLA (old name) S/O MD MOZHER ALI MOLLA Presently residing at Vill+PO- Hasimnagar, PS-Falta, Dist-24 Pgs(S)-743513 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KAMRUJJAMAN MOLLA (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/09/2023. MD QUMORUJJAMAN MOLLA and KAMRUJJAMAN MOLLA both are same and one identical person.

Name Change
I, PIR MOHAMMAD MOHAMMAD (old name) S/O HABIB Presently residing at S-136/1, Halder Para Lane, Ward-137, PO-Bartala, Kolkata-700018 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PIR MOHAMMAD (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/09/2023. PIR MOHAMMAD MOHAMMAD and PIR MOHAMMAD both are same and one identical person.

Name Change
I, MD BAKIBILLA MISTRY (old name) S/O SAJAMAL MISTRY Presently residing at Vill-Uttar Chak Enayetnagar, PO-Chak Enayet Nagar, PS-Bishnupur, Dist-24 Pgs(S)-743503 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BAKI MISTRI, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/09/2023. MD BAKIBILLA MISTRY and BAKI MISTRI both are same and one identical person.

Name Change
I, NAUSHABA RAHMAN (old name) W/O AKILUR RAHMAN Presently residing at 13/2B, Bright Street, PO-Circus Avenue, Kolkata-700017 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NAUSHABA MAJID, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/09/2023. NAUSHABA RAHMAN and NAUSHABA MAJID both are same and one identical person.

Name Change
I, ALEHA KHATUN (old name) W/O KUTUBUDDIN SHEIKH Presently residing at Vill + PO- Aswathapur, PS-Ramnagar, East Medinipur- 721446 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ALEHA BIBI, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/09/2023. ALEHA KHATUN and ALEHA BIBI both are same and one identical person.

Name Change
I, MAZUMDER BRATATS (old name) W/O SAMIR KUMAR MAZUMDER Presently residing at D1505, Lake Lucerne, Phase-III, Chandivalli, Farm Road, Powai, Mumbai, Maharashtra, Pin-400076 India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BRATATI MAZUMDER, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/09/2023. MAZUMDER BRATATS and BRATATI MAZUMDER both are same and one identical person.

Name Change
I NOOR MOHAMMAD MONDAL,SON OF MOSER ALI, RESIDING AT VILL-KHARIBARIA,PO-KAMDUNI,PS-RAJARHAT, NORTH24PARGANAS - 700135, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NOOR MOHAMMAD VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2023.NOOR MOHAMMAD MONDAL AND NOOR MOHAMMAD ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MOSER ALI MONDAL,SON OF GOLAM MOSTOFA RESIDING AT VILL-KHARIBARIA,PO-KAMDUNI,PS-RAJARHAT, NORTH24PARGANAS - 700135, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSER ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2023. MOSER ALI MONDAL AND MOSER ALI ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ANJUARA,DAUGHTER OF JAMIL AHAMAD RESIDING AT 60H/4 DR SUDHIR BOSE ROAD, 77 WATGUNGE, KOLKATA- 700033, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANJUMAN ARA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 13/09/2023.THAT ANJUARA AND ANJUMAN ARA ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I PAPIA BHATTACHARYYA (OLD NAME), WIFE OF KANAK KANTI BHATTACHARYA, RESIDING AT 24/2A BOISHNOB GHATA BYLANE,SREE NATH APARTMENT, KOLKATA -700047, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAPIA BHATTACHARYA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2023. THAT PAPIA BHATTACHARYYA AND PAPIA BHATTACHARYA SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, MOSAMMAT SABERA KHATUN is wrongly recorded in my Passport No- R0445458, S/o- ERFAN SK. Residing at Vill - Kaharpara, Post- Manikchak, Ps- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. Shall henceforth be known as SABERA KHATUN. That my name SABERA KHATUN and MOSAMMAT SABERA KHATUN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, NARAYAN ADHIKARY is wrongly recorded in my Sons School Certificate, S/o- SHBU PADA ADHIKARY. Residing at Vill - Gangni, Post- Badkulla, Ps- Taherpur, Dist- Nadia, Pin- 741121, West Bengal. Shall henceforth be known as NARAYAN CHANDRA ADHIKARY. That my name NARAYAN CHANDRA ADHIKARY and NARAYAN ADHIKARY is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, ANURADHA MUKHERJEE RAM W/o- DIPANKAR RAM, Residing at Vill - Apex indene gas agency durgabari road, Post- Chanchal, Ps- Chanchal, Dist- Malda, Pin- 732123, West Bengal. That my Nick name ANURADHA RAM is wrongly recorded in my Son's Passport No- R5484578. Shall henceforth be known as ANURADHA MUKHERJEE RAM. That my name ANURADHA MUKHERJEE RAM and ANURADHA RAM is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, HAJARA BIBI is wrongly recorded in my Sons Passport No- J1874419, W/o- HABIB SHAIKH. Residing at Vill - Topla, Post- Topla, Ps- Karimpur, Dist- Nadia, Pin- 741165, West Bengal. Shall henceforth be known as ARJIYA BIBI SHAIKH. That my name ARJIYA BIBI SHAIKH and HAJARA BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

বিঘার পর বিঘা আমবাগান কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে, উঠেছে অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ আমের জেলা মালদায় বিঘার পর বিঘা আমবাগান কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দুই বছর আগে মালদায় বৈঠক করতে এসে প্রশাসনের কর্তাদের পরিষ্কারভাবে সতর্ক করে গিয়েছিলেন কোনরকম ভাবেই যত্রতত্র আমগাছ কাটা যাবে না। কিন্তু কে শোনে কার কথা? বনদপ্তর দিব্যি বিঘার পর বিঘা আম গাছ কাটার অনুমতি দিয়েই চলেছে। আরেকদিকে পুরাতন মালদার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে অদ্ভুতভাবে আম বাগানগুলি রাতারাতি ধরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে বাস্তু করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এই দুই ক্ষেত্রেই একশ্রেণীর দালালেরা রমরমা ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। বনদপ্তরের মালদা রেঞ্জের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, আম গাছ যে কাটা যাবে না তার কোন নির্দেশিকা আমাদের কাছে এখনো লিখিতভাবে আসে নি। ফলে বাধ্য হচ্ছি অনুমতি দিতে। এর পিছনে দায়ী ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের একাংশ। কারণ ওরা আমবাগানের ধরণ চেঞ্জ করে রাতারাতি বাস্তু করে দিচ্ছে।

যদিও পাল্টা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের বক্তব্য, এতে তাদের কোন হাত নেই। গাছ কাটার পুরো বিষয়টি দেখবে বনদপ্তর। এখন দুই দপ্তরের টানাপোড়েনের জেরে পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জুড়ে রাজ্য সড়কের ধারে চলছে বিঘার পর বিঘা আমগাছ কাটার কর্মকাণ্ড। উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রায়পুর স্ট্যান্ডের গেলেই রাজ্য সড়কে দুই ধারেই বিঘার পর বিঘা জমি জুড়ে আমগাছ কাটার কাজ চলছে। বেপরোয়া ভাবে বিভিন্ন জাতের আমগাছ কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে। এইসব জায়গায় বর্তমানে এখন জমির দাম কোটি কোটি টাকা। আর সেখানেই আম বাগান নিধন করেই প্লট হিসেবে জায়গা বিক্রির কাজ শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। এভাবে একচ্ছত্র আমগাছ কাটা পড়লে উষ্ণায়ন বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ বাড়বে বলে অভিযোগ করেছেন মালদার পরিবেশবিদদের সংগঠন। বলাবাহুল্য, পুরাতন মালদা সাহাপুর এলাকায় জাতীয় সড়কের বাইপাস রোড তৈরি হওয়ার পর থেকেই হু হু করে বাড়ছে জমির দাম। বিভিন্ন ধরনের কারখানা থেকে শুরু করে হোটেল, রেস্তোরা, পানশালা, গোডাউন, নার্সিংহোম জনবসতি এই সাহাপুর এলাকার রাজ্য সড়কের ধারে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। যার ফলে রাতারাতি আমবাগান কেটে সাফ করে দেওয়ার পর সেই জমি কোটি কোটি টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। এব্যাপারে প্রশাসন নিশ্চুপ বলেও অভিযোগ উঠেছে। পরিবেশবিদদের সংগঠন মালদার সবুজ বাঁচাও সমিতির সম্পাদক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী মৃত্যুঞ্জয় দাস জানিয়েছেন, বনদপ্তর, প্রশাসন, পঞ্চায়েত এদের একাংশের মদত রয়েছে বলেই বিঘার পর বিঘা আমের বাগান কেটে ফেলা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে একটা সময় মালদার আম বলে আর কিছু থাকবে না। যেভাবে মালদার আম বাগানগুলি কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে, তাতে আগামী প্রজন্মের ক্ষেত্রে একটা ভয়ংকর সময় আসছে। কিভাবে বনদপ্তর একসঙ্গে শয়ে শয়ে আমবাগান কেটে দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছে তা বুঝতেই পারছি না। এখন দুই দপ্তর এক অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করছে। এভাবে চলতে থাকলে আন্দোলনে নামা ছাড়া কোন পথ নেই। সাহাপুর এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, খুব শীঘ্রই আমবাগান কাটার প্রতিবাদ জানিয়ে সড়ক অবরোধ এবং বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করা হবে। মালদার বনদপ্তরের বিভাগীয় আধিকারিক জিজু জেসফার জে. জানিয়েছেন, এব্যাপারে কিছু জানা নেই। তবে সরকারি গাইডলাইন মেনেই অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে। বেআইনিভাবে গাছ কাটার যদি কোনো অভিযোগ আসে তাহলে তা তদারকি করে দেখা হবে।

হাতি পুজো হলো জলদাপাড়াতে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বকর্মার পুজোর দিন হাতি পুজো হলো জলদাপাড়াতে। সোমবার বিশ্বকর্মার পুজো উপলক্ষ্যে মাদারিহাটে জলদাপাড়া বনবিভাগের পক্ষ থেকে বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে কুনকি হাতিকে পুজো করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জলদাপাড়া ডি এফ ও সন্দীপ কুমার বেরিয়াল। প্রসঙ্গত, প্রতিবছরই বিশ্বকর্মা পুজার দিন জলদাপাড়ায় হাতি পুজো হয়। কুনকি হাতিগুলিকে প্রথমে নদীতে স্নান করিয়ে নিয়ে আসা হয়। হাতিদের গায়ে নকশা এঁকে দেওয়া হয়। এরপর প্রতিটি হাতির গায়ে লিখে দেওয়া হয় তাদের নাম। শঙ্খ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে চলে পুজো। এদিন পুজো দেখতে বহু মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এদিন হাতিদের মালা পড়িয়ে, সাজিয়ে পুজো করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার নোয়াপাড়া কার্শেডে মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিট উদ্বোধন করলেন

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ ১৮.০৯.২০২৩ তারিখে নোয়াপাড়া কার্শেডে রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিট পরীক্ষার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ তৈরি টেস্ট বেঞ্চ উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে মেট্রো রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এই ইউনিটটি

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নির্ভর যোগ্যতা উন্নত করার জন্য ওভারহোলিংয়ের সময় এই ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট বেঞ্চ সেট-আপের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার সহ এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমের একটি সম্পূর্ণ পরীক্ষা করতে হবে। ওভারহোলিং কাজ করার পরে আরএমপিইউ পরীক্ষা করার জন্য রেক গঠনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। এই নতুন টেস্ট বেঞ্চের ডিসপ্লেতে ভোল্টেজ এবং বর্তমান সরবরাহের মতো সমস্ত প্যারামিটারগুলি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। এর সাহায্যে আরএমপিইউ-এর কার্যক্ষমতাও যাচাই করা যায়। সুরক্ষা সুরক্ষাগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে এবং ফ্রেশ এয়ার এবং রিটার্ন এয়ার ড্যাম্পার মোটরগুলির (বেলিমো মোটরস) ক্রিয়াকলাপগুলিও স্বাভাবিকের পাশাপাশি অপারেশনের জরুরী মোডের অধীনে যাচাই করা হবে। পরীক্ষার সেট-আপের সাথে সংযোগকারী একটি ল্যাপটপের সাহায্যে ত্রুটি বিশ্লেষণ করা হবে। মহাব্যবস্থাপক মেট্রো রেল ভবন, কালীঘাট মেট্রো স্টেশন, নোয়াপাড়া কার্শেডের বিভিন্ন সপে এবং সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে বিশ্বকর্মা পুজোয় অংশ নেন। তিনি এবং মেট্রো রেলের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও সেখানে পুজো দেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সুরক্ষা বাহিনী উদ্ধার করল ২৩ নাবালককে, আটক ১

মালিগাঁও, ১৮ সেপ্টম্বর ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ০৮ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের বিভিন্ন ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশনে চালানো চেকিং এবং অভিযানকালে ২৩ জন নাবালককে সফলভাবে উদ্ধার করেছে। মানব পাচারকারীর সাথে জড়িত একজন ব্যক্তিকে আটক করেছে রেল সুরক্ষা বাহিনী। নিউ বঙাইগাঁও, নিউ জলপাইগুড়ি,

জলপাইগুড়ি রোড, সামসি, বদরপুর, বারসোই, রঙিয়া, কাটিহার ও ডিমাপুর রেলওয়ে স্টেশনের বিভিন্ন স্থানে এই অভিযান চালানো হয়েছিল। উদ্ধারকৃত সকল ব্যক্তিকে পরবর্তীকালে নিয়ম অনুযায়ী নিরাপদ হেফাজতের জন্য সংশ্লিষ্ট চাইল্ড লাইনে এবং যথাযথ যাচাই করার পর পরিবারের সদস্যদের হাতে হস্তান্তর করা হয়। সাম্প্রতিক একটি ঘটনায়, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর রঙিয়া রেল সুরক্ষা বাহিনী দ্বারা রেল স্টেশনে নিয়মিত চেক করার সময় পালিয়ে যাওয়া এক নাবালক ছেলে ও মেয়েক উদ্ধার করে। পরে উদ্ধারকৃত নাবালিকাদের নিরাপদ হেফাজতের জন্য ফাতিমা বালিকা দয়াধাম, রঙিয়াতে হস্তান্তর করা হয়। ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ, মালিগাঁওয়ের আরপিএফ এসকর্ট পার্টি ০৪ জন পলাতক নাবালক ছেলেকে ট্রেন নম্বর ২২৪৪৯ (গুয়াহাটি - নিউ দিল্লি) এক্সপ্রেস থেকে নিউ বঙাইগাঁও রেল স্টেশনে উদ্ধার করে। পরবর্তীকালে নাবালিকাদের বিরঝরা চিলড্রেন হোম, বঙ্গাইগাঁও-এ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হস্তান্তর করা হয়। ০৮- ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর মধ্যরাতে, একটি তথ্যের ভিত্তিতে সামসির আরিপএফ ট্রেন নম্বর ১৩০৩৪ (কাটিহার - হাওড়া) এক্সপ্রেস-এ একটি সন্দেহভাজন মানব পাচারকারী সম্পর্কে তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশির সময় তারা একজন মানব পাচারকারীকে আটক করে এবং তার হেফাজত থেকে একটি নাবালিকাকে উদ্ধার করে। পরে, উদ্ধারকৃত নাবালিকা মেয়ের সাথে ধৃত পাচারকারীকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য জিআরপি মালদা টাউনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আগস্ট, ২০২৩ মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সুরক্ষা বাহিনী ১ জন অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করে ৭০ জন নাবালক ছেলে ও মেয়ে এবং ০৩ জন মহিলাকে উদ্ধার করে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী মানব পাচারের সাথে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পাশাপাশি সন্দেহজনকভাবে শিশুদের চলাচল, একা ভ্রমণ, যথাযথ অভিভাবক ছাড়া যাত্রা ইত্যাদির জন্য সতর্ক থাকে।

তপোবনের ঐতিহ্যের সার্থক প্রয়োগেই খুলেছে সাফল্যের চাবিকাঠি

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক দৃষ্টান্ত থেকে মুক্তি'র পথ

দেখিয়েছিল শান্তিনিকেতন। গুরুকূল ও তপোবনের ঐতিহ্যের সার্থক প্রয়োগ হয় শান্তিনিকেতন আশ্রমের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, খোলা আকাশের নিচে। শান্তিনিকেতনের সজীব মডেল বিংশ শতাব্দীর সঙ্গীত, কলা এবং সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামকিঙ্কর বেজের মতো মানুষ যাঁরা শান্তিনিকেতনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। ২০২০ সালে শান্তিনিকেতনকে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র রূপে স্বীকৃতি আদায়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও শিক্ষা মন্ত্রক যৌথ উদ্যোগে এই কাজে হাত দেয়। দায়িত্ব এসে পড়ে পুরাতত্ব বিভাগের উপরে। তৎকালীন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কলকাতা মন্ডলের অধীক্ষক শুভ মজুমদারের তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু হয়। তিনটি পর্বে ইউনেস্কোর নিয়ম অনুসারে প্রাথমিক ভাবে আবেদন জানায় ভারত সরকার। প্রথমটি শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর কোর এড়িয়াকে পৃথিবীর অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে মান্যতা দেওয়া হবে। তার জন্য ১৯ পাতার ডিজিটাল ব্রোসিওর তৈরি করে এএস আই। দ্বিতীয়ত কি ভাবে কি পদ্ধতিতে ঐতিহ্য স্থান তথা বাড়ি গুলির সংরক্ষণ হচ্ছে তার বিবরণ ও ছবি সম্বলিত ২৪ পাতার রিপোর্ট পাঠানো হয়। এবং তৃতীয়ত একটি ভিডিও ডকুমেন্টেটেশন পাঠানো হয় ইউনেস্কোর কাছে। প্রাথমিক ভাবে আবেদন গৃহীত হওয়ার পর ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে প্রথম এসেছিল ইউনেস্কোর তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল। তাদের সামনে শান্তিনিকেতনের স্থাপত্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কে তুলে ধরে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের স্বীকৃতি আদায়ে মরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বভারতী। সেজন্যই ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের নজরদারিতে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য গৃহ, ভাস্কর্য গুলির আগেই সংস্কার শুরু করেছে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ। এরপরই যারা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের ক্ষেত্রকে মনোনয়ন করেন সেই ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল শান্তিনিকেতনে এসে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বিভিন্ন স্থাপত্য ও ঐতিহ্যবাহী জায়গা ঘুরে দেখেন। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্বভারতী আশ্রম প্রাঙ্গণের অধিকাংশ স্থান ঐতিহ্যবাহী। বিশ্বের দরবারে বিশ্বভারতীর আশ্রম প্রাঙ্গনে আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, ইউনেস্কোর বিশেষজ্ঞ দল - ইকোমস (দ্যা ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মনুমেন্ট অ্যান্ড সাইট) প্রতিনিধি দলটি মূলত দুটি বিভাগে ঐতিহ্য স্থান গুলি চিহ্নিত করে ঘুরে দেখেন। দুদিনের এই সফরে প্রতিনিধি দলটি প্রথম, প্রাকৃতিক ঐতিহ্য, দ্বিতীয়, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে পরিদর্শন করে। বিশ্বভারতী সূত্রে খবর, লিভিং হেরিটেজ ইকোমসের প্রতিনিধিদের সব চেয়ে বেশি আকর্ষিত করে। কারন ১০০ বছর আগে যে ভাবে গাছের তলায় পাঠ দান শুরু হয়েছিল আজও সেই ঐতিহ্য বিদ্যমান বিশ্বভারতীতে। পাশাপাশি মুক্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য নির্মাণের যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য তাকেই বেশি মান্যতা দিল ইকোমসের প্রতিনিধিরা। তপোবন কালচার তথা প্রকৃতির মাঝে গুরুকূল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান আকর্ষিত করে। এএসআই- এর ব্রোসিওরে ও তপোবন কালচারের বিষয়টি বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়। বিশ্বভারতীর আশ্রম প্রাঙ্গনের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য স্থান হিসেবে ছাতিম তলা, আম্রকুঞ্জ, শাল বিথি, বকুল বিথি পরিদর্শন করেন। একই সঙ্গে ঐতিহ্য স্থানের সীমানা পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গনে প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন গুলি পর্যবেক্ষণ করেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বাড়ি ও বস্তু সামগ্রী প্রতিনিধি দল কে আকর্ষিত করে। বিস্তারিত তথ্য নেন পুরাতত্ব বিভাগের আধিকারিক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। এছাড়াও দু'দিন বিশ্বভারতীর ২৩ টি ঐতিহ্যবাহী বাড়ি ও স্থাপত্য ঘুরে দেখবে। যে ঐতিহ্যশালী বাড়ি গুলির মধ্যে জাপানীজ, চাইনীজ যে স্থাপত্য তা নজরকারে। এএসআই- এর পাঠানো ব্রোসিওর এ আরও লেখা হয়েছে , এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামোগুলি অগণিত স্থাপত্যের অভিব্যক্তি গঠন করে, যা অতি বৈচিত্র্যময়। এখানে কয়লা, আলকাতরা এবং ভাস্কর্য প্যানেল সহ তৈরি মাটির কালো বাড়ি রয়েছে। মাস্টারমশাই স্টুডিও, কলা ভবনের প্রথম অধ্যক্ষ নন্দলাল বসুর জন্য নির্মিত একটি একতলা কাঠামো। চিনা এবং হিন্দি ভবনের দেওয়ালের ম্যুরাল চিত্র । ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, সোমনাথ হোরের মতো বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা শিল্প সৃষ্টি করা হয়েছে। এএস আই তার ব্রোসিওরে দাবি করেছে , ১৯২২ সালে বিশ্বভারতী শিল্প, ভাষা, মানবিক, সঙ্গীতের অন্বেষণের সাথে সাথে সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে উদ্বোধন করা হয়েছিল। এগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিফলিত হয়, যা তাদের শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে অব্যাহত রয়েছে। সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতি অধ্যযনে শ্রেষ্ঠত্বের নীতি। এখানে হিন্দি অধ্যয়নের প্রতিষ্ঠান (হিন্দি ভবন), চিন-এশীয় অধ্যয়ন (চিনা ভবন), মানবিক কেন্দ্র (বিদ্যা ভবন), চারুকলা ইনস্টিটিউট (কলা ভবন) এবং সঙ্গীত (সঙ্গীত ভবন)-এর অধ্যয়ন করা হয়। বর্তমানে এএসআই মুম্বাই মন্ডলের অধীক্ষক ডঃ শুভ মজুমদার বলেন, তপোবনের ঐতিহ্যের সার্থক প্রয়োগেই খুলেছে সাফল্যের চাবিকাঠি। যে ধারা এতবছর ধরে বহমান। বিংশ শতাব্দীতে যখন ভারত ঔপনিবেশিকতা, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলনের সন্ধিক্ষণে তখন শান্তিনিকেতন আশ্রম আন্তর্জাতিকতাবাদ, মধ্যযুগ, জাপানি, চিনা সহ বিভিন্ন সংস্কৃতিকে জুড়ে ভারতের মৌলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিকড়ের সন্ধান করেছে। যখন বিদেশী নব্য গথিক ও নব্য ধ্রুপদী সংস্কৃতি চর্চা নিয়ে মুখর, তখন শান্তিনিকেতনে ভারত ফিরেছে তার শাশ্বত মৌলিক সাংস্কৃতিক বন্ধনে।

ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শনে উত্তর পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক

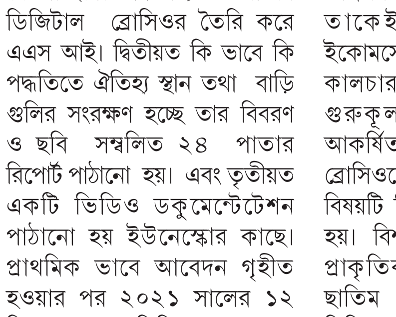

গোরক্ষপুর, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ মহাব্যবস্থাপক, উত্তর পূর্ব রেল, চন্দ্র বীর রমন, প্রধান বিভাগীয় প্রধান এবং সিনিয়র রেল কর্মকর্তাদের সাথে, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ মাল্টিডিসিপ্লিনারি মেথড ট্রেনিং সেন্টার এবং সিগন্যাল এবং টেলিকমিউনিকেশন ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন করেছেন। জেনারেল ম্যানেজার রমন 'ট্রেন সেট অপারেটিং ইন্সট্রাকশনস অ্যান্ড ফল্ট প্রিভেনশন টেক্সটবুক' প্রকাশ করেন। পরিদর্শনের শুরুতে, জেনারেল ম্যানেজার মিঃ রমন মডেল রুমে এলএইচবি পরিদর্শন করেন। ফিয়াট বগি, এয়ার ব্রেক কন্ট্রোল প্যানেল এবং এফআইবিএ F.I.B.A. কাজের মডেল, বৈদ্যুতিক লোকো সরঞ্জাম, প্যান্টোগ্রাফ, বিএল বাক্স, পাইলট ল্যাম্প, ইঞ্জিন কাট মডেল, লুব্রিকেটিং অয়েল সিস্টেম এবং ফুয়েল অয়েল সিস্টেম ইত্যাদির মতো সরঞ্জামগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ নং কক্ষের জ্যোতি কক্ষে স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ৪ নম্বর কম্পিউটার ল্যাব ও প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন। মডেল রুমের (ইঞ্জিনিয়ারিং) ৩ নম্বর কক্ষে কম্বিনেশন ফিশ প্লেট ৬০ কেজি ৫২ কেজি, জগল ফিশ প্লেট ইত্যাদি পরিদর্শন করা হয়েছে। এর আগে পরিচালক এমএসটিসি অশ্বিনী কুমার দীক্ষিত মহাব্যবস্থাপক মিঃ রমনকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি মেথড ট্রেনিং সেন্টার মডেলের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য দেন। সিগন্যাল এবং টেলিকমিউনিকেশন ট্রেনিং সেন্টার, গোরখপুর পরিদর্শনের সময়, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী রমন চিফ সিগন্যাল এবং টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী শ্রী আর. কে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং ল্যাবে প্যানেল ইন্টারলকিং এবং ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সম্পর্কে অবহিত করেন।

বিশ্বকর্মা পুজোর আমেজে মেতে উঠেছে শিলিগুড়ি

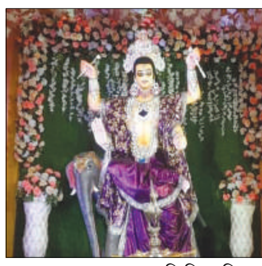

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বকর্মা পুজো গোটা রাজ্যজুড়ে পালিত হয়েছে। বাদ যায়নি শহর শিলিগুড়ি, শিলিগুড়িতে অন্যান্য বছরের মতো এই বছরেও বিভিন্ন বিশ্বকর্মা পুজোর হচ্ছে। পুজো উপলক্ষ্যে এদিন সকাল থেকেই ছিল রাস্তাঘাটে ভিড়। কোথাও কোথাও আবার প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে সর্বসাধারণের জন্য। প্রসঙ্গত গতকাল রাতে শিলিগুড়ি পুর নিগমের বিশ্বকর্মা পূজোর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রফুল্ল চক্রবর্তী সহ আরো অন্যান্য। হাকিমপাড়া ইলেকট্রিক সিটি অফিস, সহ আরো বিভিন্ন স্থানে বিশ্বকর্মা হচ্ছে। উল্লেখ্য শিলিগুড়ি শহরে বিশ্বকর্মা পুজোর বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। প্রায় গোটা শহর জুড়ে পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে প্রতিবছর, এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কোথাও কোথাও আবার রংবেরঙের আলোকসজ্জা , কোথাও আবার ঝা চকচকে মন্ডপ সব মিলিয়ে পুজো জমজমাট।

সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ে মৃত ৪ শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ সেপটিক ট্যাংকে পড়ে মৃত্যু ৪ জনের। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায়। সোমবার সাত সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার মাদারতলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় রশিদ সেখের বাড়িতে সেপটিক ট্যাংকে কাজ করছিলেন শ্রমিকেরা। সেই সময় পা পিছলে সেফটির ট্যাংকের ভিতর পড়ে যান এক শ্রমিক। তাঁর নাম রুহুল শেখ। তখন তাঁকে বাঁচাতে যান আরও ৩ জন। ওই শ্রমিককে তুলতে গিয়ে ভিতরে পড়ে যান আরও ৩ জন। শেষে কেউই আর উপরে উঠতে পারে না। ভিতরেই পড়ে রয়েছেন ৪ জন শ্রমিক। ৪ জনেরই মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান পুলিসের। মৃতদের নাম রুহুল আমিন, মনিরুল ইসলাম, মাজু শেখ ও রুহুল শেখ। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

বিতর্কের মুখে তপনের কলেজের বিতর্কিত নোটিস প্রত্যাহার

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ ১০০ টাকায় অতিথি শিক্ষকের ঘোষণাপত্র প্রত্যাহার করে নিলয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন নাথানিয়াল মুরমু মেমোরিয়াল কলেজ। কলেজের তরফে জানানো হয় ভুল করে এই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তাই সেটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। চলতি মাসের ১১ তারিখ অতিথি অধ্যাপক নিয়োগ করার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় কলেজের ওয়েবসাইটে। এই বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই বিতর্ক দেখা দেয় জেলাজুড়ে। কলেজের নিজস্ব ওয়েব সাইটে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় চারটি বিষয়ে মোট ছয় জন অতিথি শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। নিয়োগ হওয়া প্রতিটি শিক্ষকদের ক্লাস প্রতি ১০০ টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। পাশাপাশি এই সমস্ত শিক্ষকরা প্রতি সপ্তাহে আবার ১৫ টির বেশি ক্লাস করতে পাবেন না। যাতায়াতেরও কোনও খরচ বহন করা হবে না বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় । হিসাবে দেখা যায় একজন শিক্ষক প্রতিমাসে প্রায় ছয় হাজার টাকার বেশি বেতন কোনও ভাবেই পাবেন না। এই নিয়ে প্রবল বিতর্ক শুরু হয় বিভিন্ন মহলে। শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহ্যত হল বিজ্ঞপ্তি।

নেশা মুক্তি কেন্দ্রে যুবককে আটকে রেখে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ নেশা মুক্তি কেন্দ্রে যুবককে আটকে রেখে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার এক। গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তের নাম মদন রানা। তার বাড়ি হুগলি জেলার উত্তরপাড়া কোতরঙ এলাকায়। সোমবার সকালে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ এরপর ধৃতের বিরুদ্ধে প্রতারণা ৪২০ ও ৪০৬ ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের পেশ করে তদন্তের স্বার্থে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হলে, বিচারক তিন দিনের মঞ্জুর করেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, নবদ্বীপ শহরের যোগনাথতলা এলাকার বাসিন্দা সোমতীর্থ ভট্টাচার্য্য নামক এক যুবক প্রচন্ড সিগারেটের নেশায় আসক্ত ছিলেন। পরিবারে থাকা তার বিধবা মা ছেলের নেশা মুক্তির জন্য হুগলি জেলার উত্তরপাড়া কোতরঙ এলাকায় টাইম টু চেঞ্জ ফাউন্ডেশন বা রিহ্যাভ সেন্টারের কর্ণধার মদন রানার হাতে তুলে দেন। অভিযোগ, এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে অনেকটাই সুস্থ হয়ে যায় ওই যুবক। অভিযোগকারী সোমতীর্থ ভট্টাচার্য্যের অভিযোগ, সুস্থ হওয়ার পরও তাকে আটকে রেখে দীর্ঘ ৬ মাস ধরে তার কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে নগদে চার লক্ষ টাকা এবং ল্যাপটপ, টিভি, কম্পিউটার ও ঘড়িসহ বেশ কিছু জিনিসপত্র বাড়ি থেকে হাতিয়ে নেয় অভিযুক্ত মদন রানা। যার বাজার মূল্য আনুমানিক প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। এভাবেই অভিযুক্ত মদন রানা নগদ ও জিনিসপত্র বাবদ প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা প্রতারণা করেন বলে অভিযোগ। সোমতীর্থ জানান, রবিবার রাতে মায়ের অসুস্থতার কথা বলে অভিযুক্ত মদন রানাকে নবদ্বীপের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। গভীর রাতে নবদ্বীপ থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রতারিত যুবক সোমতীর্থ ভট্টাচার্য্য লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে, তদন্তে নেমে মদন রানাকে যোগনাথতলা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মণিপুরে পুলিশের অভিযানে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ৫

ইম্ফল, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ মণিপুরে পুলিশের অভিযানে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ পাঁচ দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা সাধারণ নাগরিকদের বেমালুম চাঁদার আদায়ের হুমকি দিত। এ ছাড়া এরা পুলিশ ইউনিফর্মের অপব্যবহার করে নানা স্থানে অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত। ক্রমবর্ধমান অপকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য প্রশাসন কড়া স্থিতি অবলম্বন করেছে। এই ধরনের অপকর্মের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করেছে পুলিশ। এদিন সোমবার রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে এ খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, গত শনিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে পরম্পাত থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মণিপুর পুলিশ ছদ্মবেশী ইউনিফর্ম পরিহিত অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলছে। পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, এদের গ্রেফতার করার পর বিপুল সংখ্যক মানুষ পরম্পাত থানা ঘেরাও করে ধৃতদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উত্তেজিত জনতার হামলায় রেপিড অ্যাকশন ফোর্স-এর এক জওয়ান আহত হয়েছেন। উৎশৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে যৌথ বাহিনী কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুঁড়তে বাধ্য হয়। তবে পুলিশ গ্রেফতারকৃত পাঁচজনকে মুক্তি দেয়নি। পরবর্তীতে তাদের বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। আদালতের কাছ থেকে তাদের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ তাদের অসামাজিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত করে পাঁজনের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-II/KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : LTG/123/50/V/Z-II/23-24
Name of work : Improvement of Park Lighting System by LED light surrounding Santosh Mitra Square in Ward No.50. Estimated Amount : Rs.1,95,108.00. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 30 days.

2. NIT NO. : LTG/88/47/VI/Z-II/2023-2024
Name of work : Renovation of street lighting system at various places in Ward No.47. Estimated Amount : Rs.3,99,996.36. Earnest Money : Rs.8,000.00. Period of Completion : 10 days. Last date and time of Submission of Bid : 29.09.2023 upto 4 p.m. (for Sl.No.1) and 29.09.2023 (for Sl.No.2). The Bid forms and other details are available on and from 19.09.2023 at 6 p.m. (for Sl.No.1) and 19.09.2023 (for Sl.No.2). The website https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).

Controlling Officer/EWS invites e-Tender for the following work :-
NIT NO. : KMC/EWS/INST/NZ/02/2023-24
Name of work : Improvement of LT Electrical Distribution Panels and allied works at Main Gate at EWS Department. Estimated Cost : Rs.2,97,196.54. Earnest Money : Rs.6,000.00. Last date and time of Submission of Bid (Online) : 30.09.2023 at 12.30 p.m. The bid forms and other details are available on and from 19.09.2023 at 4.30 p.m. from the website http://etender.wb.nic.in

The Executive Engineer (Electrical)/Z-IV, KMC invites tender online two part Bid system for the following works :-
1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/74/23-24
Name of work : Installation of different types of lighting arrangement at inside/outside and adjacent areas of pay and use toilet in N.S.C. Bose Road (Ward No.97), Br.-X. Estimated Amount : Rs.2,98,653.97 (as per BOQ). Earnest Money : Rs.6,000.00.
2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/75/23-24
Name of work : Supply and delivery of LED fittings for street light at Block A.B.F, L, M (New Alipore) and Majherhut, Buro Shibtala adjacent areas in Ward No.81, Br.-X. Estimated Amount : Rs.1,99,577.72 (as per BOQ). Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 20 days (for Sl.No. 1 & 2). Last Date and time of Completion of Bid : 26.09.2023 upto 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2). The Bid forms and other details are available on and from : 15.09.2023 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 & 2). The website : https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI/KMC invites tender online two bid system for following work :-
NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/144/11/23-24
Name of work : Improvement of bustee street lighting arrangement by LED light fittings at Khal Par, Goswami Para, Kayal Para etc. areas in Ward No.144. Estimated Amount : Rs.1,99,366.00. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 20 days. Technical Bid Open date : 29.09.2023 at 2 p.m. Last date and time of Submission of Bid : 27.09.2023 at 12 noon. The bid forms and other details are available on and from 19.09.2023 at 6 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in

The Director General (Civil), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT NO. : KMC/DG(C)/Br-XI/114/013/2023-24/R
Name of work : Imp. of road providing cement concrete near Friends Eleven Club (from Adarsha Vidyalaya School to G.C. Naskar Road) in Ward No.114. Estimated Amount (including GST & CESS) : Rs.4,67,212.00. Earnest Money : Rs.9,400.00. Period of Completion : 120 days. Last Date and Time of submission of Bid : 27.09.2023 at 12 noon. The Tender will be opened on : 29.09.2023. The bid forms and other details are available on and from 19.09.2023 at 5 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in

747 / 23-24

CSB Bank PUBLIC NOTICE ON AUCTION OF PLEDGED GOLD ORNAMENTS

The borrower/s in specific and interested bidders, in general, are hereby informed that on account of non-repayment of the Bank's dues by the borrowers as under despite the payment notice and recall/auction notice issued by the Bank, the gold ornaments pledged with the bank as security by the respective borrowers for the loans availed by them will be sold in public auction on "as is where is" and "non-recourse" basis through e-auction portal http://csbgold.auctiontiger.net on 21st September 2023 at 10.30 AM. The auction may be adjourned to any other later date at the discretion of the bank upon publication of the same in the Bank's notice board. The borrowers are hereby further informed that the gold ornaments will be disposed of by private sale if the public auction is not successful and if there is a further balance to be recovered thereafter, legal action will be initiated against the borrower/s for recovery of the balance amounts due to the bank.

S.No.	Branch Name	Account Name	Client ID	No. of Acc.	Bal. Outstanding as on 17-09-2023	Weight (grams)
1	KOLKATA - BURRA BAZAR	RAJU VERMA	4319798	2	75018.97	19.98

For more details/account wise information borrowers/interested bidders may contact respective branches and for participating in the auction, please visit/login to the e-auction portal http://csbgold.auctiontiger.net

Authorised Officer
CSB Bank

WEST BENGAL | 19 September2023

‘স্পেলটা ম্যাজিকের মতো ছিল’

ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন মহম্মদ সিরাজ। অবশ্য ম্যাচের সেরার সেই আর্থিক পুরস্কার সিরাজ দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার মাঠকর্মীদের। যার ফলে সকলের থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। এশিয়া সেরা হওয়ার পর মহম্মদ সিরাজের এক সাক্ষাকার নেন তাঁর সতীর্থ, তথা ভারতের তারকা ক্রিকেটার কুলদীপ যাদব। বিসিসিআই টিভিতে সেই ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। কী কথাবার্তা হল তাঁদের?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এশিয়া কাপের ইতিহাসে সবচেয়ে মুগ্ধ করা স্পেল দেখা গেল রবিবার। মহম্মদ সিরাজ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কলম্বোতে এক ওভারে ৪ উইকেট নিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। এরপর স্পেল শেষ করেন ২১ রানে দিয়ে ৬ উইকেট ঝুলিতে ভরে। ম্যাচের সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন মহম্মদ সিরাজ। অবশ্য ম্যাচের সেরার সেই আর্থিক পুরস্কার সিরাজ দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার মাঠকর্মীদের। যার ফলে সকলের থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। এশিয়া সেরা হওয়ার পর মহম্মদ সিরাজের এক সাক্ষাৎকার নেন তাঁর সতীর্থ, তথা ভারতের তারকা ক্রিকেটার কুলদীপ যাদব। বিসিসিআই টিভিতে সেই ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। কী কথাবার্তা হল তাঁদের?

● *কুলদীপ। আজকের স্পেল নিয়ে কী বলবে?*

● সিরাজ। সত্যি বলতে গেলে আজকের স্পেলটা কার্যত ম্যাজিকের মতো ছিল। আমি কখনও এমনটা ভাবিনি। ফাইনাল ম্যাচে এমনটা করতে পারব

সেটাও ভাবিনি। এর আগে তিরুবনন্তপুরমে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৪ উইকেট নিয়েছিলাম। কিন্তু ৫ উইকেট নেওয়ার জন্য ষষ্ঠ ওভার বলও করেছিলাম। পাইনি ৫ উইকেট।

● *কুলদীপ। এক ওভারে ৪ উইকেট নিয়েছো, কোনও আলাদা পরিকল্পনা ছিল?*

● সিরাজ। স্পেলের শুরুতে সুইং পেয়েছিলাম। তখন বুঝেছিলাম এক জায়গায় বল দিলেই সফল হব। নিজেকে সেটাই বুঝিয়েছিলাম।

● কুলদীপ। দাসুন শানাকার বলের পরিকল্পনা কী ছিল?

● সিরাজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকে এটা প্র্যাক্টিস করেছিলাম। ক্রিজের ওয়াইড থেকে এসে আউটসুইঙ্গার বল করার জন্য। অবশেষে দারুণ ভাবে সেটা কাজে লাগাতে পারলাম। যেমন পরিকল্পনা করেছিলাম, ঠিক সেটাই হয়েছে।

● *কুলদীপ। এশিয়া কাপে ২১ রানে ৬ উইকেট এশিয়া কাপে সেরা বোলিং স্পেল। কী বলবে এই স্পেল নিয়ে?*

● সিরাজ। এটা আমার জন্য বড় প্রাপ্তি। বিশ্বকাপের আগে ফাইনালে এমন পারফরম্যান্স আমাকে আত্মবিশ্বাস দেবে।

এ বারের এশিয়া কাপে সিরিজ সেরার পুরস্কার পেয়েছেন কুলদীপ যাদব। সিরাজ তাঁকে তাঁর সাফল্য নিয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, পিচ পড়ে, ব্যাটারদের পড়ে সেই মতো বল করতে থাকি। তিনি বলেন, ‘‘গত এক বছর ধরে এখন ভালো ছন্দে রয়েছি। সেটাই ধরে রেখে এগিয়ে যেতে চাই।’’

ওডিআই বিশ্বকাপে অনিশ্চিত দঃ আফ্রিকার দুই পেসার!

কেপটাউন, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ এক দিকে শেষ হল এশিয়া কাপ। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রোহিত শর্মার ভারত। এ বার বিশ্বকাপ নিয়ে হইচই বাড়ল। অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ। তার আগে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ৫ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে খেলল দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সিরিজে ৩-২ ব্যবধানে জিতেছে প্রোটিয়ারা। বিশ্বকাপের আগে এই জয় তেম্বা বাভুমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কিন্তু এরই মাঝে চোট চিন্তায় প্রোটিয়া শিবির। কারণ টিমের দুই পেসার এখনও বিশ্বকাপে অনিশ্চিত। দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা বোলার অনরিখ নর্টজে এবং সিসান্দা মাগালাকে চলতি সপ্তাহে ফিটনেস টেস্ট দিতে হবে। সেই পরীক্ষায় উতরোতে পারবে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেতে পারেন নর্টজে-মাগালারা। ভারতের মাটিতে হতে চলা বিশ্বকাপের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ১৫ সদস্যের যে প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে তাতে রয়েছেন নর্টজে এবং মাগালা। প্রোটিয়া পেসার অনরিখ নর্টজে পিঠের চোটে ভুগছেন। অন্যদিকে সিসান্দা মাগালা বাম হাঁটুর চোটে কাবু। দক্ষিণ আফ্রিকা টিমের ভারতে আসার কথা ২৩ সেপ্টেম্বর। বিশ্বকাপের জন্য ভারতে আসার আগে অনরিখ নর্টজে ও সিসান্দা মাগালার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের ওডিআই সিরিজ জয়ের পর প্রোটিয়া দলের সাদা বলের কোচ বব ওয়াল্টার জানিয়েছেন, অনরিখ নর্টজে ও সিসান্দা মাগালার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার জন্য বিমানে ওঠার এক সপ্তাহ আগে অনরিখ নর্টজে ও সিসান্দা মাগালা খেলতে না পারা বেশ ভাবাচ্ছে আমাদের। চোট পাওয়া ক্রিকেটারদের নিয়ে জটিলতা রয়েছে। বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্ট, তাই মেডিকেল কারণ দেখিয়ে দলে পরিবর্তন আনতেও হতে পারে।’’

ভোররাতে মুম্বইয়ে নামলেন রোহিতরা
ক্লান্তি ভুলে সেলফি টাইম!

মুম্বই, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ অষ্টম বার এশিয়া সেরা হয়েছে ভারত। খেতাব জয়ের ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি, দেশে ফিরেছেন রোহিত শর্মারা। কলম্বো থেকে গভীর রাতের বিমান ধরেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। তার আগে অবশ্য ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা টিম হোটেলে পাসপোর্ট ভুলে আসেন। পরে অবশ্য দলের সাপোর্ট স্টাফ তা এনে দেন রোহিতকে। সেই ভিডিয়ো ঘুরছে নেটদুনিয়ায়। এরই মাঝে আজ, সোমবার ভোররাতে মুম্বইয়ে পৌঁছে যান বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, হার্দিক পাণ্ড্যিয়ারা। মুম্বইয়ের কালিনা এয়ারপোর্টে দেখা যায় একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটারকে। সেখানেই দেখা যায় ভক্তরা ভারতীয় ক্রিকেটারদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। একে এশিয়া কাপের ফাইনাল ম্যাচ খেলা, তারপর সফরের ক্লান্তি, তারপরও হাসিমুখে ভক্তদের সেলফি তোলার আবদার মিটিয়েছেন রোহিত। চল বেটা সেলফি লে লে রে... তাও আবার এই সেলফি যার তার সঙ্গে নয়, একেবার সদ্য এশিয়া কাপ জেতা ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে। ভোররাতে এমন ইচ্ছেপূরণ হবে কতজন ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমী ভেবেছিলেন? সামনে যখন হিটম্যান, তিনি তো ভক্তদের আবদার মেটাবেনই। সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের শেয়ার করা এক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, একের পর এক ভারতীয় ক্রিকেটাররা মুম্বইয়ের কালিনা এয়ারপোর্ট থেকে নিজেদের গাড়িতে করে বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সেখানেই সবশেষে বেরোন রোহিত শর্মা। ভক্তরা এশিয়া কাপ জয়ের শুভেচ্ছা জানান সকল ক্রিকেটারদের। এরপর সকল ভারতীয় ক্রিকেটাররা সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে ভক্তরা সেলফি তোলার আবদার করেন রোহিত শর্মা কাছে। গেটের ঠিক কাছে এসে গাড়ি থেকে নামেন রোহিত এবং ভক্তদের সঙ্গে হাসিমুখে পোজ দিতে থাকেন। এত ক্লান্তির পরও যে ভক্তদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন রোহিত, তার জন্য নেটদুনিয়ায় আলোচনা চলছে।

রোহিতের প্রেস কনফারেন্সের মাঝে বাধা, বললেন ‘বিশ্বকাপ জিতলে এইসব করবে’

কলম্বো, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা মাঠ হোক মাঠের বাইরে, বরাবর বিনোদন দেন। মনে যা আসে কখনও চেপে রাখেন না। সটান বলে দেন রোহিত শর্মা। তাঁর ব্যাটে যেমন চার-ছক্কার বন্যা বয়ে যায়, তেমনই কোনও প্রশ্নও তিনি বাউন্ডারির বাইরে ছুড়ে পাঠান। একাধিক প্রেস কনফারেন্সে বিভিন্ন মুচমুচে প্রশ্নের এমন উত্তর দেন রোহিত, যাতে ওঠে হাসির রোল। এ বার ভারত এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এক প্রেস কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন রোহিত। তাতেও এমন এক কথা বলেছেন তিনি, কনফারেন্স রুমের সকলে হেসে ওঠেন। কী বললেন হিটম্যান? কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে গত বারের চ্যাম্পিয়ন দাসুন শানাকার বিরুদ্ধে এশিয়া কাপ ফাইনালে নেমেছিল ভারত। ১০ উইকেটে টিম ইন্ডিয়া এশিয়া কাপ ফাইনালে জিতেছে। ম্যাচের শেষে প্রেস কনফারেন্স করেন রোহিত শর্মা। সেখানে হঠাৎই বাধা পড়ে। কিন্তু কেন? আসলে তিনি এক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় বাইরে থেকে বাজির বিরাট আওয়াজ পান। সেই সময় ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের সেলিব্রেশন চলছিল। এ দিকে রোহিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ‘‘এখানে এসে যেভাবে খেললাম আমরা, এমন একটা টুর্নামেন্ট জেতায় দলের সকলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। যদিও এই টুর্নামেন্টে আমরা দেখেছি...’’ ব্যস এই কটা কথা বলার পরই তিনি বাজি ফাটার আওয়াজ শুনতে পান। তাই তিনি প্রেস কনফারেন্সে নিজের কথা থামিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলতে থাকেন, ‘‘বিশ্বকাপ জেতার পর এই সব ফাটাবে।’’ রোহিতের এই কথা শুনে প্রেস কনফারেন্স রুমে থাকা সকলে হেসে ওঠেন।ওডিআই বিশ্বকাপের আগে এশিয়া কাপ জিতে টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। রোহিত শর্মাদের বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু হবে ৮ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপের আগে অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে খেলবে ভারত। এই সিরিজ শুরু হবে ২২ সেপ্টেম্বর।

কখন সেরা পারফর্ম্যান্স দিতে পারেন মানু ভাকের, জানালেন নিজেই

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন এশিয়ান গেমসে ভারত ১০০ পদকের প্রত্যাশা করছে। হানঝাউতে হতে চলা এশিয়াডে একাধিক ভারতীয় তারকাদের মধ্যে শুটার মানু ভাকেরের দিকে বিশেষ নজর থাকবে। ন'বারের আইএসএসএফ বিশ্বকাপে সোনাজয়ী মানু সম্প্রতি জানিয়েছেন, কখন তিনি কোনও টুর্নামেন্টে সেরা পারফরম্যান্স দিতে পারেন? ভারতীয় শুটার মানু ভাকের জানিয়েছেন, বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কোচ জসপাল রানাকে নিয়ে যেতে চান। মানুর দাবি, আন্তর্জাতিক

স্তরের প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত কোচ রানাকে পাশে না পাওয়ায় তাঁর পারফরম্যান্সে প্রভাব পড়ছে। মানু নিজের কোচ রানাকে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার কাছে আবেদন করেছেন। মানু ভাকেরের পাখির চোখ ২০২৪ এর প্যারিস অলিম্পিক। অবশ্য সামনের এশিয়ান গেমসেও সোনাতেই নজর তাঁর। চিনের হানঝাউতে যাতে ব্যক্তিগত কোচকে নিয়ে যেতে পারেন, তার জন্য এনআরএআই-এর কাছে অনুরোধ করেছেন মানু। তিনি বলেন, ‘‘আমি আশাবাদী শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে। আমি রানা স্যারকে আমার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়েছি। যেমন যে প্রতিযোগিতাগুলোতে কোটা পাওয়ার ব্যাপার থাকে।’’ ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে চিনের হানঝাউতে বসবে এশিয়াডের আসর। এ বার দেখার সেখানে মানু তাঁর ব্যক্তিগত কোচ জসপাল রানাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন কিনা। সম্প্রতি মানু বাকুতে হওয়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নিজের পার্সোনাল কোচ জসপাল রানাকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাননি। দীর্ঘদিন ধরে ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার এই নীতি (কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শুটারের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোচ না যাওয়া) চালু রয়েছে। যা একাধিক বার একাধিক অ্যাথলিটকে সমস্যায় ফেলেছে। আসন্ন এশিয়ান গেমসে ২৫ মিটার র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তলে অংশ নেবেন মানু। মেয়েদের ২৫ মিটার র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তলে মানু ভাকের ছাড়াও রয়েছেন রিদম সাংওয়ান, এষা সিং।

অঁরি বললেন

‘নেইমার-এমবাপের কারণে পিএসজিতে মেসি কখনো নেতা হতে পারত না’

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসি পিএসজি-অধ্যায় শেষ করেছেন আরও তিন মাস আগে। কিন্তু তাঁর পিএসজি-অধ্যায় নিয়ে আলোচনা এখনো থামেনি। এমনকি মেসির ওপর ক্ষুব্ধ পিএসজির সমর্থকেরা এখনো তাঁর বিরুদ্ধে

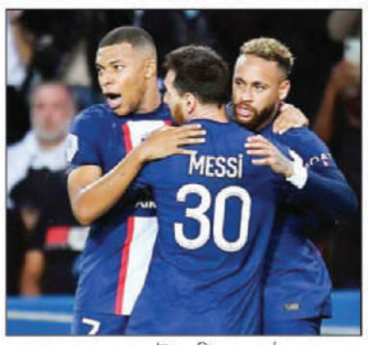

লেখা ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে মাঠে যাচ্ছেন। কদিন আগে প্যারিসে মেসির ‘নরকযাপন’ নিয়ে কথা বলেছেন নেইমারও। মেসি নিজেও বলেছিলেন, পিএসজিতে ভালো ছিলেন না। এবার মেসির পিএসজি-অধ্যায় নিয়ে কথা বলেছেন ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরিও। বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন এই ফরাসি ফরোয়ার্ডের মতে, পিএসজিতে নেইমার ও এমবাপের সঙ্গে খেলে মেসি কখনোই নেতা হতে পারতেন না। এই তিনজনকে একসঙ্গে কোনও দলে খেলানোও অযৌক্তিক মনে করেন অঁরি। সম্প্রতি আরএমসি স্পোর্টসে পিএসজির প্রাক্তণ মিডফিল্ডার জেরোম রোথেনকে দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন অঁরি, যেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, মেসির পিএসজি-অধ্যায় নিয়ে তিনি হতাশ কি না। অঁরি বলেছেন, ‘‘না। কেন হতাশ নই, আমি তা বলছি। আমি দলের গঠন নিয়ে কথা বলেছিলাম। আমি জানি, তুমি আবার হাসবে। কিন্তু তিনজনকে (মেসি, নেইমার, এমবাপে) একসঙ্গে কীভাবে খেলাবে?’’ এরপর নিজের কথার ব্যাখ্যা দেন অঁরি, ‘‘যখন সে আর্জেন্টিনা দলে খেলে, সেখানে তিনজন মেসি থাকে না। শুধু সে থাকে। আপনি তাকে এমন কাঠামোর মধ্যে রাখছেন, যেখানে শুধু সে হচ্ছে নেতা।’’ অঁরির এই কথার সত্যতা মেলে ইন্টার মায়ামিতে গিয়ে মেসির পারফরম্যান্সেও। এরই মধ্যে মায়ামিকে তাদের প্রথম শিরোপা এনে দিয়েছেন মেসি। তুলেছেন আরেকটি টুর্নামেন্টের ফাইনালেও। এর আগে পিএসজিতে মেসির ভালো না থাকার কথা বলেছিলেন এমবাপে ও নেইমার। নেইমার কদিন আগে বলেছেন, ‘‘আমরা সেখানে নরকে ছিলাম। আমি এবং সে। আমরা হতাশ ছিলাম। কারণ, আমরা কোনও কারণ ছাড়া সেখানে ছিলাম। নিজেদের সেরাটা দিচ্ছিলাম, চ্যাম্পিয়ন করাচ্ছিলাম, চেষ্টা করছিলাম ইতিহাস গড়ার। সে জন্যই আমরা একসঙ্গে খেলা শুরু করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা হয়নি।’’ অন্যদিকে মেসি পিএসজিতে প্রাপ্য সম্মান পায়নি উল্লেখ করে এমবাপে বলেছিলেন, ‘‘আমি বুঝতে পারছি না, মেসি পিএসজি ছাড়ায় অনেকেই বেশ খুশি। মেসি সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। সে পিএসজি ছাড়ছে-এটা কখনওই ভালো খবর হতে পারে না ক্লাবের জন্য। আমি তো মনে করি, মেসি কখনোই পিএসজিতে তার প্রাপ্য সম্মান পায়নি।’’

মাচেরানো চান

২০২৪ অলিম্পিকে আর্জেন্টিনা দলে থাকুক মেসি-দি মারিয়া

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০২৪ অলিম্পিককে পাখির চোখ করে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো। এরই মধ্যে দল বাছাইয়ের কাজও শুরু করেছেন এই আর্জেন্টাইন কোচ।

আগামী জানুয়ারিতে ভেনেজুয়েলায় শুরু হবে প্রি-অলিম্পিক টুর্নামেন্ট। লাতিন আমেরিকার ৯টি দেশ এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। যেখানে শীর্ষ দুটি দেশ খেলবে প্যারিসে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের ফুটবল প্রতিযোগিতায়। বিশ্বকাপের পর এখন অলিম্পিকেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ফেরাতে মরিয়া আর্জেন্টিনা। সেই লক্ষ্যে কাজ করছেন আর্জেন্টিনা দলে লিওনেল মেসি ও আনহেল দি মারিয়ার প্রাক্তণ সতীর্থ মাচেরানো। অলিম্পিক ফুটবলে সাধারণত যেকোনো দেশের অনূর্ধ্ব-২৩ দল খেলে। তবে কোচ চাইলে দলে ২৩ বছরের বেশি ৩ জন খেলোয়াড় রাখতে পারেন। মাচেরানো সেই তিনজনের দুজন হিসেবে দলে পেতে চান মেসি ও দি মারিয়াকে। এর মধ্যে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কাছাকাছি রেখে অলিম্পিক মিশনের রাডারে থাকা খেলোয়াড়দের অনুশীলনও করিয়েছেন মাচেরানো। সে সময় দলের সঙ্গে থাকা মেসিকে আর্জেন্টিনা ও বলিভিয়া অনূর্ধ্ব-২৩ দলের ম্যাচ উপভোগ করতেও দেখা গেছে। সম্প্রতি নিজের দল নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন আর্জেন্টিনা যুব দলের কোচ মাচেরোনা। যেকোনোভাবে মেসি ও দি মারিয়াকে নিজের দলে পাওয়ার আগ্রহ জানিয়ে মাচেরানো বলেছেন, ‘‘দু'জন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে দলে পাওয়া অবশ্যই গর্বের বিষয় হবে। এমন খেলোয়াড় আছে, যারা কিছু বিষয় নির্ধারণ করে দিতে পারে। দলে লিওনেল মেসি ও আনহেল দি মারিয়াকে পাওয়া হবে সম্মানের ব্যাপার।’’ আর্জেন্টিনার সর্বশেষ অলিম্পিক জয়ের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই তিনজনের নাম। ২০০৮ সালে বেইজিং অলিম্পিকে সোনা জেতা সেই দলে খেলেছেন মেসি, দি মারিয়া ও মাচেরানো। যেখানে দি মারিয়ার গোলে ফাইনালে নাইজেরিয়াকে হারিয়ে সোনা জিতেছিল আর্জেন্টিনা। এখন মেসি-দি মারিয়ার শেষবেলায় মাচেরানো হয়তো সেই স্মৃতিটা আরেকবার ফেরাতে চান। তবে ক্লাব ফুটবলের ঠাসা সূচিতে শেষ পর্যন্ত মাচেরানোর মনের ইচ্ছা পূরণ হয় কি না, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা। এমনকি অলিম্পিকের মূল পর্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পর লিওনেল স্কালোনি যদি দলের কোচ হতে চান, তাতেও আপত্তি নেই মাচেরানোর, ‘‘যদি সে অলিম্পিক দলের কোচ হতে চায়, সেটা সে হতে পারে।’’

ব্যালন ডি'অর কে জিতবে, জানেন মার্তিনেজ

লন্ডন আইরেস, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ জবাবটা তিনি এমনভাবে দিয়েছেন, যেন এটা কোনও প্রশ্নই নয়। ২০২২-২৩ মরসুমের ব্যালন ডি'অর জয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ৩০ অক্টোবর। তার আগেপর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ছাড়া কারোরই জানার কথা নয় কে জিতবে এবারের বর্ষসেরা পুরস্কার। এরই মধ্যে ৩০ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে মূল লড়াইটা ধারণা করা হচ্ছে লিওনেল মেসি ও আর্লিং হলান্ডের মধ্যে। মেসি আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন। আর হলান্ড ম্যানচেস্টার সিটির জার্সিতে জিতেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগসহ ট্রেবল। আবার বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়নস লিগ দুটিই জেতার কীর্তি আছে হুলিয়ান আলভারেজের। এমন পরিস্থিতিতে ব্যালন ডি'অর কে জিতবেন, সেই প্রশ্নের প্রায় নিশ্চিত উত্তর দেওয়াটা একটু কঠিনই। তবে এমিলিয়ানো মার্তিনেজের জবাব শুনলে মনে হবে এটা কোনও প্রশ্নই নয়। ব্যালন ডি'অরের ৩০ জনের তালিকায় মার্তিনেজ নিজেও আছেন। আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপে গোল্ডেন গ্লাভসজয়ী এই গোলকিপার খেলেন অ্যাস্টন

ভিলায়। গতকাল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অ্যাস্টন ভিলার ম্যাচের পর বিবিসির ‘ম্যাচ অব দ্য ডে'র মুখোমুখি হন মার্তিনেজ। সেখানে তাঁকে ব্যালন ডি'অরের ৩০ জনের তালিকায় থাকার কথা মনে করিয়ে দিলে তিনি বলেন, ‘‘আমি তালিকায় থাকতে পেরেই গর্বিত। বিশ্বকাপ জেতার পর এটা আমার এবং আমার পরিবারের জন্য গর্বের মুহূর্ত। বিশ্বকাপে আমি গোল্ডেন গ্লাভস জিতেছি। আমার অভিযান ওখানেই পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।’’ মার্তিনেজ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েই খুশি। তাহলে জয়ী হিসেবে কাকে দেখছেন? ‘এটা কে না জানে' ভঙ্গিতে মার্তিনেজের জবাবটা ছিল এমন, ‘‘আমরা জানি কে ব্যালন ডি'অর জিতবে। আমার সতীর্থ মেসি।’’ এবারের ব্যালন ডি'অরের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে ২০২২ সালের ১ আগস্ট থেকে ২০২৩ সালের ৩১ জুলাই সময়কে। এই সময়ে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতার পাশাপাশি পিএসজির হয়ে ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ জিতেছেন মেসি। বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি হিসেবে গোল্ডেন বলও পেয়েছেন। আর ২২ বছর বয়সী নরওয়েজীয় তারকা হলান্ড সিটির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ, প্রিমিয়ার লিগ ও এফএ কাপ জিতিয়েছেন। ট্রেবল জয়ের পথে করেছেন রেকর্ড ৫২ গোল।

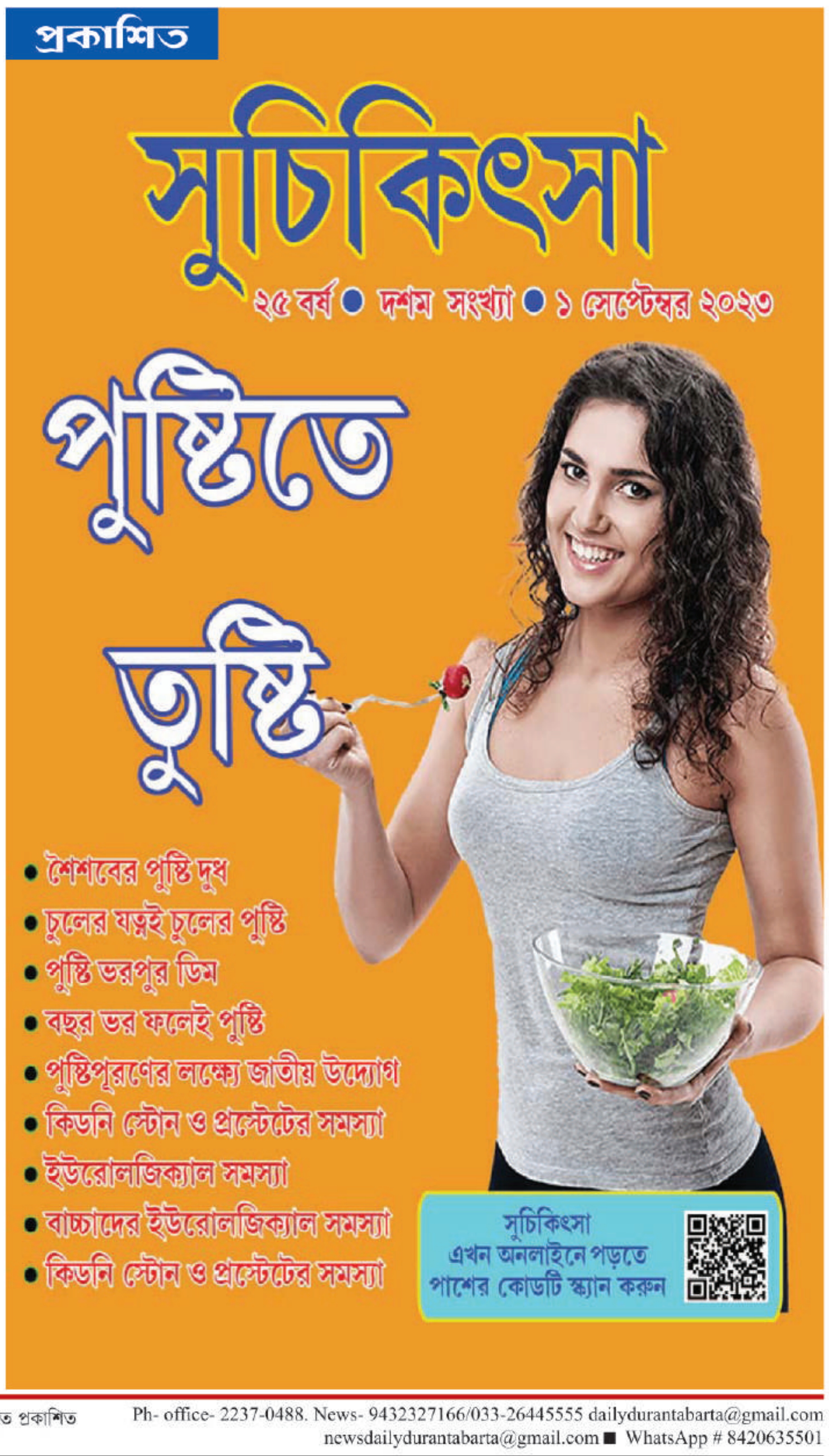

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501